অনুধ্বজের হরিসাধন

গীতাভিনয়।

"আত্মতত্ত্ব নাহি ল'য়ে পরতত্ত্ব আশে,
কেন বদ্ধ হও জীব মায়া-রজ্জু পাশে
হরিনাম কর সার ফেল ভ্রম-ভাব,
হরিনামে অনুধ্বজ হইল উদ্ধার।"

বস্তির নিবাসী—
শ্রীকালীকিঙ্কর যশ প্রণীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী।
কলিকাতা—১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

পঞ্চানন প্রেস।
২৫।৩ নং তারক চট্টোপাধ্যায়ের লেন,—কলিকাতা।
কে, এল, মাইতি দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩৩০ সাল।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষগণ।

দেববৃন্দ।

বিষ্ণু	...	আদিদেব।
শিব	...	মহাকাল।
ব্রহ্মা	...	সৃষ্টিকর্ত্তা।
ইন্দ্র	...	দেবরাজ।
পবন	...	ঐ ভ্রাতা।
অগ্নি	...	ঐ
চন্দ্র	...	ঐ
যম	...	সূর্য্যপুত্র।
চিত্রগুপ্ত	...	যম-মন্ত্রী।
মৃত্যু	...	যমসেনাপতি।

ছদ্মবেশী মহাদেব, ছদ্মবেশী বিষ্ণু, ঋষিকুমারবেশী বিষ্ণু, যমদূত-গণ, ভয় ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

দেবীবৃন্দ।

ভগবতী	...	আদ্যাশক্তি।
লক্ষ্মী	...	বৈকুণ্ঠেশ্বরী।
বনদেবী	...	কানন-রাণী।
মায়া	...	শক্তির অংশরূপা।
জয়া	...	ভগবতীর দাসী।
বিজয়া	...	ঐ

বনবালাগণ ইত্যাদি।

পুরুষগণ।

মানববৃন্দ।

জয়কেতু	কাশীর অধিপতি।
রণকেতু	ঐ সেনাপতি।
বিজয়কেতু	অযোধ্যার রাজা।
অনুধ্বজ	ঐ পুত্র।

ঘাতকদ্বয়, মেঘবর্ণ দূত, খুদিরাম চাটুজ্জ্যের প্রেতাত্মা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

মানবীবৃন্দ।

মনোরমা	অযোধ্যার বড় রাণী।
চন্দ্রমা	ঐ কনিষ্ঠা রাণী।
সুরমা	কাশীর রাজরাণী।
অরুণা	কাশীর রাজকন্যা।
প্রবলা	কাশীর রাজকিঙ্করী

খুদিরাম চাটুজ্জ্যের শাশুড়ীর জীবনী ইত্যাদি।

অনুধ্বজের হরিসাধন

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীধাম—রাজকারাগার।

চন্দ্রমা ও মনোরমা আসীনা।

চন্দ্রমা। দিদি! পোড়া বিধি পোড়া অদৃষ্টে এতও লিখেছিল।

মনোরমা। চন্দ্রমা! ভগ্নি কেঁদো না, দিন রাত যদি অমন ক'রে কাঁদ্‌বে, কদিন তা হ'লে বাঁচবে?

চন্দ্রমা। দিদিগো! বাঁচার আর সুখ কি দিদি! মরণ হ'লেই তো বাঁচি, তুমি আমার বড় দিদি হও, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এখনি আমার মরণ হয়।

মনোরমা। বালাই—তুমি মর্‌বে কেন বোন্‌? আশীর্ব্বাদ কর্‌চি, তোমার শত্রু মরুক্‌।

চন্দ্রমা। না দিদি না, তুমি বল যেন এই হতভাগিনীরই নাম ডুবে যায়। দিদিগো! আর কি নিয়ে পাপ সংসারে থাকা?

মনোরমা। অমন কথা কি বল্‌তে আছে বোন্‌, তোমার অভাব কি? হরির

কৃপায়, মধুসূদনের কৃপায় যে ধন তুমি কোলে পেয়েছ, তার কি তুলনা আছে। সে ধনের মুখ চেয়ে কষ্টের সংসারে কষ্ট স'য়ে থাক্‌লে পরে, কালে তুমি ঘরে ব'সে কত অমূল্য রত্নের মুখ দেখ্‌তে পাবে। তবে অল্প বয়সে পতিধনে বঞ্চিত হ'য়ে শত্রুপুরে কষ্ট ক্লেশ পাচ্ছ এই যা বল, তা কি কর্‌বে এখন এই যে কত শত রমণী পতি হারা হ'চ্ছে; তারা কি ক'চ্চে? দিন রাত কি মর্‌বো মর্‌বো ক'চ্চে, না—তোমার মত চক্ষের জলে বুক ভাসাচ্চে? সেই সবই হ'চ্চে, দশ দিন গেলেই সব ভুলে সেই আপনার আপনার সুখের চেষ্টায় মন দিচ্ছে।

চন্দ্রমা। দিদি! সংসারে থাক্‌তে যে আমার মন হয় না।

মনোরমা। কেন হয় না ভগ্নি?

চন্দ্রমা। তা জানিনে দিদি। প্রাণের ভিতর কেবল হু-হু ক'চ্চে, মনে হ'চ্ছে এখনি পাপ প্রাণকে বার ক'রে দি, তা হ'লেই আমার সকল কষ্ট যাবে, প্রাণ-পতির সঙ্গেও বুঝি দেখা হবে।

মনোরমা। তা হবে—সত্য কথা, তুমি সতী রমণী, তোমাকে স্বামী-পদ দর্শনে বঞ্চিত করে, এমন কার ক্ষমতা? তোমার পতি তিনি তোমারই আছেন। তবে ভগ্নি! স্বামীসঙ্গে সহমৃতা তো হও নাই। পতির শ্মশানে পতির শবদেহকে ব'ক্ষে নিয়ে না জীবন ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে স্বতন্ত্র মরণে ফল নাই। স্বতন্ত্রভাবে ম'লে আত্মহত্যার পাপে নরকে যেতে হয়।

চন্দ্রমা। দিদি! তুমিই তো সে পথে কাঁটা দিয়েছ, এই হতভাগিনীকে সহ-মৃতা হ'তে দাওনি।

মনোরমা। চন্দ্রমা, সহমৃতা হ'তে দিইনি সাধে? ভগ্নি! প্রাণকুমার প্রাণাধিক অনুধ্বজ যে তখন তোমার পুণ্যময় গর্ভে।

চন্দ্রমা। দিদিগো! ঐ কু-সন্তানের জন্ম হ'তেই আমাদের এই দশা।

মনোরমা। ছি—ছি চন্দ্রমা! প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন বংশের দুলাল অনুধ্বজকে কু-সন্তান ব'লো না, আর যাকে যা বল, যার নিন্দা কর সব সবে, কিন্তু বোন্! ননীর পুতুল অনুধ্বজকে মন্দ ব'ল্লে আমার বুকে তা সবে না। তুমি জান ভগ্নি, আমি অনুধ্বজেরই আশা প্রত্যাশা ক'রে প্রাণ রেখেছি, অনুধ্বজেরই চাঁদ-মুখটি চেয়ে নিদারুণ পতিশোকে জলাঞ্জলি দিয়েছি, অনুধ্বজ আমার হৃদয়ের মাণিক নয়নের তারা। তুমি বালিকা, আদি পুরুষদের আশীর্ব্বাদে অল্প বয়সে ছেলের মা

হ'য়েছ এই মাত্র ; কিন্তু ভগ্নি! কেমন সন্তান যে প্রসব করেছ তার মর্ম্ম কিছুই জান না।

চন্দ্রমা। দিদি! যখন তখন তুমি ঐ কথাই বল! হাঁ দিদি! অনুধ্বজের মতন অমন হতভাগা কপাল আর কার আছে? অনুধ্বজ রাজার ছেলে বটে, কিন্তু সে যে এখন পথের কাঙ্গাল চেয়েও কাঙ্গাল। কাঙ্গাল দীন দুঃখীর ছেলেরা খিদের জ্বালায় কাঁদলে তাদের বাপ মা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে এনেও তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে; কিন্তু দিদি আমার অনুধ্বজ যখন খিদের জ্বালায় কাতর হ'য়ে মা! বড় মা খেতে দাও ব'লে কাঁদে, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে বেড়ায়, বল দেখি দিদি! আমরা কি তখন তার সে খিদের সময় খেতে দিতে পাই। ঘরে ঘরে, লোকের দ্বারে দ্বারে যে ভিক্ষা ক'রে আন্‌বো, কপাল গুণে তারও উপায় নাই। তাই বল্‌চি দিদি, অনুধ্বজের বড় মন্দ কপাল। দেখ গরিব দুঃখীর ছেলেরা যেমন হ'ক্ একটু আধটু ছিন্ন বস্ত্রও পর্‌তে পায়, কিন্তু দিদি অনুধ্বজ যে রাজ-রাজেশ্বরের ছেলে হ'য়ে শত গ্রন্থি দেওয়া একটু মলিন বস্ত্র তাও পর্‌তে পায় না। (নয়ন জল মার্জ্জন)

মনোরমা। ভগ্নি কেঁদ না, দুঃখই সুখের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, অনুধ্বজ আমার এই যত কষ্ট পাচ্ছে; দেখ্‌বে বোন, কালে বৎস তত সুখী হবে। যে যত দুঃখ পায়, সে তত সুখী হয়।

চন্দ্রমা। দিদি! ও সব কথার কথা।

মনোরমা। না চন্দ্রমা! কথার কথা নয়, আমি তোমার বড় দিদি! ব'লে রাখ্‌ছি, দেখো সত্য কি মিথ্যা। স্বর্গগত মহারাজের ও আমাদের পুণ্যের ফলে পুত্ররূপে অনুধ্বজ-রত্নকে কোলে পেয়েছি। অনুধ্বজ চন্দ্রবংশের কীর্ত্তিচন্দ্র, বাছার অসামান্য গুণে চন্দ্রবংশ অতি উজ্জ্বল হবেই হবে।

গীত।—তাল লোফা।

রেখো কথা স্মরণ।
মম কথা অন্যথা নহে কদাচন॥

আমি জেনেছি মনে নিশ্চয়, অনুধ্বজ সামান্য নয়,
পুত্ররূপে হরি উদয় নাহিক সংশয় ;—
হরিনাম সুধাধারে, ভাসাইবে ধরণীরে,
শ্রীহরি গোলক ছেড়ে অবতীর্ণ এ ভুবন ॥

মনোরমা। ভগ্নি! সাবধান হও, দুষ্টা প্রবলা আস্‌চে।

চন্দ্রমা। দিদি! কি হবে দিদি, আমার যে গা কাঁপ্‌চে।

মনোরমা। ভয় কি ভগ্নি! মনে মনে বিপদ-বারণ মধুসূদনকে ডাক।

রাজ-কিঙ্করী প্রবলার প্রবেশ।

প্রবলা। ওমা—ওমা একি মা! এই যে বোনে বোনে মুখোমুখী ক'রে বেশ খোসগল্প চ'ল্‌চে। তা ভাল—ভাল, দেখেও সুখী হলেম। দিন-রাত পেন্‌-পেন্‌, যা হোক মরুক্‌ এইবারে ছাই থামা পড়েচে। হুঁ—তা পড়্‌বে বৈ কি, কদ্দিন আর হা হা কর্‌বে। কদ্দিনই বা না খেয়ে না মেখে থাকবে, সোঁয়ামীর শোক কদ্দিন, আমি তো সব জানি গো, আমারও একদিন সোঁয়ামী ছিল। হদ্দ দশদিন সোঁয়ামীর জন্যে মনটা কেমন করে বৈ তো নয়। তা বাদে গেল দশ তো সব বশ, দশদিন কাট্‌লো তো আর কি? এদের তো তবু প্রায় পাঁচ ছ বচ্ছর হ'লো। বাপ্‌, এদ্দিন আবার সোঁয়ামীর শোক থাকে, এরা না কি ভারি সোঁয়ামীসোহাগী মেয়ে বলেই তাই এদ্দিন রয়েছে। যা হ'ক এইবার বুঝি আমার কপাল ধর্‌লো, এদ্দিনের পর মা কালী বুঝি কুল দিলেন! এই ছোট ছুঁড়িকে রাজার বশ ক'রে দিতে পাল্লে রাজা বলেচে আঁজলাভরা টেকা, হাতভরা শেখা দেব। আমি কি কম দিন দূতীগিরি ক'চ্চি গা, এই পাঁচ বচ্ছর ধ'রে ছুঁড়িকে বুঝাচ্চি—তা ছাই কিছুতেই রাজী হয় না, খালি কান্না, খালি কান্না! যাক্‌—চুলোর ছাই এখন সর্ব্বনেশে কান্নাটা গেছে, এইবার ঠিক রাজী হবে। মা কালীকে জোড়া পাঁটা মানসিক করেচি, দেখি তবে একবার বলি। (চন্দ্রমার প্রতি) বলি কিগো ভাল মানুষের মেয়ে, যা বলেচি তাতে রাজি হবে; না,—এই সুখের ঘরেই কি বারমাস ঘরকন্না কর্‌বে?

মনোরমা। দুষ্টা প্রবলা! তোকে শত ধিক্‌, তোর পাপ জিহ্বা খ'সে যাক্‌, মাথায় বাজ পড়ুক।

প্রবলা। বলি হেঁ লা, তোর এত ফুলুনিটে কিসের? বলে মা না বিয়ালে বিয়ালে মাসী, ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়সী, মর্ মর্ মাগীর দরদখানা দেখ, যেন মায়ের পেটের বোন্ আর কি, বোনের গায়ে আধখানি কথার আঁচ লাগ্তে দেবেন না। বলি হ্যাঁলা পোড়াকপালিরে, বলি তোদের এত সতীত্বগিরি ছর্কোটা কেন? তোদের কপালে আগুণ ধরেচে, পায়ের তলায় জল ঢাল্লে কি আগুণ নিভ্বে। সতীত্ব-কান্না রেখে দে, রাজাকে দু-বোনে মিলে বশ কর, রাজরাণী হবি, সুখে থাক্বি।

মনোরমা। দেখ্ বিষমুখী! সাবধান হ, অনেক দিন হ'তে অনেক মন্দ কথা বল্চিস্, সবই স'য়ে ছিনু; কিন্তু আর সইবো না, ধর্ম্মও আর সহ্য কর্বেন না। এই দেখ্ পাপিনী, ধর্ম্মরাজ তোকে দমন কর্তে আমায় কেমন একখানি অস্ত্র দিয়েছেন। সাবধান—বাঁচ্বি তো আর ও সব কথা তুলিস্ না।

প্রবলা। মর্ মর্ ছারকপালী! আমাকে ছোরা দেখাচ্চে, ওলো ওতে কি আমি ভয় করি, আমি রাজবাড়ীর দাসী।

মনোরমা। ভয় করিস্ না?

প্রবলা। না।

মনোরমা। তবে দেখ্। (প্রবলার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত)।

প্রবলা। (কাতরে উচ্চৈঃস্বরে) ও মাগো—ওরে বাপ্রে—গেনুগো—কি হ'লো গো—(পতিত হইয়া ছট্ফট করণ)।

মনোরমা। দুষ্টে! আজ পাঁচ বছর ধ'রে বাক্যশেলে যেমন যাতনা দিয়েছিস, তেমনি যাতনা তুইও আজ ভোগ কর। ভগ্নি! এসো আমরা কারাগারের অন্য কক্ষে যাই।

চন্দ্রমা। দিদি! দিদি! ক'ল্লে কি দিদি? আহা—আহা! ওর যাতনা দেখে যে বুক ফেটে যাচ্ছে, কেন ছুরি মার্লে?

মনোরমা। চন্দ্রমা! আমি ছুরি মারি নাই, স্বয়ং ধর্ম্ম এসে ওর পাপের দণ্ড দিলেন। ভগ্নি! আমি উপলক্ষ, এসো আমরা এখান হ'তে যাই।

চন্দ্রমা। আহা! দিদি আমরাই তো এক অভাগিনী, আবার এ হতভাগিনীকে এ দশায় ফেলে কেমন ক'রে স'রে যাই। দিদি! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে এর শুশ্রূষা কর্তে দাও। তা নইলে এ হতভাগিনী এখনি মারা যাবে।

মনোরমা। (স্বগতঃ) হা—হরি ! হা—মধুসূদন ! যে এমন কোমলপ্রাণা ধর্ম্মশালা রমণী, তার এ দুর্দ্দশা কেন ? বুঝেচি হরি ! নারীরূপে নর-নারীগণকে শিক্ষা দিতে। ধন্য রে চন্দ্রমা ! ধন্য তোকে। আমি তোর পক্ষ হ'য়ে তোর শত্রুকে শাস্তি দিয়ে তোরই কাছে শিক্ষা পেলাম। এক্ষণে সূর্য্যদেব দত্ত অমৃতমণি স্পর্শনে দুষ্টা প্রবলাকে সুস্থ করি। (প্রকাশ্যে) ভগ্নি চন্দ্রমা ! তোমার প্রাণের কষ্ট দূর ক'র্‌ছি। (প্রবলার ক্ষতস্থানে অমৃতমণি স্পর্শন করাওন)।

প্রবলা। (সুস্থ হইয়া) আঁা—বাঁচলেম, বাপ্‌রে আর না, রাজার অমন টেকাতেও কাজ নাই, আর শাঁকাতেও কাজ নাই। এই নাকে খৎ, কুটনীগিরি এই ছাড়্‌মু। বড় মা, ছোট মা, তোমরা আমার মা, আজ হ'তে আমি তোমাদের মেয়ে। অনুধ্বজ আমার ছোট ভাই। এইবার আমি তোমাদের দিকে, তোমরা কারাগারে যাতে সুখে থাকো, তা কর্‌বো। ছি,—ছি, কি ঘেন্নার কথা, আমি করেচি কি,—ভগবান তাই দণ্ডও দিয়েছিলেন। এইবার বেশ শিখেচি, বেশ জেনেচি, আমার জ্ঞান হয়েচে। আর অধর্ম্মের কাছ ঘেঁস্‌বো না। বড় মা, ছোট মা, আমার উপর যেন রাগ ক'রো না।

মনোরমা ! বাছা তোর উপর রাগ কর্‌বো কি, তোকে ছুরি মেরেচি ব'লে তুই যেন মনে দুঃখ করিস্ না।

প্রবলা। আমার দুক্ষু কি মা, আমার পাপের দণ্ড হয়েচে। বল্‌তে গেলে তুমিই আমার প্রাণ দিয়েচ, এখন যাতে পারি তোমাদের এই ধার শোধ কর্‌বো।

মনোরমা। বাছা তুই আমাদের অনুধ্বজকে যত্ন স্নেহ করিস্। ক্ষুধার সময় খেতে দিস্, তৃষ্ণার সময় জল দিস্।

প্রবলা। মা ! তা বল্‌তে, সে আমার ছোট ভাই। আমার প্রাণের চেয়েও বেশী আদরের ধন। অনুধ্বজের জন্য আজ হ'তে তোমাদের কোন ভাবনা নাই। আমি খাওয়াবো, পরাবো, শোয়াবো, আপনার কাছে কাছে তাকে রাখ্‌বো।

মনোরমা। দেখিস্ বাছা, তোরি উপর প্রাণধনের সকল ভার নির্ভর রইলো। (চন্দ্রমার প্রতি) ভাল চন্দ্রমা ! অনেকক্ষণ হ'লো অনুধ্বজ খেল্‌তে গেচে, এখনও আস্‌চে না কেন ?

প্রবলা। বড় মা ! আমি তবে দেখে আস্‌বো ?

মনোরমা। যাওতো মা। [প্রবলার প্রস্থান।

মনোরমা। ভগ্নি! অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন, কি ভাব্‌চো?

চন্দ্রমা। দিদি! দিদি! আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে। দিদি! আমার অনুধ্বজ-ধন জন্মের মত চ'লে গেল।

মনোরমা। কি বল্লিরে চন্দ্রমা! অকস্মাৎ এ বজ্র কোথায় পেলি?

চন্দ্রমা। দিদি গো! দুষ্ট রাজা এই হতভাগিনীদের সর্ব্বস্বধন প্রাণপতি-ধনকে নিধন ক'রে, তাঁর রাজ্য ঐশ্বর্য্য অপহরণ ক'রে, তাঁর পত্নীদের এত কষ্ট এত যন্ত্রণা দিয়েও ক্ষান্ত হ'লো না। উঃ—কি হ'লো গো, কি সর্ব্বনাশ হ'লো, অবশেষে আমার বুকের নিধিকে বুক ছিঁড়ে কেড়ে নিলে?

মনোরমা! চন্দ্রমা, ভগ্নি! কি হ'য়েচে শীঘ্র ক'রে বল?

চন্দ্রমা। দিদি! আর কি বল্‌বো, দুষ্ট রাজার অনুমতিতে রাজ-অনুচরেরা আমার হৃদয়ের ধনকে বিনষ্ট ক'র্‌তে নিয়ে গেল। হায়! হায়! দিদি গো আমার কি হ'লো।

মনোরমা। হাঁরে চন্দ্রমা! একি সত্য কথা?

চন্দ্রমা। দিদিগো, মায়ের প্রাণ তো তোমার জানা আছে, আমার বুক চিরে দেখ, বুকের ভিতর আঁধার হয়েচে।

মনোরমা। ভগ্নি! আর বল্‌তে হবে না, আর পরিচয় দিতেও হবে না, এত-ক্ষণে আমি বেশ জান্‌তে পাচ্ছি প্রাণাধিক ধন অনুধ্বজরত্ন পাপীষ্ঠ রাজার কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হ'য়ে বিপদগ্রস্থ। চন্দ্রমা! অনুধ্বজ যদিও আমার গর্ভজাত পুত্র নয়, তাকে যদিও আমি প্রসব করি নাই, তবুও ভগ্নি! আমার হৃদয়ের স্নেহ-সূত্রযোগে তার হৃদয় চির-আবদ্ধ করা, তুমি তার গর্ভধারিণী জননী, অবশ্য তুমি আগেই তার বিপদ বার্ত্তা মনে জেনেছ, কিন্তু ভগ্নি একটু পরে আমিও জান্‌তে পার্‌লেম। দেখাবার নয়, নইলে বুকের ভিতর যে কি যন্ত্রণা হ'চ্ছে, তা এখনি বুক চিরে দেখাতেম। চন্দ্রমা, ভগ্নি! এইবার আমাকে অবসর দাও। আমি প্রিয় পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য এখনি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করবো, তুমি নিশ্চিত হ'য়ে থাক। অনুধ্বজের ভার আমার উপরে রইলো, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, তোমার অনুধ্বজকে এনে তোমার কোলে দেবই দেব। দাও ভগ্নি শীঘ্র বিদায় দাও।

চন্দ্রমা। দিদি! যাতনার উপর আর যাতনা দিও না। হাঁ দিদি! তুমি পুত্রধনের অন্বেষণে যাবে আর আমি এই পাপাগারে থাক্‌বো।

মনোরমা। আমার অনুরোধে যে তোমাকে থাক্‌তে হবে। ভগ্নি! তুমি আমার সঙ্গে গেলে অনুধ্বজেরও জীবন রক্ষা হবে না, তা ছাড়া অন্যান্য অনেক কাজে বাধা বিঘ্ন ঘটবে। আমি দীনতারিণী অভয়ার কৃপায় তোমাকে অভয় দিয়ে যাচ্ছি, কোন ভয় নাই, কোন ভাবনা নাই, কার সাধ্য অনুধ্বজকে মারে, এমন বলবান কে? আমি প্রাণাধিকের প্রাণরক্ষা করবো।

চন্দ্রমা। দিদি! তুমি দুর্ব্বলা স্ত্রীজাতি, তুমি কিরূপে রাজঅনুচরের হাত হ'তে পুত্রধনকে বাঁচাবে?

মনোরমা। তার অনেক উপায় আছে ভগ্নি! অগ্রে মিনতি স্তুতি, পরে ছল প্রয়োগ, তৎপরে বল প্রয়োগ।

চন্দ্রমা। না দিদি—বিশ্বাস হয় না, তাদের মন পাষাণে বাঁধা, স্তব স্তুতিতে কি মিনতিতে কঠিন হৃদয়ে দয়া হবে না, ছল প্রয়োগের কথা ব'লছো তাতেও যে সুফল হবে তাও মনে হয় না, আর বল প্রয়োগের কথা বলছো, তুমি সামান্য রমণী হ'য়ে বলবান রাজ-কিঙ্করগণের সঙ্গে কি বলে বল প্রকাশ করবে?

মনোরমা। সে কিরে চন্দ্রমা, কি বলে বল প্রকাশ করবো কি?

চন্দ্রমা। দিদি! বল প্রকাশ করলেও কি কোন ফল হবে, শেষে হয় তো তোমারও প্রাণ নষ্ট করবে।

মনোরমা। হাঁ ভগ্নি! তবে কি আর আমি তাদের প্রাণ নষ্ট করতে পারবো না।

চন্দ্রমা। কেমন ক'রে পারবে দিদি, তাদের কাছে অস্ত্র শস্ত্র আছে, তারা যুদ্ধ করতে জানে।

মনোরমা। আরে অবোধ বালা! আমার কাছে কি অস্ত্র শস্ত্র নাই, না আমি যুদ্ধ জানিনে—এই দেখ তবে, এর নাম কি। (বক্ষমধ্য হইতে খরধার অসি বাহির করণ)।

চন্দ্রমা। (সবিস্ময়ে) দিদি! ওকি দিদি! ও যে শাণিত অসি।

মনোরমা। হাঁ ভগ্নি! এর নাম শত্রুঘাতী অসি, বীরাঙ্গনা বা বীরবালার অতি আদরের জিনিস।

চন্দ্রমা। দিদি! ও অসি কি হবে?

মনোরমা। তা জানিস্‌নে? পতিহন্তা—পতিঘাতী যে দুর্ম্মতি, তারি কণ্ঠ-

শোণিতে সুরঞ্জিত হবে। ভগ্নি, প্রাণের ভগ্নি! প্রতিহিংসানল অহর্নিশি হু—হু রবে জলছে। সে জ্বালা নিভাব, পাপীষ্ঠ পামর পতিহন্তার প্রাণান্ত ক'রে প্রিয়-পতির বিরহ শোক ভুলবো, তাই যত্ন ক'রে এ অসিকে ব'ক্ষে ক'রে রেখেছি, পুনর্ব্বার এই বক্ষঃস্থলে রক্ষা করলেম।

চন্দ্রমা। দিদি! তোমার ও সব কেমন কথা, তোমার কথাবার্ত্তা শুনে আমার মনে বড় ভয় হ'চ্চে, তুমি যেন আমার সে দিদি নও—তোমার মূর্ত্তি যেন আজ অন্যরূপ!

মনোরমা। অন্যরূপ্ কি দেখ্‌লি চন্দ্রমা? অন্যরূপ এখনও দেখনি ভগ্নি, এই দেখ অন্যরূপ। (যোদ্ধৃতাবেশ ধারণ)।

চন্দ্রমা। (সভয়ে ও সবিস্ময়ে) তাই তো—উনি কে? একজন যুদ্ধ-বীর যে।

মনোরমা। ভয় ক'রো না ভগ্নি! আমি অন্য কোন যুদ্ধ-বীর নই, যুদ্ধ-বীরের বেশধারিণী তোমার দিদি সেই মনোরমা আমি।

চন্দ্রমা। দিদি! বল্‌তে সাহস হয় না, যথার্থ যদি তুমি আমার দিদি, তবে আমায় ভয় দেখিও না,—ও বেশ ত্যাগ কর।

মনোরমা। না ভগ্নি, এ বেশ ত্যাগ কর্‌ছি না—এই বেশেই কারাগার ত্যাগ ক'রে যেতে হবে, প্রাণ-কুমারকে এই বেশে গিয়ে রক্ষা কর্‌বো, তুমি বিদায় দাও। তোমার প্রাণের নিধিকে শীঘ্র তোমাকে এনে দেবো। প্রবলা তোমার কাছে থাক্‌লো, তুমি কেঁদ না, অহর্নিশি মধুসূদনকে মনে মনে স্মরণ কর্‌বে, অনাথজননী শিব-সিমন্তিনী দুর্গা মাকে ডাক্‌বে তবেই দুশ্চিন্তা দূরে যাবে, এই যে প্রবলাও আস্‌ছে।

প্রবলা। (সবিস্ময়ে) ওমা! ওকি গো—একজন পরপুরুষ কেন ছোট মার কাছে দাঁড়িয়ে গো!

মনোরমা। প্রবলা! সন্দেহ করিস্ না বাছা, আমিই তোর বড় মা?

প্রবলা। ওমা তাইতো, হেঁ মা! এ আবার কি বেশ?

মনোরমা। বাছা, পরে ব'ল্‌বো। এখন বল্ অনুধ্বজের কোন সন্ধান পেলি কি?

প্রবলা। না মা, অনুধ্বজকে কোথাও দেখ্‌তে পাইনি। পাড়ায় পাড়ায় পিত্তি পিত্তি ক'রে তল্লাস কর্‌নু।

মনোরমা। ভাল বাছা না দেখ্‌তে পেয়েছিস্ নাই পেয়েছিস্ আমি তার তল্লাসে যাচ্ছি। এখন তোকে একটি কথা ব'লে যাই শোন্।

প্রবলা। কি বল।

মনোরমা। দেখ্ বাছা, অনুধ্বজকে নিয়ে আমি কিছু দিনের মত স্থানান্তরে যাবো, আমার এখানে আস্‌তে বিলম্ব হবে, দেখিস্ তোর ছোট মা রইলো যেন কোন কষ্ট ক্লেশ না পায়, তুই কাছে কাছে থাকিস্।

প্রবলা। ভাল।

মনোরমা। চন্দ্রমা! তবে আমি যাই।

চন্দ্রমা। দিদিগো! কি বল্‌বো দিদি। দেখ, আমার অমূল্য-ধনকে রক্ষা ক'রো।

গীত।—ঝাঁপতাল।

দেখো দেখো আমার অমূল্য রতনে।
তুমি তার ভরসা রক্ষা ক'রো পুত্রের জীবনে॥
আমি অতি অভাগিনী জনম দুঃখিনী,
এক মাত্র ছিল মম সে রতনমণি,
কি হ'লো কি হ'লো কিছু নাহি জানি,
হায় হায় কত কষ্ট আছে দগ্ধ প্রাণে।
তোমার আশ্বাসে প্রাণ করিয়ে ধারণ,
রহিনু শত্রু-কারাগারে শুন গো বচন,
দেখে যেন পুত্র-ধনে করি দরশন,
যদি নাহি পাই দেখা ত্যজিব জীবনে॥

মনোরমা। কোন চিন্তা নাই ভগ্নি, চিন্তামণি হরির কৃপায় সুনিশ্চয় সুমঙ্গল হবে, পুত্রধনে কোলে পাবে। আমি চ'ল্লেম, শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি।

[প্রস্থান।

প্রবলা। হেঁ গা ছোট মা! অনুধ্বজকে কি কেউ চুরি ক'রে নিয়ে গেছে না কি?

চন্দ্রমা। না বাছা, চুরি ক'রে নিয়ে যায় নি।

প্রবলা। ঐ যে বড় মা অমন রক্তমুখী হ'য়ে ছুটে গেল।

চন্দ্রমা। ও অনুধ্বজকে খুঁজতে গেল।

প্রবলা। না বাছা, আমাকে তুমি কথা লুকাচ্চো, সত্যি ক'রে বল, অনু-ধ্বজের কি হয়েছে।

চন্দ্রমা। প্রবলা! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার ননীর পুতুলকে হত্যা কর্‌তে নিয়ে গেছে।

প্রবলা। ওমা! ওমা! কি সর্ব্বনাশের কথা গো, কার কাছে শুন্‌লে ছোট মা?

চন্দ্রমা। কার কাছে শুন্‌বো বাছা, মায়ের মন সন্তানের অকল্যাণ জান্‌তে পারে।

প্রবলা। ওমা কি হবে, মা কালী অনুধ্বজকে রক্ষে কর মা, জোড়া মোষ বলি দিয়ে তোমার পূজো দেবো।

চন্দ্রমা। (উদ্দেশে) মা শিব-সিমন্তিনী! মা ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী! মাগো এ অবলা অনাথিনী অপরাধিনী কন্যার অপরাধ ক্ষমা কর মা! দীন-তারিণী দুর্গে! আমি আপন মনে বেশ জেনেছি যে, তোমার রাঙ্গাচরণে এ হতভাগিনী অপ-রাধিনী না হ'লে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা কখনই পেতেম না, তোমার দুটি পদে অশেষ দোষে দোষী হয়েছি ব'লেই অকালে স্বামীসেবায় বঞ্চিত হয়েছি, শত্রু-কারাগারে বন্দিনী হয়েছি, আবার আজ স্নেহের ধন অঞ্চলের নিধি অনুধ্বজকেও হারালেম। মাগো তারা! এ হতভাগিনীকে যত কষ্ট যত যন্ত্রণা দিয়েছিস্ সবই সয়েছি; কিন্তু জগতের মা মহামায়া গো! মা হ'য়ে যেন মা, মায়ের বুকে পুত্র-শোকানল জেলে দিস্ না। পুত্রধন যে কেমন ধন, তার মর্ম্মতো জানিস্ মা, বোধ হয় সন্তানের মর্ম্ম তুই যত জানিস্ বা বুঝিস্ তত আর ত্রিজগতের মাঝে কেউ জানে না, কেন না তুই যে জগতের মা, তোর স্নেহেতেই তো জগজ্জীব স্নেহসূত্রে বাঁধা। তারা ত্রিলোচনী! তাতেই বলি মা এ মহাপাপিনীর পুত্রের প্রতি মুখ তুলে চা, তোর কৃপাবল ভিন্ন আর অন্য বল কিছুই নাই।

গীত।—তাল আড়া।

আর নাহি মা কিছু বল।
এখন বলের মধ্যে তারা তোর গো চরণ-কমল॥
তোর চরণ ক'রেছি সার, রাখ মা প্রাণের কুমার,
অকালে না হয় সংহার হৃদয়-রঞ্জন ;—
শ্রীমন্তে রাখিলে যেমন, তেমতি রাখ ছুখিনীর ধন।
না পাই যেন প্রাণে বেদন, সম্বল তোর কৃপাবল॥

চন্দ্রমা। প্রবলা! চল মা কারাগার কক্ষে যাই। সেখানে গিয়ে একবার মা মহামায়ার শ্রীচরণ পূজা করিগে, তুই রক্তজবা রক্তচন্দন এনে দিবি, আমি সেই লাল জবা রক্তচন্দনে মিশিয়ে উদ্দেশে মা অম্বিকার রক্তোৎপল পদে পুষ্পাঞ্জলি দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য পথ।

(ছদ্মবেশী ঘাতকদ্বয় ও শিশু অনুধ্বজ।)

অনুধ্বজ। একি! তোমরা আমাকে কোথায় আন্‌লে। এ যে বিজন বন-ভূমি, এখানে আমার মা কোথায় আছেন?

প্রথম ঘাতক। বালক! তুমি আমাদের সন্দেহ ক'চ্ছো?

অনুধ্বজ। ক্রমেই যে সন্দেহ হ'চ্ছে, তোমরা ব'ল্লে আমরা দুজন সাধু, আমাদের সঙ্গে তোমার মাতৃদ্বয়ের সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। আমাদের কৌশলে রাজ-কারাগার হ'তে বার হ'য়ে তোমার জন্য নগরপ্রান্তে অপেক্ষা ক'চ্ছে। আমি তোমাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে নগরপ্রান্তে এলেম। কৈ সেখানে তো মাতৃদ্বয়ের সাক্ষাৎ পেলেম না। তার পর তোমরা ব'ল্লে, আর একটু অগ্রসর হ'য়ে চল তা

হ'লেই দেখা পাবে, তারপর ক্রমাগত আস্‌ছি। কৈ ? বড় মা আর মাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

প্র, ঘাতক। হা—হা—হা, ওরে অবোধ ! বিহঙ্গের প্রাণ বিনষ্ট করতে ব্যাধ যে সুস্বাদু চার দেয় তাকি তুই জানিস্‌নে ?

অম্বুধ্বজ। কি ব'ল্লে—তোমার ও কথার অর্থ কি ? আমিতো কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

প্র, ঘাতক। তা বুঝতে পার্‌বি কেন, বিহঙ্গ যদি জান্‌তেই পার্‌বে আমার জীবন বিনষ্ট কর্‌বার জন্য দুরন্ত ব্যাধ জাল পেতে তাতে সুস্বাদু চার দিয়ে রেখেছে, তা হ'লে কি আর সে ব্যাধজালে বন্দী হয় ? তুই আমাদের চিন্তে পারিস্ নি, আমরা তোর প্রাণান্তক।

অম্বুধ্বজ। কি তোমরা আমার প্রাণান্তক ?

প্র, ঘাতক। হাঁ, তোর প্রাণ বধ ক'র্‌বো।

অম্বুধ্বজ। আমার প্রাণ বধ ক'র্‌বে কেন ? আমি কাঙ্গালিনীর সন্তান, আমি কখনও তো কারু অপরাধ করি নাই। তোমরা কে ? কি জন্য আমার প্রাণ নষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছো ?

প্র, ঘাতক। ওরে বালক ! আগে তোকে এক ভাবে এক বেশে পরিচয় দিয়েছিলাম। এখন আবার এক ভাবে এক বেশে পরিচয় দিচ্ছি দেখ্। আগে ব'লেছিলাম আমরা সাধু, এখন ব'ল্‌ছি আমরা অসাধু—চোর—দস্যু—তোর প্রাণ-বস্ত্রাপহারক। পূর্ব্বে দেখেছিলি আমাদের ভদ্রোচিত বেশ, এখন দেখ ভীষণ ঘাতকের বেশ।

অম্বুধ্বজ। একি ! প্রাণ যে কেঁদে উঠ্‌লো, কেন প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো ? ওরে প্রাণ কাঁদিস্‌নে, আজ আবার দেহ ছেড়ে চ'লে যাবি ব'লে কাঁদ্‌লি ? না—না, তোর কান্না কি ? ঘাতকের অসিতে তোর ভয় কি ? তোকে নষ্ট কর্‌তে ঘাতকের সাধ্য নাই। লোকে যে বলে প্রাণ বিনষ্ট কর্‌বো, সে কথাটি সম্পূর্ণই ভ্রমজনক কথা, প্রাণের কি পতন আছে, দেহেরি পতন হয়। একি ! প্রাণ তো আমার বোধ মান্‌ছে না, ঘাতকের হস্তে অসি নিরীক্ষণ কর্‌ছে আর আকুল হ'য়ে আতঙ্কে কম্পিত হ'চ্ছে ! ভয় কি, ভয় কি, অম্বুধ্বজের প্রাণ স্থির হও, ভেবে দেখ্‌তে গেলে আজ তোমার বড়ই আনন্দের দিন, আজ তুমি

নরক-যন্ত্রণার হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ কর্‌বে। এ হতভাগ্যের দেহে প্রবিষ্ট হ'য়ে অবধি তুমি সুখের মুখ যে কেমন তা দেখ্‌তে পাও নাই, তুমি চির-সুখী হবে ব'লে রাজার ছেলেকে আশ্রয় ক'রেছিলে সত্য; কিন্তু তা হ'লো কৈ? আমি এমনি হতভাগ্য যে জননী-জঠর হ'তে ভূমিষ্ট হবামাত্রই হাহাকার, আনন্দের হাট ভেঙ্গে গিয়ে চতুর্দ্দিকে কেবল ক্রন্দনের রোল, জ্ঞানপ্রাপ্ত হ'য়ে শুন্‌লেম আমি পিতৃহীন, আমি ও দুটি অভাগিনী জননী শত্রু কারাগারে বন্দিনী, দিন রাত দুঃখিনী মা আমার কাঁদছেন আমিও দিন রাত কাঁদছি। কান্না ভিন্ন দুটি জননীর কাছেও অন্য আর কিছু সম্বল নাই। প্রাণ রে! তাই ভাই তোকে বল্‌ছি, আর তুই কত দুঃখ কত কষ্ট সইবি? ভাই! আর তোর অভাগার পাপদেহে থেকে কাজ নাই, আজ তুই আমায় ফেলে চ'লে যা। ভাই! আমি তোকে হাস্‌তে হাস্‌তে বিদায় দিচ্ছি।

গীত।—তাল একতালা।

আমার প্রাণ যা—যা ভাই জন্মের মত দিলাম তোয় বিদায়।
আমি প্রফুল্ল অন্তরে, (ও ভাই প্রাণ-ধনরে)
বলি ভাই তোমারে, ছেড়ে যাও এখনি অভাগার কায়॥
রাজার নন্দন দেখি সুখ আশে আসি,
সুখের আশা পরিহরি দুখে দিবানিশি,
(কত কাঁদিছ কাঁদিছ) (নেত্র জলে ভেসে যাও)
(ক্ষুধানলে তব হৃদয় জ্বলে)
(কেন কেন হেন ব্যথা পাপ ভাই)
(তুমি ছেড়ে যাও অভাগার হৃদয়)
আহা মরি মরি এও কি সয় রে,
(দুঃখে বুক ফেটে যায় বল্‌বো কারে)
(মা কাঁদে আমার কারাগারে)
(দুঃখিনীর মত) (হ'য়ে রাজরাণী হায় অনাথিনী)

আর এ কষ্ট সহে না, অনন্ত যাতনা,
তাই বলি প্রাণ ত্যজ অভাগায়॥

প্র, ঘাতক। ওরে শিশু! আমরা তবে রাজাজ্ঞা পালন করি, মহারাজ জয়কেতু তোর শিরশ্ছেদন ক'র্‌তে আমাদের আদেশ ক'রেছেন। তুই আমাদের শত্রু ন'স্, রাজশত্রু। তাই রাজরোষানলে তোর ক্ষুদ্র জীবন, পতঙ্গের ন্যায় গতি প্রাপ্ত হবে।

অনুধ্বজ। হয় হোক্, দুঃখের জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই শ্রেয়।

প্র, ঘাতক। তবে তোর শিরশ্ছেদ করি।

অনুধ্বজ। হাঁ—তোমাদের প্রভু আজ্ঞা পালন কর। প্রাণ! কেন কাতর হও? ও—বুঝেছি, যম তোমার অতি নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে, তাই তুমি ওরূপ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছো, কি কর্‌বো ভাই, সে কালের কর এড়াবার তো কোন উপায় নাই, হতভাগ্য অনুধ্বজের এমন ধন কিছুই নাই যার বিনিময়ে কালের হাত হ'তে তোমার নিস্তার লাভ হবে। আমরি মরি, প্রাণ রে! সে ধন কি আমায় ব'লে দে, কি মধুর হরিনাম। আহা, আহা! এমন মনোহর নামতো শুনি নাই। প্রাণ রে আবার বল্, হরিনাম, রাধাকৃষ্ণ নাম, গোপাল গোবিন্দ নাম, হরিবোল, হরি হরিবোল। আহা! এমন সুধা কোথায় ছিল। প্রাণ! এতদিন তুমি এ সুধা পানে আমাকে কেন বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলে? আজ যে আমার বড় খেদ—বড় আশা র'য়ে গেল। এমন সুধার রসাস্বাদ আমি অন্তিমকালে বুঝলেম। হায় হায়! এই দণ্ডে যে আমার পাপ কলেবর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হবে, আমি যে প্রাণ ভ'রে হরিনাম সুধা পান ক'রে বাসনার পিপাসা ও রসনার আশা তৃপ্তি কর্‌বো, সে সময় আর কৈ? আর তো নাই। কি করি, যাই হ'ক্ যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ যা পারি হরিনাম সুধা পান ক'রে, রসনা ও বাসনার ইচ্ছা পূর্ণ করি। হরি হরি হরি! হরিবোল, হরি, হরিবোল হরি। একি! অতিরিক্ত ক্ষুধা পেলে যদিও সম্পূর্ণরূপ আহার না করা যায়, কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভক্ষণ কর্‌লেও তবু কথঞ্চিৎ ক্ষুধার শান্তি হয়; কিন্তু এ হরিনাম সুধা পানে ক্ষুধার যে স্বতন্ত্র ভাব দেখ্‌ছি—এ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য হরিনাম সুধা যত পান কর্‌ছি ক্ষুধা নিবৃত্তি হওয়া দূরে যাক্, ক্ষুধা যে দ্বিগুণ বলবান হ'য়ে উঠ্‌ছে। কি চমৎকার, এ সুধার এমন

আশ্চর্য্য গুণ না থাক্‌লে পঞ্চানন স্বর্ণ কৈলাস পরিত্যাগ ক'রে উন্মত্ত ভাবে শ্মশানবাসী হবেন কেন, আমার বেশ বোধ হ'চ্ছে পরম যোগী পঞ্চাননের হরিনাম সুধাপান ক্ষুধা এ পর্য্যন্তও মেটে নাই। যদি তাঁর ক্ষুধা মিট্‌তো, তা হ'লে কখনই তিনি গরল পান কর্‌তেন না, তিনি যে সরল মনে গরল পান ক'রেছিলেন তা নয়, তিনি অনেক দুঃখে, মনের খেদে প্রাণ পরিহার বাসনায় হলাহল সিন্ধু পান করেছিলেন। দেবদেব মহাদেবের মনে এই বিষম দুঃখ যে, হায় রে, আমি রাজ্য, ধন, মান, এমন কি পত্নী পুত্রাদি ত্যাগ ক'রে, যাবতীয় ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে অহর্নিশি কি না কেবল হরিবোল হরিবোল ব'লে হরির নাম সুধা পানে রত আছি; কিন্তু কৈ, তত্রাচ তো আমার ক্ষুধানল নির্ব্বাণ হ'লো না, যত পান কর্‌ছি, ততই আশা—ততই পিয়াসা। দূর হ'ক—আর এ জীবন রাখ্‌বো না। ত্রিপুরারীর হরিনাম সুধা পানে ক্ষুধা শান্তি হয় নাই ব'লে সেই ঘৃণায় তিনি পর্ব্বত প্রমাণ হলাহলকে পান করেছিলেন। হায়—হায়! আমি তবে কি বল্‌ছিলাম, আমার কি দুরাশা—যে আশা এ পর্য্যন্ত চন্দ্রচূড়েরও পরিপূর্ণ হয় নাই, আমি কি না বারত্রয় সেই হরিনাম সুধা পান ক'রেই আশা নিবৃত্তির আশা কর্‌ছিলেম। হরি! হরি! আজ নিজগুণে এই দীনহীন বালককে নিজ সুধাময় হরিনাম সুধার আস্বাদ জানিয়ে দিয়েছ। প্রভু! আমার একান্ত পণ, যতক্ষণ জীবন থাক্‌বে, ততক্ষণ হরিনাম ভুল্‌বো না। হরিনাম আমার জপ-মালা।

গীত।—তাল তেওট।

হরি তব নাম আর ভুলিব না।
পেয়েছি অমূল্য ধন, এ ধন আর ছাড়িব না॥
(ওহে) নিজ গুণে দীনহীনে,
দিয়েছ আমার মনে, (হরিনামধন)
যে নাম ধ্যানে পাইবারে শিব করেন বাসনা।
(ওহে) যতক্ষণ রহিবে জীবন,
করিব নাম উচ্চারণ, (রসনায়)
(ওহে) প্রাণান্ত হ'লে কি বলিবে রসনা তা জানিনা॥

প্র, ঘাতক। ওরে বালক! আর তোর সময় কৈ? আর তুই কখন হরি-নাম জপ-মালা করবি? এই তোর জীবনান্তের জন্য খরধার অসি উত্তোলন করলেম। (অসি উত্তোলন)

অনুধ্বজ। ভিক্ষা করি, একটু সময় দাও, আমি আর একবার হরিনাম স্মরণ ক'রে নিই। (জানু পাতিয়া উপবেশনান্তে)

স্তব।

হরি হরি মরি মরি ঘাতকের করে,
দেখা দাও মৃত্যুকালে বংশী ল'য়ে করে।
চারু চূড়া পীতধড়া ভুবন উজ্জ্বল,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ শোভা চরণ কমল।
রুণু রুণু সুধারোল নূপুর গুঞ্জন,
বাজে যেন হৃদিপদ্মে করিব শ্রবণ।
তেমনি গলেতে রবে বনফুল মালা,
যতনে সাজায়ে দিত যেন ব্রজবালা।
তেমনি ত্রিভঙ্গ হবে বামে সিন্ধুবালা,
দাঁড়াইতে যে ভঙ্গিতে কদম্বের তলা।
চরণে চরণ দানে বঙ্কিম নয়নে,
বাজাইতে সাধা বাঁশী রাধাগুণ গানে।
দেখিব যুগল রূপ জীবনান্ত কালে,
করো না বঞ্চনা হরি দীনহীন বলে,
না জানি সাধন তব পরম রতন!
নিজ গুণে দয়া ক'রে পুরাও আকিঞ্চন।
বৃথা আসি ভব মাঝে বৃথা চ'লে যাই,
দেখো হরি রাঙ্গা পায় যেন স্থান পাই।
হরি—হরি জয় দয়াময়। (প্রণাম করণ)

প্র, ঘাতক। ওরে শিশু! আর বিলম্ব করবো না, তুই চক্ষু মুদ্রিত ক'রে ব'স্।

অম্বুধ্বজ। তোমাদের কথা শিরোধার্য্য। (উপবেশন) হরি, হরি, হরিবোল হরি। (নয়ন মুদ্রিত করণ)।

গীত।—ঝাঁপতাল।

একি গো—একি গো হেরি হৃদয়-রাসমন্দিরে।
দাঁড়ায়েছেন রাসবিহারী রাইকিশোরী সঙ্গে করে॥
আহা মরি চরণ তলে, কত ভৃঙ্গ কুতুহলে,
পুলকে পূর্ণিত তনু মকরন্দ সৌরভে;—
মরি মরি রে কিবা পদমূলে শত ইন্দু খেলা করে।
আধ শ্যাম রূপরাশি, হেমবর্ণা রাই রূপসী,
মেঘে যেন বিজলী হাসি দাঁড়ালো সুস্থির হ'য়ে;
কিম্বা সুশোভিত যেন নীলগিরি হেমহারে॥

আহা মরি কিবা রূপ হেরি রে নয়নে,
প্রাণ মন বিমোহিত হ'লো দরশনে।
পদতল রক্তোৎপল জিনিয়ে রে আভা,
কোটি চন্দ্র নহে তুল মুনি মনোলোভা।
সুমধুর নূপুরের কিবা রে গুঞ্জন,
কটিতটে পীতধটি চিত্ত বিমোহন।
শ্যামগলে বনমালা অতি মনোহর,
রাইগলে রত্নহার অতীব সুন্দর।
শিখি-পাখা শিরোপরে রাধা নাম আঁকা,
দাঁড়ায়েছে বামে হেলে ত্রিভঙ্গেতে বাঁকা।
রাধা রাধা নাম সাধা মোহন বাঁশরী,
ডাকিতেছে উতরোলে জীবন-কিশোরী।
দয়া ক'রে দীনহীনে দিলে যদি দেখা,
যেও না হে হৃদি হ'তে থাক বাঁকা সখা।

আমি হীন অতি দীন সুদীন বালক,
তুমি হরি দীননাথ সুদীন পালক।
ন্যাহি জানি হরিভক্তি কেমন প্রকার,
নিজগুণে দেখা দিলে গুণের আধার।
প্রণিপাত করি হরি যুগল চরণে,
ভুলে যেন থেক না হে এই অকিঞ্চনে। (প্রণাম করণ)

প্র, ঘাতক। ওরে! এই উপযুক্ত সুযোগ, ব'কে ব'কে আলা হ'য়ে এইবার বুঝি কাকে প্রণাম ক'চ্চে, এই সময় এক কোপে ফরসা করি।

দ্বি, ঘাতক। তা বলতে। নে—নে শীগ্‌গীর চোট্ মার্, নইলে উঠে পড়বে।

প্র, ঘাতক। তবে এই কাজ শেষ। (অনুধ্বজের গ্রীবায় অসিরাঘাতের উদ্যোগ)।

(ইত্যবসরে যোদ্ধৃবেশে মনোরমার বেগে প্রবেশ।)

মনোরমা। কি করিস্—কি করিস্ দুষ্টগণ? (প্রথম ঘাতকের অসি ধারণ।)

প্র, ঘাতক। আরে ম'লো, তুই কে? কোথা হ'তে ছুটে এসে অসি ধর্‌লি, ছাড় শীঘ্র অসি ছাড়।

মনোরমা। সাধ্য থাকে, বলে গ্রহণ কর্।

প্র, ঘাতক। আরে গেল যা, মেয়ে না মদ্দ কিছু যে বোঝবার যো নাই, বাঘিনীর মত হাঁ হাঁ ক'রে এলোচুলে এলো দেখো। বলি তোর উদ্দেশ্য কি?

মনোরমা। নরকের কুক্কুর! আমার উদ্দেশ্য কি জানিস্। একে একে শাখা প্রশাখা ছেদন ক'রে শেষে বৃক্ষকে বিনষ্ট কর্‌বো। পিশাচ! অগ্রে তোদিকে নষ্ট ক'রে পরে তোদের পাপ অবতার প্রভু জয়কেতুর মুণ্ড দ্বিখণ্ড কর্‌বো।

প্র, ঘাতক। আরে মর্, স্পর্দ্ধার কথা তো কম নয়। বলি কোথা হ'তে তুই এলি?

মনোরমা। যমালয় হ'তে আস্‌ছি, তোদের নেবার জন্য ধর্ম্মরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

প্র, ঘাতক। কথার তেজ তো যথেষ্ট দেখ্ছি। বলি ছুষ্টে, কেন অকারণ প্রাণ হারাবি। অসি ছাড়, রাজাজ্ঞা পালন ক'রে স্বস্থানে গমন করি।

মনোরমা। ইহলোকে আর তোদের স্থান নয়, তোদের স্থান এখন যমলোকে। এখন ক্ষমতা থাকে আমার কর হ'তে বলে অসি গ্রহণ কর, নতুবা আমিই স্ববলে তোর পাপ কর হ'তে অসি গ্রহণ কর্লাম। (অসি কাড়িয়া লওন)

প্র, ঘাতক। (আশ্চর্য্যে) এঁ্যা—কর্লে কি, প্রাণপণে স্ববলে অসি ধর্লেম, কিন্তু সামান্য একটা দুর্ব্বলা অবলা অবহেলে অসিখানা কেড়ে নিলে। এঁ্যা—তাইতো—এঁ্যা—তাইতো—কি করি—একে তো বাবা সহজ মেয়ে ব'লে বোধ হয় না, কি কর্বো—পালাব না কি? এঁ্যা—তাইতো—এঁ্যা—তাইতো—রাজা বলেছেন, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক—উহুঁ—না, পালানো হ'চ্ছে না, এক লাখ সো—ণা—র টা—কা, উহু—উহু—ছোঁড়াটাকে মার্তেই হবে। পার্বো না কি, কেন না পার্বো, পার্বো না তো কি;—খুব পার্বো—খুব পার্বো। হাজার হ'ক্ মেয়ে মানুষ, আবার তাতে আমরা হ'চ্ছি দুজন, দেখি না কেন একা লেগে, পারি তো পার্লেম, আর না হ'লে দুজনে লাগ্বো। হাঁ—কি ভয়? কিছু না। (প্রকাশ্যে মনোরমার প্রতি) বলি, ও পাপীয়সি! অসিখানা কেড়ে নিয়েছিস্ বলে কি নিশ্চিন্ত হয়েছিস্ না কি? আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, কিম্বা বলপূর্ব্বক ধরি নাই ব'লেই তুই অসি গ্রহণ কর্তে সমর্থ হয়েছিস্, নইলে বলপূর্ব্বক ধর্লে তোর সাধ্য কি?

মনোরমা। বল কোথা পাবিরে বর্ব্বর? আর কি তোদের বল আছে। হাঁরে ও মূর্খগণ! কোন্ কার্য্য সম্পন্ন কর্তে এসেছিস্ বল দেখি? বলবানের কার্য্যে রত হয়েছিস্ কি হীনবল নারকীর কার্য্যে ব্রতী হয়েছিস্, বলাবল কোথায় তোদের? তোরাই একবার বল দেখি।

গীত।—তাল গীতঙ্গী।

বল বল বল কোথা পাবি বল, তোরা যে হয়েছিস্ দুর্ব্বল।
ধর্ম্মবলে বলী, তারে বলি বলী, সেই রে জগতে প্রবল॥

ছি-ছি ছি-ছি ধিক্ ভুজবল,
কমল হ'তেও এ শিশু কোমল,
বল ক'রে চাস্ দেখাতে রে বল, ছিঁড়িবারে মৃণাল দল।
ভুজবল বল নয় রে প্রবল, ধর্ম্মবল হয় বলেতে অনল,
সে বল ফেলে কি ব'লে বলে, দেখাস্ রে বল পাপেরি বল॥

প্র, ঘাতক। ভাল—ভাল, অত কথার তর্ক বিতর্কে আবশ্যক নাই, তুই সহজে ঐ রাজদ্রোহী শিশুকে বধ করতে দিবি কি না বল।

মনোরমা। ওরে অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান, ঐ শিশু রত্নের জীবন রত্ন এক দিকে—আর আমার এই ছার জীবন এক দিকে।

প্র, ঘাতক। ও!—তা হ'লেই বোঝা গেল, তুই না ম'লে আর ওকে মরতে দিচ্ছিস্ না। আচ্ছা তবে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হ'। (দ্বিতীয় ঘাতকের প্রতি) ওরে! শীঘ্র তোর ঐ শাণিত অসি দে, পাপিনীর সমুচিত দণ্ড বিধান করি।

মনোরমা। সমুচিত দণ্ড বিধান কর্‌বি কি সমুচিত দণ্ড গ্রহণ কর্‌বি?

প্র, ঘাতক। কার কাছ হ'তে, তোর কাছ হ'তে না কি?

মনোরমা। আমার কাছ হ'তে নয়, স্বয়ং দণ্ডপাণি যমের কাছ হ'তে। ঐ দেখ্, মহিষোপরে দণ্ডকরে দণ্ডধর দণ্ড প্রদান জন্য স্বয়ং উপস্থিত।

প্র, ঘাতক। ভাল—ভাল, আয়—দেখি, তুই কেমন প্রবলা নারী।

মনোরমা। দেখ্‌বি কি—যমালয়ের পথ পরিষ্কার আছে, স্বচ্ছন্দে সে পথে গমন কর। (উভয়ের যুদ্ধ)।

প্র, ঘাতক। (অক্ষম হইয়া) অহো—গেছি রে—গেছি। (ভূতলে পতিত হওন)।

দ্বি, ঘাতক। আমিও পালিয়েছি রে পালিয়েছি। [বেগে প্রস্থান।

প্র, ঘাতক। (কাতর কণ্ঠে) উঃ—দারুণ আঘাত—ম'লাম—হা—(মৃত্যু)।

মনোরমা। মরো দুষ্ট, তোমার আজ লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু হ'লো।

(ইত্যবসরে ডাকিনী যোগিনীগণ সঙ্গে ভগবতীর প্রবেশ।)

মনোরমা। ও কি!

কে বামা আলো করি দশ দিক্
আসিয়াছে এ পথে।
আহা মরি—মরি! রূপের কিরণে
বুকের আঁধার পলাইছে দূরে।
কাহার কামিনী, কাহার নন্দিনী বালা?

ভগবতী। কেন মাগো হেন ভ্রম,
মোরে কি চিনিতে নার আজ?
চির-পরিচিত আমি যে গো তোর,
ত্রিনয়নী জননী আমি যে বাছা।

মনোরমা। ত্রিনয়নি!
ত্রিনয়নী জননী আমার তুমি,
নন্দিনী গো আমি তব?
বল বল মা! শুধাই তোমায়,
পতিহীনা অনাথিনী করি নন্দিনীরে
হয়েছ কি সুখী দয়াময়ী?
দেখ্ মা দেখ্ মা তারা,
দেখ্ বেশ অভাগী সুতার,
সীমন্তে নাহি গো সিন্দুর,
কঙ্কণ নাহি মা করে।

ভগবতী। কেন বাছা অনুতাপ,
সরমে মরম কেটে যায়,
দিস্‌নে গো লজ্জা আর আমায়।

মনোরমা। লজ্জা কি আছে গো তোর লজ্জা নিবারিণী,
কোন লাজে দেখালি বদন?
ছি ছি ছি পাষাণী মা
কি কঠিন গো তোর হিয়া।
মা হ'য়ে কেবা কোথা করে হেন কাজ,
মা হ'য়ে নিজ করে কেবা কোথা

কন্যার সীমন্ত-সিন্দূর করে গো মুঞ্চন ?
কে দেয় তনয়াকরে তুলি হলাহল ?
কে চায় দেখিতে চ'ক্ষে কন্যার বিধবাবেশ ?
বল বল ! এতকাল ধরি
পূজি তোরে এই হ'লো শেষে ?
বাল্যকালে জননীর কোল ছাড়ি
তোর কোল করি আকিঞ্চন,
স্নেহময়ী মায়ে মা বলি ডাকিনী কভু,
তুই মা হইবি গো ব'লে, এই সাধে !
মায়ে ভুলি মা ব'লে ডাকিনু তোরে,
পেতে কি গো এই ফল ?
বল বল গো পাষাণি,
ভক্তিভাবে একটি দিন
পূজিনি কি তোরে ?
ভক্তিভাবে একটি দিন রক্তজবা দানে
পূজিনি কি রাঙ্গা পা দুখানি,
ওঃ—তনু জ্ব'লে যায় ;—
কি যাতনা দেছ মাগো ভাব একবার।
বজ্রের আঘাত হ'তে
দারুণ আঘাতে ব্যথিত হৃদয়,
হু—হু রবে জ্ব'লে যায়,
দেখাব কি, দেখিবি কি তারা,
কি জ্বালায় জ্বলিছে হৃদয়।
বল বল গো উমে,
বুক চিরি দেখাই যাতনা।

ভগবতী। থাক্ মা আর ব্যথা দিস্ না গো প্রাণে।

মনোরমা। ব্যথা দিলে অন্যজনে অনাথ জননী
ব্যথা পেতে হয় তাকি জান না তারিণী ?

ভগবতী। ক্ষান্ত হ মা, শান্ত হ মা!
করেছি অন্যায় কাজ।
বল বাছা এবে বল,
কি কার্য্য সাধিব তোর।

মনোরমা। সুপ্রসন্ন যদি গো আজি নগেন্দ্রনন্দিনী,
কর মা তবে এই উপকার,
শ্রীপদ চাপনে বধি অভাগীরে
দয়াময়ী মার কাজ কর দয়াময়ী।

ভগবতী। তবু ব্যথা দিবি বার বার,
কাজ নাই চ'লে যাই হেথা হ'তে।
(ডাকিনী যোগিনীগণের প্রতি)
লহ এ দুষ্টের শব ডাকিনী যোগিনী,
মনোসুখে সবে মিলি কর গো ভোজন।

[প্রথম ঘাতকের শবদেহ লইয়া ডাকিনী যোগিনীগণের প্রস্থান

ভগবতী। মনোরমে! তবে যাই মা?

মনোরমা। যাও—তোমার গতি রোধ করতে কে সাহসী হবে মা?

ভগবতী। আমি যাচ্ছি বটে, তুই তবে একটি অঙ্গীকার কর দেখি।

মনোরমা। কি অঙ্গীকার মা?

ভগবতী। বল্ যে আর আমায় মা ব'লে ডাক্‌বি না।

মনোরমা। ভাল—মা অঙ্গীকার কল্লেম, আর তোমাকে মা ব'লে ডাক্‌বো না; কিন্তু মা, তুমিও একটি অঙ্গীকার কর দেখি।

ভগবতী। কি অঙ্গীকার বাছা?

মনোরমা। তুমিও বল, তুমিও আমার মা হবে না, আজ হ'তে আমার সঙ্গে তোমার মাতা সুতা এই সম্বন্ধ উঠে গেল। এই অঙ্গীকারটি কর দেখি মা।

ভগবতী। (মৌনভাবে অবস্থান)।

মনোরমা। দীন-দয়াময়ি! দীন মনে কি ভাব্‌ছো মা, অঙ্গীকার কর।

ভগবতী। ও অঙ্গীকার কেমন ক'রে করি মা? আমার স্নেহতরঙ্গে যে ত্রিভুবন প্লাবিত, আমি যে ত্রিলোকের মা। ত্রিলোকবাসীগণ যে আমার সন্তান,

তোমার সঙ্গে মাতা পুত্রী সুবাদ ত্যাগ করতে হ'লে অগ্রে তোমার হৃদয় হ'তে স্নেহরজ্জু আকর্ষণ করতে হবে, আর তাহ'লেই যে সর্ব্বনাশ! যেমন বৃক্ষের একটি শাখা আকর্ষণ করলে সেই বৃক্ষস্থিত যাবতীয় শাখা প্রশাখাকে আকর্ষণ করা হয়, তদ্রূপ জগৎস্থিত প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে আমার যে স্নেহ স্থাপিত করা আছে, সে স্নেহ একতারে গাঁথা। বাছা, তোমার হৃদয়ের স্নেহ আকর্ষণ করতে হ'লে ত্রিলোকের লোকের হৃদয় হ'তেও স্নেহ আকর্ষণ করা হবে। আমি তোমার সঙ্গে মাতা-পুত্রী সম্বন্ধ ছাড়তে গিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণীবর্গের সহিত সম্বন্ধ-চ্যুত হ'য়ে পড়্বো। জগতের মা মহামায়া নাম আমার চিরদিনের মত ডুবে যাবে। তাই বল্‌ছি, ওরূপ অঙ্গীকার করতে পার্‌বো না। তুই বাছা ও ছলনা ছাড়।

মনোরমা। ওমা ছলরূপিণি! আমি কি ছল জানি মা যে, তোমায় ছলনা কর্‌লেম? তুমিই বরং ছল ক'রে আমায় ব'ল্লে যে মা ব'লে আমায় ডেকো না। হাঁমা! তুমি যখন কন্যা-সুবাদ ছাড়্‌বে না, আমিই বা তখন মাতৃ-সুবাদ ছেড়ে দেবো কি প্রকারে, মা মা বলে না ডেকেই বা থাকবো কি প্রকারে? বল বল মা, মা ব'লে ডাক্‌তে পাব কি না?

ভগবতী। বাছা! তুই আমার আদরের মেয়ে, আমিও তোর স্নেহময়ী জননী। হাঁ বাছা! তোকে কি আমি ত্যাগ করতে পারি? তোকে যদি ত্যাগ কর্‌বো তবে কার কাছে থাক্‌বো, কার কাছে গিয়ে প্রাণ জুড়াবো, কে মা ব'লে ডাক্‌লে আমার প্রাণাধিকা লক্ষ্মী সরস্বতীর মা ব'লে ডাকার চেয়েও অধিক সুখে সুখী হবো। মনোরমে! তবে মা তোর কঠিন কথা শুনে তোর উপর রাগ ক'রে বল্‌ছিলেম তুই আর আমায় মা ব'লে ডাক্‌বিনি বল্।

মনোরমা। মাগো অম্বিকে! আমিও তা বুঝেছিলেম মা, আমি না বুঝলেই বা তোমাকে বল্‌বো কেন যে, তুমিও কন্যাস্নেহ ভুলে যাও। তবে দুর্গে! মাগো শিবরাণি! বল্ দেখি মা কার ইচ্ছায় অযোধ্যার রাজরাণী হয়েছিলাম? কার ইচ্ছায় অপূর্ব্ব শোভা এই সীমন্তে সিন্দুর ও করেতে কঙ্কণ শোভা পাচ্ছিল? কার ইচ্ছাতেই বা রাজভোগে রাজপুরীতে বাস কচ্ছিলেম? আবার কার ইচ্ছাতে পতিহীনা অনাথিনী হয়েছি, কার ইচ্ছাতে সীমন্তে সিন্দুর নাই, কার ইচ্ছায় ভিখারিণী সেজে বনে বনে বেড়াচ্ছি? ইচ্ছাময়ী তারা! এ সব কি মা তোর

ইচ্ছা নয়। কত বল্‌বো মা তুই তো অন্তর্যামিনী, অন্তরের ভিতর কি আগুণ যে জ্বল্‌ছে, সবি তো তুই দেখ্‌ছিস্‌। ঐ দেখ—ঐ দেখ মা রাজার ছেলের দশা দেখ্‌. কটিতে বস্ত্র নাই—বল্কল পরা, খাদ্যাভাবে কঙ্কাল সার। মাগো! মা হয়ে ঐ শিশুকে কোন্‌ প্রাণে নবীন যোগী সাজিয়েছিস্‌। তাও থাক্‌, তাতেও নয় তোর মন কাঁদ্‌লো না; কিন্তু দুর্গে! মা হ'য়ে কেমন ক'রে সন্তানের প্রাণ বধ ইচ্ছা কর্‌লি, ঐ কাঁদ কাঁদ মুখখানি কি ত্রিনয়নী হ'য়ে দেখ্‌তে পাস্‌নি? তা পাবি কেন, তুই যে নিজ পুত্রের মাথা নিজেই খেয়েছিস্‌, গণেশের করীমুখ সেও তো মা তোরি ইচ্ছায়, তবে আর বল্‌বো কি? আর তোকে ডেকেই বা ফল কি, এখন আমার বোধ হচ্ছে, তুই ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে ল'য়ে আমার অনুধ্বজের রক্ত মাংস ভক্ষণ কর্‌তে এসেছিলি; কিন্তু তাতো হ'লো না, আমি এসে বাছার প্রাণরক্ষা কর্‌লাম, এখন ছল করে পরিচয় দিচ্ছিস্‌ যে, আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ কর্‌তে এসেছি, ধিক্‌ মা দুর্গে। তোর দয়াময়ী নামে শত ধিক্‌।

গীত।—তাল একতালা।

ধিক্‌ ধিক্‌ মা দুর্গে দুর্গানামে তোমার জননী।
কে ডাক্‌বে তোরে, (বিপদকালে মা মা ব'লে)
তুই নামে দুর্গে দয়াময়ী, তার পরিচয় আজ
পেয়েছিগো পাষাণনন্দিনী॥
মরি-মরি বুক ফেটে যায়,
এ দুঃখ আর জানাব কায়,
রাজার ছেলে বনের মাঝে ধূলায় লুটায়;—
(দেখ্‌ দেখ্‌ পাষাণী) (সোণার কমল ধূলায় প'ড়ে)
(ত্রিনয়ন মিলে একবার চেয়ে)
ও তোর এমন কঠিন হৃদয় দুর্গে স্বপনে জানিনি।
তোরে পূজে এই হ'লো,
অকালে প্রাণপতি ম'লো,

সুখের অযোধ্যা শোকের শ্মশান হ'লো ;—
(হু হু রবে জ্বল্‌ছে আগুণ) (রাজা বিনা সে অযোধ্যায়)
আর চাই না তারা তোর করুণা ওমা ত্রিনয়নী ॥

ভগবতী। মনোরমে! তুমিই যতই ভৎ'সনা কর, আমি সত্য কথা বল্‌ছি, ডাকিনী যোগিনীদের সঙ্গে এনেছিলাম, শুধু অম্বুধ্বজের জীবন রক্ষা কর্‌তে। নইলে মনে ভেবে দেখ সহসা আমার এখানে আস্‌বার কারণ কি ?

মনোরমা। ভাল মা ! অম্বুধ্বজের কি জীবন রক্ষা করেছ ?

ভগবতী। আমি করি নাই তুমি করেছ।

মনোরমা। তবে মা এমন আস্‌বার ফল কি ?

ভগবতী। বাছা ! তুমি না উপস্থিত হ'লে আমি বৎসকে রক্ষা কর্‌তেম।

মনোরমা। কোথা, প্রাণ-ধনের জীবন যমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'লে ?

ভগবতী। (সক্রোধে) বলিস্ কি মনোরমে ! হ'লোই বা যমালয়ে উপস্থিত, আমি কি যমালয় হ'তে অম্বুধ্বজের প্রাণ এনে পুনর্জ্জীবিত কর্‌তে সক্ষম হতেম না। আদ্যাশক্তি কি শক্তিহীন হ'য়েছে যে, অতি দুর্ব্বল ক্ষুদ্র সূর্য্যপুত্র যম শাসনে অসমর্থ। ভাল,—তুই কৈ অম্বুধ্বজের প্রাণ বিনষ্ট কর দেখি, এখনি অসিরাঘাতে বৎসের মস্তক দ্বিখণ্ড কর, দেখ আমি পুনর্জ্জীবন দানে সমর্থ হই কি না। দেখ্ আমি যম শাসনে সমর্থ কি না।

মনোরমা। মা ! অম্বুধ্বজের মস্তক কেটে তার পরীক্ষা কেন, যদি হতভাগিনী কন্যার সংশয় দূর করতে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে এক কার্য্য কর না, মৃতপতির জীবন-মণি দানে কৃতার্থ কর না মা।

ভগবতী। ভাল, তাই স্বীকার ক'ল্লেম, কিন্তু বাছা অযোধ্যাপতির শবদেহ চাই যে মা।

মনোরমা। তারিণি ! মৃত-পতির শবদেহও আছে। তবে মা এখানে তো নাই, ঘৃত-পূর্ণ কুম্ভমধ্যে প্রাণপতির শবদেহ অযোধ্যায় রেখে এসেছি।

ভগবতী। তবে চল, অযোধ্যায় গমন করি।

মনোরমা। জননী ! অম্বুধ্বজকে ফেলে কেমন ক'রে যাই ?

ভগবতী। অম্বুধ্বজের জন্য কোন আশঙ্কা নাই। বৎস এখন হরিনাম ধ্যানে

জ্ঞান চৈতন্য হারা হ'য়েছে, ওর প্রাণ হরণ ক'র্‌তে কারও ক্ষমতা নাই। তবে যদি মনে কিছু কর, তবে তার উপায় করছি। (প্রকাশ্যে) কোথায় বিজয়া জয়া?

(বিজয়া ও জয়ার প্রবেশ।)

বিজয়া ও জয়া। মা জগদম্বে! প্রণাম হই। (প্রণামান্তে) তারিণি! দাসীদের কি জন্য আহ্বান ক'র্‌লেন।

ভগবতী। দেখ্ বিজয়া! দেখ্ জয়া! তোরা এই হরি-ভক্ত শিশু অনুধ্বজের দেহ রক্ষা কর, কদাচ বৎসকে ছেড়ে একপদ কোথাও অগ্রসর হ'ও না। পরে আমি এস্থলে উপস্থিত হ'য়ে তোমাদের অব্যাহতি দেব।

বিজয়া। যে আজ্ঞা মা।

ভগবতী। মনোরমা, তবে চল।

মনোরমা। চল মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

জয়া। বিজয়া! মা কোথা গেলেন বল্ দেখি।

বিজয়া। কেমন ক'রে জান্‌বো ভাই, তুই যেথা আমিও সেথা।

জয়া। না ভাই, তুই অবশ্য জান্‌তে পেরেছিস্, আমি জানি মহামায়া যা না জান্‌তে পারেন, তুই তা জান্‌তে পারিস্।

বিজয়া। শুন্‌বি তবে?

জয়া। বল্ না ভাই।

বিজয়া। দেখ জয়া, একটা তুমুল কাণ্ড ঘট্‌বে, রক্তের নদী ব'য়ে যাবে, হাড় মাসের পাহাড় পর্ব্বত হবে।

জয়া। বলিস্ কি বিজয়া! আমার যে গাটা চম্‌কে উঠ্‌লো।

বিজয়া। সত্য কথা ভাই, তুমুল যুদ্ধ বাধবে। সত্যকালে যেমন দেখেছিলি শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে মা অভয়ার ঘোরতর যুদ্ধ হ'য়েছিল, এও তেমি যুদ্ধ হবে।

জয়া। বলিস্ কি! মা কি তবে যুদ্ধ কর্‌তেই গেলেন না কি?

বিজয়া। না, যুদ্ধের সূত্রপাত কর্‌তে গেলেন।

জয়া। বিজয়া! চল তবে আমরা এখন অলক্ষ্যে থেকে অনুধ্বজের দেহ রক্ষা করিগে।

বিজয়া। হাঁ, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বনদেবী সহ তদীয় সহচরিগণের প্রবেশ।)

গীত।—তাল মিশ্র একতালা।

আজ কি ভাগ্য আমার (সখি) দেখ্‌লো নয়নে।
হরিভক্তি অমূল্য ধন (আজ) আমার কাননে॥
চেয়ে দেখ্‌লো সজনী,
হরিভক্ত গুণমণি, নয়ন দুটি মুদে ভাবে চিন্তামণি,
আহা মরি মরি ভাবলহরী খেলিছে দেখ্‌ কেমনে॥
ধন্য হইব লো আমি,
ধন্য হবি তোরা ধনী, স্পর্শি ও পূতঃ তনুখানি,
আয় আয় আয় কোলে করি আয় অতি যতনে॥

বনদেবী। সহচরিগণ! বৎস অনুধ্বজ এখন হরির চরণধ্যানে মনকে নিযুক্ত করেছে। এস, এই অবস্থায় আমরা বৎসকে বক্ষে ক'রে কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ তাপরাশি দূর করি। (অনুধ্বজকে ক্রোড়ে ধারণ) সহচরিগণ! প্রাণ শীতল হ'লো, হৃদয়ের জ্বালা দূরে গেল।

অনুধ্বজ। (জ্ঞানপ্রাপ্তে) আহা কে গো তুমি, তুমি কি এ অভাগার সেই দুঃখিনী জননী?

বনদেবী। না বাপ! আমি সে পুণ্যবতী নই, আমি একটি দুর্ভাগ্যবতী।

অনুধ্বজ। তবে কে মা তুমি? তোমার সঙ্গে ওঁরাইবা সব কে? পরিচয় দাও না মা!

বনদেবী। পরিচয় আর কি দেব বাপ্, আমাদের পরিচয় শোন্‌বার আবশ্যক নাই।

অনুধ্বজ। কেন মা! কি অপরাধ ক'ল্লেম? যদি অপরাধী হ'য়ে থাকি, কোল হ'তে নামিয়ে দাও, পায়ে ধরি।

বনদেবী। ছি ছি বাবা, অমন কথা ব'লো না, তুমি আমাদের প্রাণের নিধি, হৃদয়ের মাণিক।

অনুধ্বজ। মা! তবে দয়া ক'রে বল না, তুমি কে, আর ওরাই বা কে? তোমাদের আকার প্রকার দেখে আমার মনে হ'চ্ছে, হয় তো তুমি জগতের মা মহামায়া হবে, আর নইলে সেই কেশব-সিমন্তিনী মা কমলা হবে, আর ওঁরা সব তোমার সহচরী হবেন।

বনদেবী। ভ্রমেও ভেব না বাছা! হাঁ বাপ! কাকে কি ব'লে ভাব্‌ছো? কাঁচ খণ্ডকে অমূল্য হীরক ব'লে জ্ঞান! ওরে প্রাণাধিক! আমি হর-ঘরণী মহামায়া অথবা হরি-হৃদিবিলাসিনী কমলা নই। তবে তাঁদের পদ-সেবিকা দাসী বটে, আমি অহর্নিশি তাঁদের পদ পাবার আশে পবিত্র পুষ্পে পূজা করি, তবুও তাঁদের দেখা পাই না। বাবা! আমার প্রকৃত পরিচয় শোন, আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমার স্বতন্ত্র নাম কিছুই নাই, বন-রাজ্যের অধিশ্বরী ব'লে সকলে আমাকে বনদেবী অথবা কানন-রাণী ব'লে উল্লেখ ক'রে থাকে, আর ওরা সব আমার সঙ্গী সহচরী।

অনুধ্বজ। মা বনদেবী! আমায় কোল হ'তে নামিয়ে দাও মা, আমি তোমার পদতলে পড়ি, আমার দোষ ক্ষমা কর, আমি হীনমতি শিশু, আমি তোমার পবিত্র কোলে র'য়েছি, কত পাপই হ'য়েছে।

বনদেবী। বাপ! ও কথার অর্থ বিপরীত। আমার বোধ হয়, তুমি আমার কোলে আছ, তাতে আমি অপবিত্রা হই নাই। আমার কোলে তুমি আছ, এই জন্য তুমি অপবিত্র হ'য়েছ। কেননা, তুমি অতি পবিত্র হরিভক্ত, তোমার স্পর্শে আজ আমার যাবতীয় পাপ তাপ তোমার দেহে প্রবিষ্ট হ'য়েছে।

অনুধ্বজ। মা বনদেবী! অমন কথা ব'লো না মা। দীন হীন সন্তানকে অপরাধী ক'রোনা, আমি তোমার চরণসেবকের যোগ্য নহি। দয়াময়ী মা! আজ হ'তে আমার তিনটি জননী হ'লো। আজ হ'তে তুমিই আমার বড় মা। বড় মা! আজ হ'তে অভাগা অনুধ্বজ তোমার পুত্র।

বনদেবী। অনুধ্বজ রে! আজ আমি ধন্যা হ'লাম, আমার তুল্য ভাগ্যবতী আর কে আছে, আমি হরিভক্তের স্নেহময়ী জননী, আজ হ'তে হরিভক্ত আমার বক্ষে হরিনাম সুধা ঢেলে আমার জীবন মন ও দেহ পবিত্র ক'র্‌বে।

অনুধ্বজ। বড মা! হতভাগ্য সন্তানকে যদি দয়া ক'রে দেখা দিলে, তবে দয়া ক'রে সন্তানের মনোসাধ পূর্ণ কর মা। নিজ গুণে গুণহীন সন্তানকে হরি-চরণ সাধনের উপদেশ দাও।

বনদেবী। অনুধ্বজ রে! আমি কি জানি বাপ্, কোন্ গুণে আমি তোকে সেই গুণাতীত গুণময় হরিপদ সাধনের উপদেশ দেব। আমি বরং তোর কাছে কাননবিহারী হৃষিকেশের শ্রীপদসাধনা শিক্ষা করতে এসেছি।

অনুধ্বজ। হাঁ মা! তুমি আমার কেমন মা? আমি যখন তোমার ছেলে, তুমি যখন আমার মা, তখন আবার আমাকে ছলনা কর? ওমা বড় মা! আমাকে তুমি অজ্ঞান শিশু জেনে যা ইচ্ছা তাই ব'ল্‌ছো, আমি কি কিছু জানিনা মা! হাঁ মা! তোমাতে আর আমার জগতের মা লক্ষ্মী মায়েতে প্রভেদ কি বল দেখি?

বনদেবী। বাছা! তোমার লক্ষ্মী মায়েতে আর আমাতে কত প্রভেদ জান,—(যেমন)

আকাশ আর পাতালে, অমৃত আর গরলে।
সিংহ আব শৃগালে, ভূপতি আর রাখালে।
সরসী আর সাগরে, পর্ব্বত আর পাহাড়ে।
বজ্র আব শরেতে, (তেম্নি) লক্ষ্মীতে আব আমাতে।

প্রাণধন! এখন বুঝ্‌লে তো, তোমার লক্ষ্মী মাব সনে আমাব কত দূব তফাৎ? আর অত কথাতেই কাজ কি বাপ্, এই একটা সরল কথা বুঝে দেথ না। তোমার লক্ষ্মী মা হ'লেন সপ্ত স্বর্গেব উপরিভাগে যে বৈকুণ্ঠনগর, তিনি সেই বৈকুণ্ঠ নগরবাসিনী, আর আমি কি না অতি অপকৃষ্ট স্থান যে বন, আমি সেই বনবাসিনী।

অনুধ্বজ। মা! আমার অল্প জ্ঞানে বোধ হয়, বৈকুণ্ঠে বাস অপেক্ষা বনে বাস অতি সুখকর। মানব-রাজ্য বল, স্বর্গ-রাজ্য বল, আব বৈকুণ্ঠ-রাজ্যই বল, কানন-রাজ্য সকল রাজ্যের চেয়ে আনন্দের স্থান। অন্যান্য রাজ্যে—হিংসা দ্বেষ, অশান্তিময়, কিন্তু বন-রাজ্যে সে সব নাই, এখানে হিংসা কিছুই নাই, দ্বেষ নাই, নিয়তই শান্তি বিরাজিত। তা ছাড়া এখানে প্রকৃতি সতীর খেলা অতি চমৎকার। এ খেলা একবার দেখ্‌লে কার নয়ন ভুল্‌তে পারে মা? কার মন প্রকৃতি সতীর চারুহাসি দেখে, আবার লোকরাজ্যে ফিরে যেতে চায়? হাঁ মা! তোমার

কাননরাজ্য যদি বিশ্রামলাভের অথবা আরামলাভের শ্রেষ্ঠ স্থল না হবে, তবে মহৎ জনগণে কাননের একটি পৃথক আরাম নাম দেবেন কেন? মা বনদেবি! তুমি কানন রাজ্যের অধিশ্বরী ব'লে, আর মা কমলা বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের অধিশ্বরী ব'লে সৌভাগ্যজননী সিন্ধুবালার চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নও।

বনদেবী। অনুধ্বজ—হাঁরে বাপ্! অখিলপতি হরি যার আজ্ঞাকারী, তিনি তিনি কি বাপ্ এই দুঃখিনী রমণীর সনে সমতুল? কমলা বৈকুণ্ঠবাসিনী ব'লে, নব-জলধরকায় শ্যামরায় অহঃরহ তাঁর নয়ন-পথে বিরাজ ক'র্‌বার জন্য বৈকুণ্ঠবাস নির্ণীত করেছেন। হরির যে একটি বৈকুণ্ঠবিহারী স্বতন্ত্র নাম আছে, তাকি তুমি জান না বাপ্।

অনুধ্বজ। জানি বৈ কি মা! বৈকুণ্ঠবাসিনী জননী কমলার মনস্তুষ্টি সাধন জন্য শ্রীহরি যে সতত বৈকুণ্ঠে বাস ক'রে একটি স্বতন্ত্র বৈকুণ্ঠবিহারী নাম ধারণ ক'রেছেন, তাও জানি, আর মা বনদেবীর মনস্তুষ্টি সাধন জন্য যে শ্রীকান্ত একটি স্বতন্ত্র বনবিহারী বা বিপিনবিহারী নাম ধারণ ক'রেছেন এটিও জানি। বল বল মা, কার করগাঁথা বনমালা গলে প'রে বনমালী নামে বিশ্বধামে খ্যাত হ'য়েছেন?

গীত।—তাল আড়া।

বল মা শুনি তাই এখন।
কার করগাঁথা মালা (হরি) করেন আদরে গ্রহণ॥
তুই ধন্য ত্রিভুবনে, তোর তুলনা নাই ভুবনে,
শ্রীকান্ত প্রফুল্ল মনে, ভ্রমেন কাননে,—
সৌভাগ্য গো তোর কব কি, অহরহ কমলআঁখি,
সুরেন্দ্র-বন্দিত পদ দেখি ঘুচাস্ প্রাণের বেদন॥

বনদেবী। ও—বাপ্ অনুধ্বজ! তুমি পরম হরিভক্ত, আমি জানি হরি-ভক্তের কথা কখনও মিথ্যা হয় না। বাপ্! এতদিনের পর তোমার কথায় বিশ্বাস ক'র্‌লেম যে, এই মহাপাপিনী বনদেবীর প্রতি সেই জগৎপতি শ্রীপতির কৃপা আছে, কিন্তু প্রাণাধিক্! তা ব'লে মহালক্ষ্মীর সঙ্গে আমার তুলনা হ'তে পারে না।

অনুধ্বজ। মা! যাঁরা জ্ঞানবান বা জ্ঞানবতী হন্, তাঁরা কখন আপনাকে

শ্রেষ্ঠ ব'লে গণনা করেন না; তাঁরা আপনাকে নিকৃষ্ট ব'লেই বিবেচনা ক'রে থাকেন। আমি যতই কেন তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলি না মা! তুমি কখনই নিজে শ্রেষ্ঠ এ কথা স্বীকার কর্‌বে না, নইলে—মা কমলাও যে পদার্থ, তুমিও সেই পদার্থ। আমি শুনেছি—শ্রীহরি বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হ'য়ে নিত্য নিত্য গোধন সনে গোচারণে যেতেন, কেন মা? তাঁর সে গোচারণ কর্‌বার উদ্দেশ্য কি? যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, তাঁর কি রাখালি বৃত্তি শোভা পায়? আমার বিবেচনায়, তাঁর সে রাখালবেশে গোচারণ করা নয়, গোচারণ ছলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করা। জননি! তুমি যতই বল, আমি তোমাকে বৈকুণ্ঠবাসিনী মা কমলার সমতুল্য ব'লেই জ্ঞান কর্‌বো।

বনদেবী। সেটা যে বাবা তোমার ভ্রমজনক কথা বলা হ'চ্ছে!

অনুধ্বজ। আর ছলনা ক'রো না মা, দয়া ক'রে পুত্রকে হরি-সাধনার উপদেশ বল। তুমি শিক্ষা না দিলে এই বনের মাঝে আমার আর কে আছে, আমি কার কাছে শিক্ষা কর্‌বো?

বনদেবী। প্রাণাধিক্, ওরে বাপ! আমি তোকে হরি-সাধনার কি উপদেশ দেব? হাঁরে! যে জ্ঞানময় হরির পূজাবিধি বিধি আদি দেবগণ জ্ঞাত নন্, আমি বাপ ক্ষীণ-বুদ্ধি হীন-জাতি রমণী হ'য়ে সেই ব্রহ্মাণ্ডপূজিত পূর্ণব্রহ্মের শ্রীপদ পূজা-বিধি তোকে শিক্ষা দেব, এও কি সম্ভব!

অনুধ্বজ। হ'লো না, এ হতভাগ্য অনুধ্বজের প্রাণ-পিয়াসা গেল না। হা দয়াময় হরি! মধুসূদন! আমায় সদয় হ'য়ে নিদয় হ'লে প্রভু!

বনদেবী। হৃদয়-রঞ্জন! ওকি! অকস্মাৎ চাঁদমুখটি যে মলিন হ'য়ে গেল, কি ভাবছো বাবা! বিমুখ হ'য়ে দাঁড়ালে কেন? পাষাণী মা বনদেবীর কথায় কি রাগ ক'ল্লে?

অনুধ্বজ। না মা, তোমার উপর রাগ কর্‌বো কেন, আমি আপন অদৃষ্টের উপর অনুরাগ কর্‌ছি।

বনদেবী। যাক্ বাবা, আর রাগেও কাজ নাই, আর অনুরাগেও কাজ নাই। আয়, আমি অল্পজ্ঞানে যা জানি, তাই তোকে শিক্ষা দিই। প্রাণাধিক্! তবে একাগ্রচিত্তে মন স্থির ক'রে শোন। দেখ বাপ্! হরি-সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ; কিন্তু সিদ্ধিকামনা ক'রো না। প্রথমে সাধন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে

হ'লে কি কর্‌তে হয়, না সর্ব্বাগ্রে ষড়রিপুকে বশীভূত কর্‌তে হয়। ষড়রিপু কে ? না, তারা সাধনার প্রতিবাদী। জীবের যখন সাধন-সাগরোদ্দেশে মনের গতি ধাবিত হয়, সেই সময় তারা প্রবল হ'য়ে তাকে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখায়। সেই জন্যই বল্‌ছি অগ্রে তাদের দমন করাই সাধনার শ্রেষ্ঠ কাজ। বাপ্‌! একান্তমনে তাই তোমা ধনে উপদেশ দিচ্ছি, হরি-সাধনার ঘোর শত্রু যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় জন ঘোর দুরন্ত দস্যুকে অগ্রে দমন কর।

গীত।—তাল আড়া।

কর রে ইহাই প্রাণাধিক।
আগে ষড়রিপু বশে আন জীবন অধিক।
সাধনা সুপথ-মাঝে, ষড়রিপু দস্যু-সাজে,
নিরবধি পথে বিরাজে, আগে কর সে উপায় চিন্তন রে,—
যাতে দুষ্ট সে দুর্জ্জন, ষড়রিপু হয় দমন,
দাও মন প্রাণধন, সে কাজে অধিক॥

অনুধ্বজ। জননি, ষড়রিপু দমন হ'লে পর কি করা আবশ্যক ?

বনদেবী। বৎস, ষড়রিপু দমন হ'লে পর কি কর্‌তে হয়, না তখন কুম্ভক-যোগ অবলম্বন কর্‌তে হয়, কুম্ভকযোগ অর্থ কি আর সে যোগে কি ফলোদয় হয় ? না যাকে প্রাণায়াম বলে বা শ্বাস প্রশ্বাসকে দমন করা বলে, তারি নাম কুম্ভক। এই কুম্ভকই যোগ সাধনের প্রথম সোপান। কুম্ভকযোগে এই ফল লাভ হয়, অষ্ট অঙ্গ বিশিষ্ট দেহ, অতি লঘু বায়ুর ভার অপেক্ষাও লঘু হয়, সুতরাং যোগা-লম্বনে যথেচ্ছা গমনাগমনে সক্ষম হয়, তদ্ব্যতীত জীবে দীর্ঘ-জীবন লাভ করে এবং যোগাবলম্বনকালীন শত্রু কর্ত্তৃক অস্ত্রে, শস্ত্রে, অনলে বা জলে কোন রূপেই বিনষ্ট হয় না। প্রাণাধিক্‌! হরি-সাধনের প্রথম কার্য্য রিপুবশ, দ্বিতীয় কার্য্য এই কুম্ভকযোগালম্বন করা।

অনুধ্বজ। কৃপাময়ি! অকৃতি অধম সন্তানের প্রতি কৃপা ক'রে তৃতীয় কার্য্যটী কি বল।

বনদেবী। জীবনধন! স্তুতি মিনতি কেন বাপ্, আমি একে একে তোমাকে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেব। শোন বাপ্! কুম্ভকযোগ পরিসমাপ্ত হ'লে তৎপরে কি কর্‌তে হয় না ইন্দ্রিয়দমন। হরিসাধনের তৃতীয় কার্য্য হ'চ্ছে ইন্দ্রিয় বশীভূত করা। ইন্দ্রিয় বশীভূত করার ফল কি এবং তাদের কিরূপে বশীভূত কর্‌তে হয়? না তাদের বশীভূত করায় এই ফল যে, ভাল মন্দ শ্রবণ, ভাল মন্দ দরশন, ভাল মন্দ স্পর্শন বা ভাল মন্দ আস্বাদন প্রভৃতি করণে সক্ষম হ'তে পারে না, আর তাদের বশীভূত কর্‌তে হয় এইরূপে; সু-আশা দ্বারা তাদের নানারূপ হিত-শিক্ষা দানে সৎপথাবলম্বী কর্‌তে হয়। পিতা মাতা যেমন কুপথগামী পুত্রকে হিতোপদেশ দানে শনৈঃ শনৈঃ সুপথে আনয়ন করেন, তদ্রূপ পিতা মাতা স্বরূপ সু-আশা দেবী, অসৎপথালম্বী পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পঞ্চ পুত্ররূপে জ্ঞান করতঃ তাদের ধীরে ধীরে নীতিপূর্ণ কথায়, অর্থাৎ সেই নিত্য নিরঞ্জনের গুণ বর্ণনায় কুপথ হ'তে কি না তাদের বাহ্যক্রিয়া হ'তে আভ্যন্তরিক ক্রিয়াতে লিপ্ত ক'র্‌তে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ নয়ন যেন আর বাহ্য কোন বস্তু সন্দর্শন না ক'রে হৃদয়ের মধ্যে যে পরম বস্তু বিরাজমান আছেন, তাঁরি সেই অপরূপ রূপ দর্শনে নিযুক্ত থাকে, শ্রবণ সংসার-মায়ামাখা স্বর-লহরী না শুনে যেন সেই রাধারঞ্জনের সাধা বাঁশী রাধাগুণ গানে ও সেই কিশোর কিশোরীর যুগল পদের মধুর নূপুরগুঞ্জন শ্রবণে মত্ত থাকে; স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক্ সংসারের অন্য কোন পদার্থ স্পর্শ না করে, অহর্নিশি যেন সেই পদ্মাসনপূজিত রাধাকৃষ্ণের যুগল পদসেবায় পরম সুখ স্পর্শসুখানুভবে রত থাকে; ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা দুর্গন্ধময় সংসার-গন্ধ গ্রহণ না করে, সদা সর্ব্বদা যেন সেই জ্ঞানময় হরির শ্রীঅঙ্গের মকরন্দ গন্ধ আঘ্রাণে উন্মত্ত থাকে, আর অবশিষ্ট যে রসেন্দ্রিয় জিহ্বা, সে যেন বিস্বাদ সংসারাস্বাদ না বুঝে অবিরত রাধাকৃষ্ণ নাম সুধাস্বাদে প্রবৃত্ত থাকে। জীবনকুমার! এইরূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দমন ক'রে হরি সাধনার তৃতীয় কার্য্যটি সম্পন্ন কর্‌তে হয়।

অনুধ্বজ। মা অনাথ-জননি! এই নিরাশ্রয় অনাথ বালককে ব'লে দাও মা, হরি-সাধনার চতুর্থ কার্য্যটি কি?

বনদেবী। বৎস! চতুর্থ কার্য্যটি এই, কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ক'রে আত্মোৎসর্গ করা। যে সময় কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ক'রে তন্ময় হ'তে হয়, সেই সময়ের নাম সুদুর্লভ হরি-সাধন যোগ। এক্ষণে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ক'রে

আত্মোৎসর্গ ক'র্‌তে হয় কিরূপে, তাই একাগ্রচিত্তে শোন্; এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। দেখ বাপ্, চিৎশক্তিরূপিনী কুলকুণ্ডলিনী যিনি, তিনি নিয়তই তন্দ্রাভিভূতা, তিনি চৈতন্যরূপা সত্য; কিন্তু সতত নিজে হত-চেতনা-বিশিষ্ট, তা ব'লে কি কোন কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে, তা নয়। সেই কুলকুণ্ডলিনী. তিনিই ফণিনীরূপিণী, তিনিই চিৎশক্তিরূপিণী, তিনিই নিত্যানন্দময়ী আদ্যাশক্তি। তাঁকে জাগরিত কর্‌তে পার্‌লেই জীবে সিদ্ধ সাধনা হয়। বাপ! সেই মহামোহে বিমোহিতা মহামায়া কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত কর্‌তে হ'লে কি কর্‌তে হয়? না সেই সময় যুগল মন্ত্র উপাসনা যোগে মন-সমর্পণ কর্‌তে হয়। বৎস অনুধ্বজ! দীক্ষাগুরুর মন্ত্রদীক্ষা এই মহৎ সময়ে আবশ্যক হয়। যুগল মন্ত্র উপাসনা কর্‌তে কর্‌তেই ত্রৈলোক্যতারিণী নিত্য সত্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর ধীরে ধীরে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। পরে সম্যক্‌রূপে নিদ্রাঘোর অবসান হ'লে সেই ব্রহ্মময়ী পূর্ণব্রহ্মের সম্মিলন বাসনায় প্রথমে দ্বিদলে, পরে শতদলে, তৎপরে শীর সহস্রদলে উপনীত হন্। যখন কুলকুণ্ডলিনী সহস্রদলের সন্নিকট উপস্থিত হন্, তখন কর্‌তে হয় কি, না সেই সময় তন্ময় হ'তে হয়, কন্যা-জনক যেমন কন্যা সম্প্রদানকালে জামাতৃহস্তে নিজ কন্যাকে অর্পণ করেন ও যৌতুক স্বরূপ নানা ধনরত্ন অর্পণ করেন, তদ্রূপ হরিসাধক সেই সময় ব্রহ্মময়ী কুলকুণ্ডলিনীকে কন্যাস্থানীয়া জ্ঞানে স্বয়ং ব্রহ্মময়কে জামাতৃরূপে ভেবে তাঁর সেই করপদ্মে কুলকুণ্ডলিনীরূপিণী দুহিতাকে সমর্পণ করেন, আর কি ক'রে থাকেন, না যৌতুক দান করেন; কি যৌতুক দান কর্‌বেন, না দুটি অমূল্য রত্ন। সে রত্ন দুটি কি, না একটির নাম ভক্তিরত্ন, অপরটির নাম দেহরত্ন, এই যুগল রত্ন সেই যুগল রত্নকে যৌতুক দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে হয়। বৎস! হরি-সাধনার এই চতুর্থ কার্য্য বা সিদ্ধযোগ।

অনুধ্বজ। মা! মা! তার পর কি?

বনদেবী। বাপ্! তার পর পরমাত্মার সহিত আত্মিকার শুভ সম্মিলন হ'লে তাঁদের সেই যুগপৎ সুখে হরি-সাধকেরও দিব্য সুখ লাভ হয়, তখন হরিসাধক আপনার ছেড়ে হরির হ'য়ে সেই বরাঙ্গে মিলিত হওতঃ নির্ব্বাণ লাভ করে। বৎস! হরি-সাধনার এই পঞ্চবিধ কার্য্য সমাধা হ'লেই সেই পঞ্চবদনারাধ্য পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ নয়ন-পথের পথিক হন্ এবং ভক্ত ব'লে কোলে লন্ ও মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

অনুধ্বজ। ধন্য হ'লাম! ধন্য হ'লাম! জননী প্রণাম করি। (প্রণাম করণ)

বনদেবী। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, দুঃসাধ্য হরি-সাধনায় উত্তীর্ণ হ'য়ে অচিরাৎ সেই কৃপাময় হরির কৃপাবারি লাভ কর।

অনুধ্বজ। মা, দয়াময়ী জননী! দীন সন্তানের প্রতি তোমার অপার করুণা, এক্ষণে দয়া ক'রে আরও একটি কাজ কর মা!

বনদেবী। বল বাছাধন, কি কাজ কর্‌বো?

অনুধ্বজ। আমি তো তোমার কৃপায় হরি-সাধনার যাবতীয় শুভ অনুষ্ঠান ও পঞ্চবিধ কার্য্য সমস্তই জান্‌লেম, এক্ষণে দয়া ক'রে আমার দীক্ষাগুরু হও মা! আমি দীক্ষা গ্রহণ ক'রে মনের আনন্দে সেই সদানন্দপূজিত আনন্দময় হরির শ্রীপদচিন্তনে নিযুক্ত হই।

বনদেবী। বাবা! স্বীকার ক'র্‌লেম; এক্ষণে তুমিও আমার একটি কথা রাখ।

অনুধ্বজ। বল মা, শ্রীচরণের দাস অনুধ্বজকে যা অনুমতি কর্‌বে, তাই প্রতিপালন কর্‌বে।

বনদেবী। বাবা! তোমার চাঁদমুখটি শুষ্ক দেখে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হ'চ্ছে, ক'দিন কিছুই খাও নাই, মায়ের কথা রাখ, এস কিছু খাওয়াই।

অনুধ্বজ। মাগো! আমাকে খেতে বল্‌ছো বটে, কিন্তু জননী! আমার যে কিছু খেতে ইচ্ছা হয় না।

বনদেবী। কেন বাবা, তার কারণ কি?

অনুধ্বজ। মা! তার কারণ কি, আমার দুটি দুঃখিনী মা কাশীরাজ জয়-কেতুর কারাগারে অনাহারে অনশনে অতি কষ্টে দিনপাত ক'চ্ছেন, তাঁদের সেই সজল নয়ন ও মলিন মুখ মনে হ'লে আর আমার কোন কিছু খাদ্য দ্রব্য মুখে তুল্‌তে ইচ্ছা হয় না।

বনদেবী। বাবা! তোমার জননী দুটির অবস্থা স্মরণ ক'রে অন্তরে যে কষ্ট না পাচ্ছো, তোমার ঐ চাঁদমুখটি শুষ্ক দেখে যে ততোধিক কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে বাপ! তোমার বনদেবী মায়ের কথা রাখ, এসো—কিছু খাইয়ে দিই।

অনুধ্বজ। কি খাবো মা! কি খেতে দেবে?

আত্মোৎসর্গ ক'র্‌তে হয় কিরূপে, তাই একাগ্রচিত্তে শোন্; এইটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। দেখ বাপ্, চিৎশক্তিরূপিনী কুলকুণ্ডলিনী যিনি, তিনি নিয়তই তন্দ্রাভিভূতা, তিনি চৈতন্যরূপা সত্য; কিন্তু সতত নিজে হত-চেতনা-বিশিষ্ট, তা ব'লে কি কোন কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে, তা নয়। সেই কুলকুণ্ডলিনী তিনিই ফণিনীরূপিণী, তিনিই চিৎশক্তিরূপিণী, তিনিই নিত্যানন্দময়ী আদ্যাশক্তি। তাঁকে জাগরিত কর্‌তে পার্‌লেই জীবে সিদ্ধ সাধনা হয়। বাপ! সেই মহামোহে বিমোহিতা মহামায়া কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত কর্‌তে হ'লে কি কর্‌তে হয়? না সেই সময় যুগল মন্ত্র উপাসনা যোগে মন-সমর্পণ কর্‌তে হয়। বৎস অনুধ্বজ! দীক্ষাগুরুর মন্ত্রদীক্ষা এই মহৎ সময়ে আবশ্যক হয়। যুগল মন্ত্র উপাসনা কর্‌তে কর্‌তেই ত্রৈলোক্যতারিণী নিত্য সত্যরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর ধীরে ধীরে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। পরে সম্যক্‌রূপে নিদ্রাঘোর অবসান হ'লে সেই ব্রহ্মময়ী পূর্ণব্রহ্মের সম্মিলন বাসনায় প্রথমে দ্বিদলে, পরে শতদলে, তৎপরে শীঘ্র সহস্রদলে উপনীত হন্। যখন কুলকুণ্ডলিনী সহস্রদলের সন্নিকট উপস্থিত হন্, তখন কর্‌তে হয় কি, না সেই সময় তন্ময় হ'তে হয়, কন্যা-জনক যেমন কন্যা সম্প্রদানকালে জামাতৃহস্তে নিজ কন্যাকে অর্পণ করেন ও যৌতুক স্বরূপ নানা ধনরত্ন অর্পণ করেন, তদ্রূপ হরিসাধক সেই সময় ব্রহ্মময়ী কুলকুণ্ডলিনীকে কন্যাস্থানীয়া জ্ঞানে স্বয়ং ব্রহ্মময়কে জামাতৃরূপে ভেবে তাঁর সেই করপদ্মে কুলকুণ্ডলিনীরূপিণী দুহিতাকে সমর্পণ করেন, আর কি ক'রে থাকেন, না যৌতুক দান করেন; কি যৌতুক দান কর্‌বেন, না দুটি অমূল্য রত্ন। সে রত্ন দুটি কি, না একটির নাম ভক্তিরত্ন, অপরটির নাম দেহরত্ন, এই যুগল রত্ন সেই যুগল রত্নকে যৌতুক দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে হয়। বৎস! হরি-সাধনার এই চতুর্থ কার্য্য বা সিদ্ধযোগ।

অনুধ্বজ। মা! মা! তার পর কি?

বনদেবী। বাপ্! তার পর পরমাত্মার সহিত আত্মিকার শুভ সম্মিলন হ'লে তাঁদের সেই যুগপৎ সুখে হরি-সাধকেরও দিব্য সুখ লাভ হয়, তখন হরিসাধক আপনার ছেড়ে হরির হ'য়ে সেই বরাঙ্গে মিলিত হওতঃ নির্ব্বাণ লাভ করে। বৎস! হরি-সাধনার এই পঞ্চবিধ কার্য্য সমাধা হ'লেই সেই পঞ্চবদনারাধ্য পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ নয়ন-পথের পথিক হন্ এবং ভক্ত ব'লে কোলে লন্ ও মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

অনুধ্বজ। ধন্য হ'লাম! ধন্য হ'লাম! জননী প্রণাম করি। (প্রণাম করণ)

বনদেবী। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, দুঃসাধ্য হরি-সাধনায় উত্তীর্ণ হ'য়ে অচিরাৎ সেই কৃপাময় হরির কৃপাবারি লাভ কর।

অনুধ্বজ। মা, দয়াময়ী জননী! দীন সন্তানের প্রতি তোমার অপার করুণা, এক্ষণে দয়া ক'রে আরও একটি কাজ কর মা!

বনদেবী। বল বাছাধন, কি কাজ কর্‌বো?

অনুধ্বজ। আমি তো তোমার কৃপায় হরি-সাধনার যাবতীয় শুভ অনুষ্ঠান ও পঞ্চবিধ কার্য্য সমস্তই জান্‌লেম, এক্ষণে দয়া ক'রে আমার দীক্ষাগুরু হও মা! আমি দীক্ষা গ্রহণ ক'রে মনের আনন্দে সেই সদানন্দপূজিত আনন্দময় হরির শ্রীপদচিন্তনে নিযুক্ত হই।

বনদেবী। বাবা! স্বীকার ক'র্‌লেম; এক্ষণে তুমিও আমার একটি কথা রাখ।

অনুধ্বজ। বল মা, শ্রীচরণের দাস অনুধ্বজকে যা অনুমতি কর্‌বে, তাই প্রতিপালন কর্‌বে।

বনদেবী। বাবা! তোমার চাঁদমুখটি শুষ্ক দেখে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হ'চ্ছে, ক'দিন কিছুই খাও নাই, মায়ের কথা রাখ, এস কিছু খাওয়াই।

অনুধ্বজ। মাগো! আমাকে খেতে বল্‌ছো বটে, কিন্তু জননী! আমার যে কিছু খেতে ইচ্ছা হয় না।

বনদেবী। কেন বাবা, তার কারণ কি?

অনুধ্বজ। মা! তার কারণ কি, আমার দুটি দুঃখিনী মা কাশীরাজ জয়-কেতুর কারাগারে অনাহারে অনশনে অতি কষ্টে দিনপাত ক'চ্ছেন, তাঁদের সেই সজল নয়ন ও মলিন মুখ মনে হ'লে আর আমার কোন কিছু খাদ্য দ্রব্য মুখে তুল্‌তে ইচ্ছা হয় না।

বনদেবী। বাবা! তোমার জননী দুটির অবস্থা স্মরণ ক'রে অন্তরে যে কষ্ট না পাচ্ছো, তোমার ঐ চাঁদমুখটি শুষ্ক দেখে যে ততোধিক কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে বাপ! তোমার বনদেবী মায়ের কথা রাখ, এসো—কিছু খাইয়ে দিই।

অনুধ্বজ। কি খাবো মা! কি খেতে দেবে?

বনদেবী। বাপ্! এইবার আমায় লজ্জা দিলি। ওরে রাজকুমার, তুই যে বাপ রাজরাজেশ্বরের অমূল্য রত্ন—আদরের ধন। তোর যাঁরা জননী, তারাও যে বাপ রাজরাণী। অনুধ্বজ রে! তোর রাজরাজেশ্বর পিতা ও রাজরাজেশ্বরী মাতা নিত্য তোর বিধু-বদনে রাজভোগ অতি উপাদেয় খাদ্য ক্ষীর, সর, নবনী তুলে দিতেন, আমি দুর্ভাগিনী, কোন্ প্রাণে কেমনে সেই চন্দ্রাননে বনের কটু কষায় তিক্ত ফল তুলে দেব? না—না, তা পার্‌বো না। অনুধ্বজ রে! কিছু মনে করিস্‌নে বাপ, আর আমার তোকে খেতে দিতে ইচ্ছা নাই।

অনুধ্বজ। মা! কেন কাতর হও? তোমার অনুধ্বজ ছার রাজাসনে রাজনামে, রাজভবনে বা রাজভোগ ভক্ষণের আশা করে না। অনুধ্বজের আশা অনুধ্বজের প্রাণের সাধের আশা, কতদিনে পাপ লোকালয় ত্যজে ঘৃণিত রাজ্য মানব-রাজ্য ছেড়ে পুণ্যময় শান্তিধাম কানন রাজ্যে গমন কর্‌বো, কতদিনে হরি-প্রেমানুরাগিণী কানন-রাণীর প্রজা হ'য়ে থাক্‌বো, কতদিনে প্রতিবাসী বনচরগণের পবিত্র আত্মায় আত্মা মিশিয়ে পরমার্থ পথে মনোক্ষেপ কর্‌বো, কতদিনে শাখি-শাখে পাখীমুখে মধুর স্বরে রাধাকৃষ্ণ নাম গান শুন্‌বো, কতদিনে ফুলের হাসি দেখে হাস্‌বো, কাঁদ্‌বো, নাচবো, কতদিনে বনের ফলে বনের ফুলে, বনমালীর চরণ কমল পূজা কর্‌বো কতদিনে আমার আমার, ভ্রমের ভার ফেলে দিয়ে বনবিহারীর পদরেণু আশে বনের পথে গড়াগড়ি দেব, এই প্রেমের তুফাণ অনুধ্বজের হৃদয়-নদীতে প্রবল বেগে প্রবাহিত। মা! মা! আমি যে তোর প্রজা, আমি যে আজ হ'তে বনচর! বল বল মা! বনচরের তরে বনের ফল কেন উপাদেয় না হবে! দে মা, ফল দে, আমি মনের আনন্দে ভক্ষণ করি।

গীত।—তাল কাওয়ালী।

দে মাগো বনফল আমারে।
আমি বলি গো তোরে॥
বনফল ভক্ষণে বড় যে আনন্দ,
বনফলে তৃপ্ত দেব শ্রীগোবিন্দ,
সে ফল নহে মা মন্দ;—

এই বনফলে, মোক্ষফল ফলে,
যদি ফল দেয় তুলে শ্রীহরি করে।
আমি দীন হীন কোথা পাব ফল,
যে ফলে তুষ্ট হন্ সে নীলকমল,
আমায় দে মা সেই ফল,
যে ফলে সুফল,
চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে ত্রিলোক-ভিতরে॥

বনদেবী। এসো বাপ্, চাঁদমুখে ফল তুলে দিই। (বনদেবী কর্ত্তৃক অনুধ্বজের মুখে ফল দেওন।)

(বন-বালাগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।—তাল একতালা।

একি মা একি, একি গো দেখি, এ আবার কি, কেমন লীলা।
কার মুখে বল, তুলে দিস্ ফল, বল বল বল, হ'য়ে উতলা॥
কার গো কুমার, হবে কি কুমার, কুমার সম হেরি মূরতি,
মরি মরি মরি, মধুর মাধুরি, বিভূতি ঢাকা যেন গো জ্যোতি,
সামান্য তো নয়, মরমেতে লয়, হয় বুঝি হরি ভকত-বালা।
আজি হ'তে হায় দাঁড়াব কোথায়, আরতো মোদের নাহিক কেউ,
পেয়েছিস্ ধন, ফেলে কি ও ধন, এ ধনে মম সঁপে গো মা হায়,
দুঃখেতে মরিব, জীবন ত্যজিব, ছাড় গো মা ছাড় গো ছলা॥

বনদেবী মা আমার সব, দেখ দেখি চেয়ে,
মিলেছে কেমন ভাইটি তোদের।

অনুধ্বজ। কে—মা ওরা?

বনদেবী। বনের বালা ওরা প্রাণধন,

বনবালা কয় সকলে,
মনোসুখে রয় আমার কোলে,
সাজাই ওদের বনের ফুলে।

অনুধ্বজ। আহা—মাগো!
ওরাই ধন্য ভুবন মাঝে।
ভাল মা, হরিভক্তি জানে কি উহারা?

বনদেবী। হরিভক্তি কেমন প্রকার,
তাহা বাছা নাহি জানে,
বনের কুসুম করিয়ে চয়ন,
উদ্দেশে দেয় সে চরণে।

অনুধ্বজ। নমি মাগো ওদের পায়,
বালিকা বয়সে ওরাও যতনে,
পূজা করে মা ঘনশ্যামে।
আমি জ্ঞানহীন অধম পাতকী,
শৈশব জীবন মোর,
গেল চলি বৃথা কাজে।
দাও মাগো দীক্ষা দান,
পাই স্থান যেন গো সে পায়।

বনদেবী। বাবা!
তোর সম হরিভক্ত জগতে না রবে
ভক্তিডোরে বাঁধা রবে,
আয় এবে ল'য়ে যাই গৃহে,
কল্য স্নান দান করি শুভক্ষণে,
দীক্ষাদানে বসাইব হরির ধেয়ানে।
(অনুধ্বজকে ক্রোড়ে গ্রহণ)
আয় বাছা সব।

[সকলের প্রস্থান

২য় গর্ভাঙ্ক।

যমপুরী।

সিংহাসনে যম উপবিষ্ট, পার্শ্বে চিত্রগুপ্ত।

যম। ওহে চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত। ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা করুন্।

যম। দেখ, অদ্য রজনীতে একটি বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে—কিরূপ স্বপ্ন ধর্ম্মরাজ?

যম। দেখ্‌লেম কি।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে।

যম। মা মহামায়া যেন যমপুরীতে উপনীত।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে হাঁ হাঁ—আস্‌তে পারেন, আস্‌তে পারেন।

যম। আহা মরি মরি, কি অপরূপ রূপ-মাধুরী! আমি ত্রস্ত হ'য়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বিশ্বমাতার যেন শ্রীচরণ পূজা কর্‌লেম।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে, তার পর, তার পর?

যম। তার পর অনাথপালিনী হেমবরণী শিবজায়া আমার প্রতি অতি হৃষ্টমতি হ'য়ে কোন একটি বিষয় প্রার্থনা কল্লেন। সে বিষয়টি কি—তা বেশ স্মরণ হয় না।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে, তা নেই-নেই—তার পর, তার পর?

যম। তৎপরে তাঁর সেই প্রার্থিত বিষয়ে আমি যেন অস্বীকৃত হ'লেম।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে, তা বেশ বেশ,—তার পর, তার পর?

যম। পরে দনুজদলনী সমর-রঙ্গিণী অভয়া যেন একটু অসন্তুষ্টা হ'য়ে আমায় ব'ল্লেন, যম! আমার কথা অন্যথা, যার কথা বিধি বিষ্ণু শিব অন্যথা কর্‌তে সমর্থ নন, তার কথা অন্যথা। এখনও ক্ষমা কর্‌ছি সাবধান হও।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে—তার পর, তার পর?

যম। তৎপরে ভবানীবাক্যে আমি যেন একটু ভীত হ'লেম। কতক্ষণ কি

ভাবলেম, তেবে চিন্তে যেন শুভঙ্করীকে সগর্ব্বে বল্লেম, তারিণি! তোমার অসঙ্গত আশা পূর্ণ কর্‌তে যম নিতান্ত অনিচ্ছুক।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে,—খুব বলেছেন। তার পর, তার পর?

যম। অহো! তৎপরেই লোমহর্ষণ কাণ্ড।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে—বটে বটে। তার পর, তার পর?

যম। ওহে চিত্রগুপ্ত! তৎপরে বল্‌বো কি;—

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে,—বল্‌বেন বৈ কি। তার পর, তার পর?

যম। অকস্মাৎ মহিষমর্দ্দিনী বিভীষণা চামুণ্ডা বিভীষণা মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন, দুই চক্ষু হ'তে অনর্গত যেন ঘোর কালানল নির্গত হ'তে লাগ্‌লো, ক্রোধ গম্ভীর-স্বরে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করতঃ কৃতান্ত পুরীকে স্তম্ভিত ক'রে তুল্লেন, আমি সেই বিকটমূর্ত্তি ও বিকট চীৎকার শুনে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লেম।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে,—তার পর, তার পর?

যম। তৎপরে আর কিছুই জানিনে, নিদ্রান্তে উত্থিত হয়ে দেখি, কক্ষমধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত ছিলাম। হায়, হায়। অদৃষ্টে যে কি দুর্ঘটন ঘট্‌বে তা বল্‌তে পারিনে।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে,—চিন্তা কর্‌বেন না। হয় ভাল, নয় মন্দ, নয় কিছুই নয়,—এ তিন্‌টের যা হ'ক্ একটা ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। আমার এ নিশ্চয় কথা।

যম। হাঁ,—তুমি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি কি না?

চিত্রগুপ্ত। তা বটেতো, নইলেই বা যমরাজের দাওয়ানগিরি পদ পাব কেন।

যম। ভাল, তুমি এখন নিজের কাজ দেখ।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে,—আজকের কাজ আজকে এক প্রকার শেষ. কেবল দুটো আসামী এলেই হুজুরের কাছে তাদের দণ্ড ধার্য্য করিয়ে দপ্তর গুটাই। ঐ যে বাঁশীও বেজেছে, তবে আর দেরি নাই।

(একজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষকে বন্ধন করিয়া লইয়া যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রথম যমদূত। হুজুর! আপনার হুকুমে এই দুজনকে ল'য়ে এলাম, এখন যা হুকুম। (উভয়ের প্রণাম করণ।)

যম। চিত্রগুপ্ত! এদের দোষ গুণ জিজ্ঞাসা কর।

চিত্রগুপ্ত। যে আজ্ঞে,—বলি ওহে বাপু, তোমার নাম কি?

খুদিরাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে, আমার নাম খুদিরাম চাটুর্য্যে।

চিত্রগুপ্ত। আচ্ছা,—তোমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করি সব ঠিক্ ঠিক্ ব'লো—বল্‌বে তো?

খুদিরাম। অজ্ঞে—আজ্ঞে, তা বল্‌বো।

চিত্রগুপ্ত। দেখো বাপু, মিথ্যে বলোনা, মিথ্যে বল্লেই ধরা পড়বে! দেখ্‌চোতো যম-দণ্ডের চেহারাখানা, হাতে বহরে প্রায় পঞ্চাশ হাত। বল, সংসারে তোমার পেশা ছিল কি?

খুদিরাম। আজ্ঞে,—আমার পেশা ছিল তেজারতি আর জমীদারি।

চিত্রগুপ্ত। (স্বগতঃ) হুঁ—তবে তো দেখ্‌ছি বেটা একটা গোটা পুণ্যবান, বেটার আগা গোড়া পাপে ভরা, যে বেটারা পরিচয় দেয় আমরা সংসারে তেজারতি আর জমীদারি কর্‌তেম, সে বেটাদের যদি দিব্বি গাল্‌তে একটু ধর্ম্মভয় থাকে, বেটারা যেন সেথানে এক একজন দ্বিতীয় যম, তাদের আর পাপ পুণ্যের বিচার আচার নাই, পাপই সব—তার আর বিচার আচার কি হবে, একবারে আজন্মকাল তাদের বিষ্ঠাকুণ্ডে বাস, ধর্ম্মরাজ এই রকম হুকুম দিয়া থাকেন, তবে ও বেটার যে এখনও কিছু ব্যবস্থা হ'চ্ছেনা এটেই আশ্চর্য্য?

যম। কিহে চিত্রগুপ্ত ভাব্‌চো কি?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে,—আপনার কিছু অভাব দেখ্‌ছি তাই মনে মনে ভাব্‌ছি।

যম। কিহে—আমার কি অভাব দেখ্‌লে?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে,—অভাব বৈকি, খুদিরাম চাটুর্য্যে সংসারে জমীদারি আর তেজারতি ক'রে এসে এখনও পর্য্যন্ত সে হুজুরের চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—এইটেই কেমন কেমন ঠেক্‌ছে যে।

যম। ওহে, পাপীষ্ঠ জমীদারগণের জন্য আমি যে বিষ্ঠাকুণ্ড নামে স্বতন্ত্র একটি নরক সৃজন করিয়েছি, সে নরকেও ও পাপমতি ব্রাহ্মণের স্থান হবে না, ওকে আরও কিছু গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তে হবে। এক্ষণে তুমি ওর কার্য্যকলাপের পরিচয় লও।

চিত্রগুপ্ত। যে আজ্ঞে,—ধর্ম্মাবতার! তবে কি জমীদার খুদিরাম চাটুর্য্যে, জমীদার বেটাদের চেয়েও কিছু পাপের রকমারি গোছ বাড়িয়েছে না কি?

যম। হাঁ! বাড়িয়েছে, নইলে তো পাপাবতারের—জমীদারগণের বাসস্থান বিষ্ঠাময় নরকে এতক্ষণ বাসস্থান নির্ণীত হ'য়ে যেতো। তুমি ওর সুকর্ম্ম কুকর্ম্মাদি জিজ্ঞাসা কর না।

চিত্রগুপ্ত। যে আজ্ঞে,—বলি ওহে বাপু খুদিরাম চাটুর্য্যে, নাও দেখি সত্য-পাঠ পড়। বল, ধর্ম্মরাজপুরে স্বয়ং ধর্ম্মরাজের গোচরে যা যা জিজ্ঞাসা করবেন, সমস্তই সত্য বল্‌বো।

খুদিরাম। আজ্ঞে বল্লাম।

চিত্রগুপ্ত। কৈ—শুন্‌তে পাওয়া গেল না তো?

খুদিরাম। আজ্ঞে—মনে মনে বলেছি।

চিত্রগুপ্ত। বাঃ—খুব লোকতো তুমি হে! উচ্চৈঃস্বরে বেশ পরিষ্কার ক'রে সত্যপাঠ পড়। একি বাবা সংসারের একটা মুন্সেফী আদালত পেয়েছ যে, জমীদার ব'লে খাতির হবে, মনে মনে সত্যপাঠ পড়লেই মঞ্জুর হবে, তা হবে না, বল জোরে বল।

যম। আঃ—ও কথার জন্য অত জুলুম কেন। আমি তো সমস্তই জান্‌তে পেরেছি ও বলেছে কি না বলেছে। এখন কাজের কথা যা তাই জিজ্ঞাসা কর।

চিত্রগুপ্ত। ওহে বাপু খুদিরাম চাটুর্য্যে, বল তবে সংসারে কি কি পুণ্যকাজ ক'রে এলে, আর কি কি পাপ কাজই বা ক'রে এলে।

খুদিরাম। আজ্ঞে, তবে একদিক্ হ'তেই আরম্ভ করি।

চিত্রগুপ্ত। হাঁ—হাঁ! যতদূর পুণ্যকাজ করেছ তারই চরমসীমা পর্য্যন্ত বল।

খুদিরাম। প্রথমেই বৃন্দাবনে যাই, সেখানে গিয়ে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপনা ক'রে যথাসাধ্য ভোগের ব্যবস্থা ক'রে দিই, আর একটি অতিথিশালা প্রস্তুত করাই।

চিত্রগুপ্ত। অতিথিশালা কোথা, সেও কি সেই বৃন্দাবনে?

খুদিরাম। আজ্ঞে হাঁ।

চিত্রগুপ্ত। উহুঁ—কথাগুলো কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, বেশতো মনে নিচ্ছে না।

খুদিরাম। আজ্ঞে—ধর্ম্মরাজ অন্তর্য্যামি, উনি সবই জান্‌ছেন সত্য বল্‌ছি কি মিথ্যা বল্‌ছি।

চিত্রগুপ্ত। আচ্ছা—আচ্ছা, তার পর আর কি কি পুণ্যকাজ ক'রেছ বল।

খুদিরাম। দ্বিতীয় কার্য্য, দুরন্ত যবনের করাল কর হ'তে কুলীন ব্রাহ্মণ-মহিলার সতীত্ব রক্ষা ক'রেছি।

চিত্রগুপ্ত। ভাল—জিজ্ঞাসা করি, যবন-কর হ'তে যে বাপু দ্বিজ-রমণীর সতীত্ব রক্ষা ক'রেছিলে, সে কি অতি কষ্টে,—না সহজ উপায়ে?

খুদিরাম। আজ্ঞে না সহজ উপায়ে নয়, অতি কষ্টে,—এমন কি আমার তাতে নিজের প্রাণ নষ্ট হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। ধর্ম্মরাজ জানেন কিরূপ দুর্ঘট ঘটনা।

চিত্রগুপ্ত। আচ্ছা, তার পর কি বল।

খুদিরাম। তৃতীয় কার্য্য—ব্রাহ্মণবর্গকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি অর্পণ করেছি এবং দৈন্যের অন্নাভাব দূরীকরণার্থ অন্নক্ষেত্র স্থাপিত ক'রেছি, মিথ্যা কথা নয়, সত্যবদ্ধ ধর্ম্মরাজ তা জানেন।

চিত্রগুপ্ত। ভাল,—তার পর।

খুদিরাম। চতুর্থ কার্য্য—মানবগণের অজ্ঞান আঁধার ঘুচাবার জন্য শতাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। অসত্য কি সত্য ধর্ম্মরাজ জানেন।

চিত্রগুপ্ত। তাইতো হে, জমীদার হ'য়ে তুমি এতদূর পুণ্যকাজ করেছ, তাইতো—তাইতো—এঁ্যা!

যম। মিথ্যা কথা নয়, বাস্তবিকই ও অসংখ্য পুণ্যকাজ করেছে, জমীদারগণের যে পথে মতি গতি পরিচালিত হবার নয়, ওর মন সেই পুণ্যপথে পরিচালিত হ'য়েছিল এটি ঠিক কথা।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে বটে। বল হে বাপু! তার পর কি বল?

যম। না হে আর ওর পুণ্যকার্য্যের সংবাদ লওয়ার আবশ্যক নাই, কি কি পাপকাজ ক'রেছে এইবার তারই তত্ত্ব লও।

চিত্রগুপ্ত। যে আজ্ঞে। বল হে বাপু, এইবার সংসারে কি কি পাপকার্য্য ক'রেছ তারই পরিচয় দাও দেখি।

খুদিরাম। (নিরুত্তর)।

চিত্রগুপ্ত। চুপ ক'রে রৈলে যে,—পুণ্যের কথা বল্‌তে তো একটু মুখে বাধলো না, তুবড়ির ফুলের মত ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝরতে লাগ্‌লো, আর পাপের বেলায় মুখটি কুঁচকে গেল কেন, বল কি কি পাপকাজ ক'রেছ?

খুদিরাম। আজ্ঞে,—কি কি যে পাপকাজ ক'রেছি তা কিছুই মনে হয় না।

চিত্রগুপ্ত। ওঃ—তা হ'লে তুমি পাপকাজ কিছুই কর নি বল? শুনুন ধর্ম্মরাজ! খুদিরাম চাটুর্য্যে কিছুই পাপকাজ করেনি বল্‌ছে।

১ম দূত। গুপ্ত মশায় আপনি যেমন, ও বেটার মত অমন ঘোর পাপী কি সংসারে ছিল, বেটা নিজের শাশুড়ীকে নিয়ে এতকাল ঘর— ঘর-কন্না কচ্ছিলো? যে দিন মর্‌বে গো মর্‌বে, আমরা যে রাত্তিরে বেটাকে আন্‌তে গেছি, ও মশায় যেয়ে দেখি না, বেটা করেছে কি তুল্‌সীর মালা না এঁটে ছাপরখাটে প'ড়ে আল্‌বোলায় তামাক টান্‌ছে, বেটা যেন কত গোঁড়া বৈষ্ণব, ও মশায় তা বাদে খানিক রেতে ওর পরিবার সেই ঘরে এলো, সে এসে ওকে বল্লে, হেঁগা কর্ত্তা! তোমার যে একটা বদনাম উঠেছে—তার কি বল দেখি, মাকে না হয় আপনার ঘরে পাঠিয়ে দাও। বুড়ো মানুষ, তার এ কেলেঙ্কারী। ছি, ছি, এ সব ভাল নয়, আমারি শুনে কত ঘেন্না হ'চ্চে, কাল সকালে মা আপনার ঘরে যাক্, কি বল? ও মশায় ঐ কথা না শুনে ঐ পাজি বেটা ব'ল্লে কি, কার কথায় কি হবে। আপনার মন চাঙ্গা তো কেটোয় গঙ্গা, মা আর শাশুড়ী কি আলাদা। যাও যাও—তুমি ছেলেদের নিয়ে আলাদা ঘরে শোওগে, আমিও শুয়ে পড়ি, রাত্তির অনেক হ'য়েছে। ওর পরিবার সে মশায় সাদা সিদে মানুষ, সে তো চ'লে গেল। ও মশায় তা বাদে দেখি না রাত্তির যখন সাঁ সাঁ ক'চ্ছে, তখন একটা মাগী ঘরে ঢুক্‌লো। সে ঐ মাগী মশায়, ঐ পাপী বেটার পাজি বেটি শাশুড়ী মাগী, বেটি চোঁ ক'রে ঘরে না ঢুকে জামায়ের সঙ্গে হদ্দ চূড়ান্ত রসিকতা যুড়ে দিলে। ও মশায় বল্‌বো কি গো বল্‌বো কি, হাসির বা কি ঢং, মাগীর ছড়া কাটারি বা কি তারিপ। তা বাদে ঐ ঙ-বেটা বেটিকেই একবারে আন্‌তে ব'লে দিয়েছিলে, আমরাও দেখনু, এত তো যো ব'য়ে যায়, একঘরে দুজনকে পেয়েছি, অমনি ওদের সেই আমোদের মাতায়, মাথায় ছাত ভেঙ্গে ফেলে দিনু, আমাদের কাজ সাবাড় হ'লো।

চিত্রগুপ্ত। এঁা! বলিস্ কি? ওরে বেটা পাজি! তুমি এই পুণ্যবান্, এই তোমার ধর্ম্ম-কাজ? ধর্ম্মরাজ! এ দুজনার কিরূপ শাস্তি বিধান উচিত?

যম। ওহে! ওদের অন্য শাস্তি দেওয়া নয়, ওদের এই শাস্তি দিতে হবে যেন ওরা উভয়ের দ্বারায় উভয়ে অপার যন্ত্রণা পায়। অর্থাৎ ঐ পিশাচ কামুককে

ঐ পিশাচী কামুকী তীক্ষ্ণতর অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত কর্‌বে এবং ঐ কামুকী দুশ্চারিণীকে ঐ কামুক দুর্ব্বৃত্ত অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত কর্‌বে, এইরূপ উভয়ের আঘাতে উভয়ে সংসারে যে পাপবৃত্তিকে সুখকর ব'লে জ্ঞান ক'রেছিলো তারই সম্পূর্ণ প্রতিফল উভয়ে উভয় কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হবে।

চিত্রগুপ্ত। যে আজ্ঞা, অতি সুক্ষ্ম বিচার হ'য়েছে, তবে আর বিলম্ব কি জন্য, দূতগণ ল'য়ে যাক্ না।

যম। হাঁ! এই দণ্ডেই ল'য়ে যাক্।

খুদিরাম। (সকাতরে) দোহাই—দোহাই ধর্ম্মরাজ! রক্ষা করুন্, অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।

চিত্রগুপ্ত। আরে বাপু, অমনতর পুণ্যাহ কাজ ক'রে এক কাজেই সব মাটি ক'রেছ?

যম। দূতগণ! কেন বিলম্ব কর্‌ছিস্, পাপী পাপীনীকে ল'য়ে গিয়ে আমার আদেশমত দণ্ড প্রদান কর্‌গে, যা—শীঘ্র ল'য়ে যা।

প্রথম দূত। যে আজ্ঞে। (উভয়কে লইয়া উভয় দূতের প্রস্থান।)

যম। ওঃ—কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! জীবগণের মতিগতি পাপপথেই ধাবিত। হায়রে অবোধ জীবগণ! তোরা সংসার যাত্রাকালে কি ব'লে যাস্? জননী-জঠরেই বা কি ভাবে থাকিস এবং তখন বলিস্‌ই বা কি, বল দেখি অবোধগণ! বল দেখি একবার, তোরা কি তখন ব'লে যাস্ যে, মায়াময় সংসারে আমাদের আসক্তি জন্মাবে,—সংসারে অকার্য্য কুকার্য্য প্রভৃতি আমাদের অঙ্গের ভূষণ হবে। কৈ? তাতো কিছু ব'লে যাস্ না, তখন সদর্পে সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'লে যাস্, ধর্ম্মপথে চল্‌বো আর হরিনাম পথের সম্বল কর্‌বো। শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে সেই পরকালের প্রথম ধন হরিনাম কদাচন ভুল্‌বো না। কিন্তু রে অসার-প্রতিজ্ঞ অবিবেকিগণ! তোদের সেই দর্পপূর্ণ প্রতিজ্ঞা কথা যে জননী-জঠরচ্যুত হ'লেই লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যায়। ভূমিষ্ঠ-কালীন মহামায়ার প্রথম আক্রমণেই যে অবসন্ন হ'য়ে পড়িস্। আর তোদের কোথায় বা হরিনাম কোথায় বা ধর্ম্মপথে পর্য্যটন, আত্মতত্ত্ব বিস্মৃতি-জলে বিসর্জ্জন দিয়ে অনর্থ-পথে পদ চালনা কর্‌তে থাকিস্, ওরে ভ্রমান্ধ জ্ঞানান্ধ জীবকুল! যমালয়ে এসে এখন আকুল হ'লে কি ফল হবে, স্বেচ্ছায় সুধাময় ফল ফেলে বিষফল ভক্ষণ ক'রে যন্ত্রণায় কাতর হ'লে আর

সে যন্ত্রণা কে নিবারণ কর্‌বে বল। এখনও বোঝ, এখনও জ্ঞানের পথে মন-পথিককে গমন কর্‌তে পরামর্শ দে, আজ যম তোদের যম-যন্ত্রণা হ'তে অব্যাহতি পেতে বার বার মুহুর্মুহু অতি উচ্চকণ্ঠে সদুপোদেশ দিচ্ছে, জীবগণ! প্রাণীবর্গ, আর তোমরা অনিত্য সংসারের অনিত্য কামনা ভাবনায় উন্মত্ত থেকো না, সকলে মিলে সেই নিত্যময়ের সত্যময় নামে ও দুর্লভ চরণ পূজনে নিত্য নিত্য মনকে নিযুক্ত কর।

গীত।—তাল আড়া।

শুনরে আমার কথা ওরে জীবগণ।
যমদণ্ড এড়াইতে যদি সবার মন॥
অনিত্য সংসার মাঝে, অনিত্য কাজেতে মজে,
নিত্যকার্য্য হায়রে ত্যজে, ক'রোনা অনিত্য অর্জ্জন।
শান্ত দান্ত সখ্য মধুর বাৎসল্যাদি ভাব,
সে ভাবের ভাবুক যে জন তার প্রতি অভাব;—
ভবারাধ্য ভগবানে, মন দাও তাঁর চরণে,
শান্তি পাবি মনে প্রাণে, এড়াবি রে কালের শাসন॥

চিত্রগুপ্ত। মহারাজ! মহারাজ! দেখুন, দেখুন, আলুথালুবেশে এলো-কেশে—কে একজন রমণী এদিকে আস্‌ছে দেখুন্।

যম। তাইতো, এলোকেশে এলোবেশেই তো বটে। ওহে চিত্রগুপ্ত! ও রমণী কার রমণী। কোন ধনী, কোথায় নিবাস-ভূমি, কে উনি কিছু চিন্‌তে পার্‌ছো।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে—আসার ভাব, চোখের [illegible] মুখের ঢং, পায়ের রং এ দেখে বোধ হ'চ্ছে হ'চ্ছে, ঐ যা—ভুলে গেছি। মহারাজ! ওকে আর চিন্‌তে হবে কেন, ও বেটি বাগ্‌দিনী, একটা গোটা বাগ্‌দীর পত্নী।

যম। দুর্ পাগল।

চিত্রগুপ্ত। বেশ্, আমি পাগল, আমি কি ওরে চিনিনে। আমি ওর হাট হদ্দ জানি, ও সেই ভবা বাগ্‌দীর পরিবার। বাবা! ওদের যে আবার একটা

মাছ ধরা বড় জাল আছে মহারাজ! বল্‌বো কি তাতে চিংড়ি হ'তে মায় রুই কাৎলাটি পর্য্যন্ত একবারে সো পাট প'ড়ে যায়।

যম। কি বল হে! যা না তা একটা বল্লেই হ'লো, ঐ দেখ রমণী ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হ'চ্ছে—ভালরূপে দেখ, পরে চিনে আমায় বল।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে,—আমি যা চেন্‌বার চিনেছি, যা বল্‌বার ব'লেছি, এখন আপনি চিনুন, আমায় চিনিয়ে দিন্।

(ভগবতীর দূরে প্রবেশ।)

যম। (সবিস্ময়ে) ওকি! ওহে চিত্রগুপ্ত! উনি যে এলোকেশী দিগ্বসনা রণ-রঙ্গিণী শ্যামা মা! উনি যে ভব-গৃহিণী, নগনন্দিনী, পুণ্যরূপিণী অন্নদা! এস এস, শীঘ্র এস, অগ্র হ'য়ে বিশ্বমাতা দক্ষসুতাকে আনয়ন করি। (অগ্রসর হওতঃ) জননি! আসুন আসুন, আজ আমার পিতৃলোকের পুণ্যবলে গৃহে ব'সে বিধি বিষ্ণু পূজিত অমল কমল চরণ দর্শন পেলাম। জগদম্বে। অতি অজ্ঞান মূঢ় সন্তান যম আপনাকে প্রণাম ক'চ্ছে। কৃপাময়ি! কৃপা কটাক্ষপাতে কৃতার্থ করুন্।

ভগবতী। বৎস কৃতান্ত! তুমি পরম হরিভক্ত, হরিপদে তোমার মতি গতি বাঁধা থাকুক এই আশীর্ব্বাদ করছি।

যম। মা পতিতোদ্ধারিণি! যদি মা আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণের সঞ্চিত পুণ্য থাকার কারণে এই অতি পাতকী কৃতান্তের পাপপুরীতে পদার্পণ করেছেন, দয়াময়ী তবে দয়া ক'রে এই অকিঞ্চিৎকর রত্নাসনে উপবেশন করুন, আমি পাদ্য অর্ঘ্যদানে নিত্যময়ী সত্যসনাতনী আপনার ঐ অলক্ত-মাখা লোহিত পদ-দুখানিকে বক্ষে ধ'রে পূজা করি।

ভগবতী। কৃতান্ত! আমি বড় ব্যস্ত আছি, অসার পূজা অর্চ্চনার প্রয়োজন করে না, তোমার এই আদর অভ্যর্থনাতেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হ'য়েছি, বোধ হয় তোমা কর্ত্তৃক ভবানীর হৃদয় আরও পরিতুষ্ট হবে।

যম। কিরূপ কথা মা, ও কথার অর্থ কি?

ভগবতী। দেখ যমরাজ! তুমি বোধ হয় জান, ভক্ত আমাদের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের নিধি—অমূল্য ধন, ভক্তের জন্য আমরা না করতে পারি এমন কোন কার্য্যই নাই।

যম। ওমা ভক্ত-মনরঞ্জিকে! তার সন্দেহ কি মা, ভক্ত আপনাদের প্রাণ হ'তেও প্রিয় তা কে না জানে।

ভগবতী। বৎস! আমি সে প্রাণ হ'তেও প্রিয় ভক্ত-ভক্তার দায়ে প'ড়ে তোমার নিকট এসেছি। ভবানীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রবিনন্দন যম, পার্ব্বতীর কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবে?

চিত্রগুপ্ত। (স্বগতঃ) হুঁ—স্বপ্নটা দেখ্ছি হাতে হাতে বা ফলে। তাইতো —দিনটে আজকের বড়ই অশুভ দেখছি, কি হ'তে কি হয়, শেষটায় কি দাঁড়ায়। ত্রাহি ত্রাহি দোহাই মা দুর্গে, দেখো মা গরিবের প্রতি যেন নজর না পড়ে।

ভগবতী। যম, তুমি যে আমার কথার কোন উত্তর দিলে না?

যম। ওমা বিশ্বারাধ্যে! আপনার আশ্চর্য্য কথা শুনে আমার মনে অভাবনীয় ভাবনার উদয় হ'য়েছে। হাঁমা! এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যম আপনার কি অনুরোধ রক্ষা করতে সমর্থ হবে মা?

ভগবতী। সমর্থ না হ'লেই বা অনুরোধ রক্ষা করতে অনুরোধই বা করবো কেন?

যম। কৃপাময়ি! তবে এ দাসকে কি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে আজ্ঞা করুন্।

ভগবতী। সত্যপাশে অগ্রে আবদ্ধ হও।

যম। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! হৃদয় যে কেঁপে উঠছে, কি করি, কি বিপদে পড়বো তারতো কিছু স্থিরতা নাই, স্বপ্ন-ঘটনা সত্যই কি সঙ্ঘটিত হবে? হবে বৈ কি, সূত্রপাত দেখেই তো বেশ হৃদয়ঙ্গম হ'চ্ছে, কি উপায়। (চিন্তা করণ।)

ভগবতী। ওকি! কৃতান্ত, তুমি নত-মস্তক হ'লে, ছি, ছি, ধিক্, ধিক্, ওহে সূর্য্যপুত্র! তোমার এতদুর হীন প্রাণ, তুমি এতদূর নীচ-বংশোদ্ভব? না—না তাই বা কিরূপে, অঙ্গপতি কর্ণ সেওতো ওই বংশোদ্ভব ছিল, যমও সূর্য্যপুত্র কর্ণও সূর্য্যপুত্র। ওহে যম! এক পিতার পুত্র হ'য়ে তোমার এতদূর স্খলিত স্বভাব কেন হ'লো? একবার তোমার কনিষ্ঠ সেই সত্যনিষ্ঠ কর্ণের ক্রিয়া কলাপ স্মরণ ক'রে দেখ দেখি। ওহে সর্ব্বান্তক! সে যে, দ্বিজরূপী শ্রীহরির অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে আপন পুত্রের মস্তক আপন হস্তে হাসতে হাসতে ছেদন ক'রেছিল। ওহে হীনমতি কৃতান্ত! তুমি যে সেই কর্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তবে

কেন প্রার্থীর অনুরোধ রক্ষা বিষয়ে অমনযোগী হও, তবে কেন প্রার্থীর প্রার্থনা ভয়ে ভীত হ'য়ে অধোবদনে রও। ওহে কাল! তোমারি অনুজ নয় সত্যসন্ধ কর্ণ, যে জন ইন্দ্রের অনুরোধ রক্ষার্থে নিজ শরীর ভেদ করতঃ অঙ্গ-কবচ উত্তোলন করেছিল। ওহে যম! সেই আত্মত্যাগী ধর্ম্ম-প্রাণ কর্ণের যে তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই। একবার দেখ কৃতান্ত দেখ, কনিষ্ঠ ভাইয়ের গুণ সমষ্টির সঙ্গে নিজ গুণ-সমষ্টির তুলনা ক'রে দেখ। ওহে মৃত্যুপতি! দাতাকর্ণের জ্যেষ্ঠ হ'য়ে একি আচরণ।

যম। ক্ষেমঙ্করি, ক্ষেমঙ্করি! পদে ধরি, ক্ষমা দিন্ মা ক্ষমা দিন্। অধীনের গত অপরাধ মার্জ্জনা করুন্, আমি জ্ঞানহীন, জ্ঞানময়ী এইবার বেশ জ্ঞানোদয় হ'য়েছে, বলুন্ বলুন, মা, এ অকৃতি যম আপনার কি অনুরোধ রক্ষা কর্‌বে?

ভগবতী। প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হও।

যম। ও মা সুর-আরাধিকে সুরেন্দ্রপালিকে! আপনি যখন স্বয়ং সম্মুখে রয়েছেন, তখন আবার প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হবার কারণ কি মা? ভাল দীন-দয়াময়ি! আমি প্রতিজ্ঞাপাশেই বদ্ধ হ'লেম, বলুন্ আপনার কি আজ্ঞা প্রতি-পালন কর্‌বো।

ভগবতী। কৃতান্ত শোন তবে, অযোধ্যাপতি বিজয়কেতুর প্রেত-আত্মা আমায় অর্পণ কর, আমি বিজয়কেতুর পুনর্জ্জীবন দান কর্‌বো।

যম। কি সর্ব্বনাশ! ওমা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী! এ যে অতি অসম্ভব কামনা মা? যমের দ্বারায় তো এ কার্য্য সাধিত হবে না।

ভগবতী। কি দুরাত্মন্! যমের দ্বারায় সে কার্য্য সাধিত হবে না?

চিত্রগুপ্ত। (স্বগতঃ) এই রে বাবা! স্বপ্নটা বুঝি বা হাড়ে হাড়ে ফলে।

যম। ওমা বিশ্ব-জননী শিব-সিমন্তিনী গো! তোমার যে মা এরূপ আজ্ঞা হবে তা আমি জানিনে।

ভগবতী। ও কথা এখন থাক্, বল কৃতান্ত বিজয়কেতুর আত্মা আমায় দেবে কি না?

যম। কি উত্তর দিই মা?

ভগবতী। বুঝে সুঝে উত্তর দাও! প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হ'য়েছ, তোমার প্রতিজ্ঞাধ্বনি বোধ হয় এখনও দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে—সে রব এখনও বিলয় হয় নাই।

যম। মা দাসের প্রতি অন্য আজ্ঞা হ'ক্, এখনি প্রাণপণে তা পালন কর্‌ছি, কিন্তু ও।—

ভগবতী। সাবধান কৃতান্ত। এখনও ক্ষমা কর্‌ছি, জানতো পাষাণনন্দিনী অতি পাষাণী।

যম। মাতঃ অভয়ে! আমি আপনার শ্রীচরণ ধারণ ক'রে বল্‌ছি মা! ও ইচ্ছাটি পরিহার করুন্, জীবের জীবন যমালয়ে এলে আর সে জীবন পূর্ব্বের সে শব আশ্রয় করে না। মা! বিশ্ব-পিতা বিধির বিধি কেন উল্লঙ্ঘন কর্‌তে মনন কর্‌ছেন?

ভগবতী। কি, বিধির বিধি? কে সে বিধি? কতদূর সে বলবান্?

যম। মাতঃ অম্বিকে, ক্রুদ্ধ হবেন না মা! আপনি ক্রুদ্ধ হ'লে কি ছার যম, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এখনি আপনার ক্রোধানলে দগ্ধ হ'য়ে যাবে। জননী প্রসন্না হোন্।

ভগবতী। যম! বাক্‌যুদ্ধের আবশ্যক করে না, স্পষ্ট বল, আমার প্রার্থনা পূরণ কর্‌বে কি না?

যম। অভয়ে গো! অসঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করি কেমন ক'রে মা!

ভগবতী। তবে তুমি সম্পূর্ণই অনিচ্ছুক?

যম। দেবী মহেশ্বরী ক্ষমা করুন্, আমি প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌তে ;—

ভগবতী। হাঁ বুঝেছি।

প্রবঞ্চনা মোর সনে কৈলি দুরাচার,
ভাল প্রতিকার এর হইবে অচিরে।
যম! মনে যেন রয়,
যমের যমত্ব লোপ হইবে নিশ্চয়।
মনে যেন রয়, দানবদলনী দুর্গা
রণসাজে রণ আশে হইবে উদয়।
মনে যেন রয়. অসিতার অসি
বিনা রক্ত পানে, ফিরিবার নয়।
মনে যেন রয়,
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন পাপ, পাপ অতিশয়।

যাই চলি ;—
শুন বলি পুনঃ এক কথা,
যে ব্যথা দিয়াছ দুষ্ট প্রাণে,
শাস্তি এব পেতে সমুচিত,
কিন্তু অস্ত্র শস্ত্র কিছু নাই করে,
তাই—তাই দুষ্ট,
সজীব দেহে আছ নেত্রোপরে।
ভাল—চলিনু,
দেখিব তোরে কে রাখে পামর।

[বেগে প্রস্থান।

যম। অহো—কি করলেম, কি হ'লো। আমি কোথায়? কে আমাকে ভয় দেখিয়ে গেল, কে সে? এঁ্যা! যম আজ কার শাসন-বাক্যে ভীত? এ তো বড় আশ্চর্য্য! আমার মন এত শঙ্কিত হ'চ্ছে কেন? ভয়! ভয়! কাকে ভয়, কাকে ডব। উঃ—উঃ! সেই—সেই এলোকেশী ঘূর্ণিতলোচনা ধিকট মূর্ত্তিধারিণী! ওঃ—অসি হস্তে যখন দেহি রণ—দেহি রণ ব'লে ভীমা গভীর গর্জ্জন করতে থাকবে, তখন কি হবে! অহো কোথা যাব, কোথায় পালাব, কার শরণ নেব, কে রক্ষা করবে। কৈ? ক'কেও তো দেখিনে, সবি যে শ্যামা। আহা! শ্যামারূপে যে ভুবন ঢাকলো। ঐ ঐ ঐ বিধি বিষ্ণু শিব এঁরাও শ্যামারূপে বিলীন হ'য়ে গেল, তবে তো আব প্রাণ রক্ষার আশা নাই। কি ভয়ঙ্কর কথা, একা কালীই কি অনন্ত দেবমূর্ত্তি। হায়—হায়! কেন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটলো, কেন শিব-সিমন্তিনীব অভিলাষ পূর্ণ করলেম না। এখন কি হয় কি করি, আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হ'লো। কি অসম্ভব কথা! অকস্মাৎ আমার মনেব গতি এরূপ হ'লো কি জন্য? ভয়, না, না,—আর ভয় করবো না। এঁ্যা—তাইতো ভয় করবো না মনে করছি বটে, কিন্তু ভয় যে মূর্ত্তিমান হ'য়ে এসে হৃদয়ে দেখা দিচ্ছে, ঐ ঐ,—ঐ বুঝি শুম্ভঘাতিনী ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে ল'য়ে এলো, পালাই—পালাই। আরে না, না,—কোথায় কে, কি বিচিত্র ঘটনা, এ সব কথা আমি কেন বলছি? ভাল, আমি কি নিদ্রিত? তাই হবে, নিদ্রিতাবস্থাতেই ও সকল স্বপ্ন দেখছি না—না, নিদ্রিত কেমন ক'রে,

ঐ না চিত্রগুপ্ত আমার কাছে দাঁড়িয়ে। হাঁ সেই বটে, কি জঞ্জাল? ওহে চিত্রগুপ্ত! আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত আছি?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে আমি তো দেখছি জাগ্রতই বটেন, কিন্তু মহারাজ যে নিদ্রিতের বিলক্ষণ লক্ষণাদি পরিদর্শন করাচ্ছেন।

যম। আমি কতকগুলো কি ভুল বক্‌ছিলাম নয়?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে বড় ভুল নয় ঠিকই। তবে গায়ের জোরে ভুল ব'ল্লেই ভুল হ'য়ে গেল আর কি।

যম। তবে আমি কি কোন কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা বল্‌ছিলাম।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে তা এক প্রকার কর্ত্তব্য কথাই বটে।

যম। কৈ কি কর্ত্তব্য কথা, আমার তো কিছুই মনে হয় না।

চিত্রগুপ্ত। তা না হ'তে পারে, আবার হয়তো একটু পরে হ'তেও পারে।

যম। এ্যা—তাইতো ঐ যে—ঐ যে সেই মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা। অহো আবার যে দারুণ ভয়ে হৃদয় অধিকার কর্‌লে। মা মা! ওমা শ্যামা, মাগো! তোমার বৈরী হ'য়ে আজ যে দারুণ ভয়ে মলেম মা। অভয়ে গো! তোমার শত্রু ব'লে আমি জগতের শত্রু হয়েছি, আমার বল্‌তে আর আমার কেউ নাই। শিব, ইন্দ্র, তপন, চন্দ্র সকলেই আমাকে ভ্রুকুটি ক'রে বল্‌ছে, যম তোর রক্ষা নাই, তুই ব্রহ্মময়ীর বিষম কোপে জীবন হারাবি। ওমা মহাকালী! পুত্র বলি কি একান্তই বাঞ্ছা কর্‌বে? কেন, কেন মা! মায়ের কাছে পুত্র এমন কি অপরাধ ক'রেছে যে, সে অপরাধের দণ্ডবিধি স্বয়ং মা হ'য়ে পুত্র হত্যা করা? হাঁগো তুই যে দয়াময়ী, ওঃ—না না, সে অন্যের পক্ষে বটে, আমার প্রতি বাম, কেন না, তুই মা স্বয়ং নিজ মুখে আমায় বলেছিস্, কৃতান্ত! আমি পাষাণনন্দিনী পাষাণী এ কথাটি মনে ভাব। তারিণী গো! তবে আর আমার পরিত্রাণ নাই। মা আমি অপরাধ স্বীকার ক'রে তোর চরণে বিজয়কেতুর প্রেতাত্মাকে সমর্পণ কর্‌ছি, তা হ'লেই তো মা তোর ঐ বিকট মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান হ'য়ে, অতি শান্তময়ী গণেশ-জননী রূপের উদয় হবে। কি? তাতেও হবে না? তাতেও মনো-রোগের শান্তি হবে না? কৃতান্তের জীবনান্ত এইটিই কি তোর স্থির-সঙ্কল্প। ভাল, ভাল,—তাই হ'ক্, নে মা, আমায় বধ কর, আমি তোর ঐ সুদীর্ঘ খড়্গ-মুখে প্রাণ স্থাপন কর্‌লেম।

গীত।—তাল কাওয়ালী।

কর মা বিনাশ কর ওমা হর-ঘরণী।
দিয়েছি প্রাণ তোর পায়ে বধ মা নগ-নন্দিনী ॥
অপরাধী হ'য়েছি পদে,
চাই না মা আর সম্পদে,
পাব মোক্ষ তব পদে, মোক্ষদে মোক্ষদায়িনী ;—
আর তোমায় নাহি মা ভয়,
ও ভয়ে হ'য়েছি নির্ভয়,
বল্ মা তারা বল্ কত সয় এত গঞ্জনা জননী।
পাপ প্রাণ যায় গেল,
দুঃখ তাতে কিবা বল,
সুখের দিন উদয় হ'লো, ওমা শিবে সর্ব্বাণী ॥

চিত্রগুপ্ত। মহারাজ! খালি খালি অমনতর যা না তা বাঁজা বক্‌লে কি হবে। জানেন তো পাহাড়ে বেটি ভোল্‌বার মেয়ে নয়, যোগাড়ে থাকুন, সেনা সামন্ত গোছ গাছ করুন! ধাঁ ক'রে কখন যে সেই হাঁ হেঁয়ে বেটি হান্ হান্ শব্দে এসে হানা দেবে তার কিছু ঠিক ঠিকানা নাই।

যম। বল কিহে চিত্রগুপ্ত এ কেমন বাণী,
রণ-আশে এলোকেশে আসিবে তারিণী?
খরশাণ অসিখান রবে বামকরে,
নর-মুণ্ডমালী কালী নর-মুণ্ড পরে?
অহো কিবা দীর্ঘ জিহ্বা অরি-রক্তপানে,
সুবিস্তৃত রবে সেই বিকট-বদনে?
ডাকিনী যোগিনী যত হৈ—হৈ রবে,
নাচিতে নাচিতে তারা রণে প্রবেশিবে?

ভূত-প্রেত-দানা-দক্ষ শিব অনিকিনী,
হুম্ হাম্ ঘোর নাদে কাঁপাবে মেদিনী।
যমপুরী শ্মশানেতে হবে পরিণত,
আত্ম-বন্ধু সহ যম হইবে নিহত।
মুক্তকেশী মহারোষে যমে আক্রমিবে,
তীক্ষ্ণ খড়্গে যম-মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিবে।
ঐ ঐ ঐ, হৈ হৈ হৈ রবে,
আসে বুঝি ভীমা ;—
উলাঙ্গিনী রণ-মদে মাতি
চরণ চাপনে কাঁপায়ে বসুধা।
কেরে—কেবা কোথা যম সৈন্যগণ !
অস্ত্র শস্ত্র ধরি সবে আয়রে এখনি,
ঘোর যুদ্ধে বন্ধ করি দুর্ম্মদা কালীরে,
হুহুঙ্কারে কাঁপাও ত্রিলোক।
সৈন্যগণ !
লহ কাড়ি—লহ কাড়ি অসি খরশাণ,
বল বল উন্মাদিনীরে,
আর কভু যম সনে করিবে কি রণ !
কেমন শাস্তি, কেমন সাজা !
হা—হা—হা। (হাস্য করিয়া পতন)

চিত্রগুপ্ত। একি বাবা, এমনতর বেতরো তো কখনও দেখিনি, কেমনতর এ ? বজ্রাঘাতেই লোক মরে, এযে বাবা আতস্ লাগ্‌তে না লাগ্‌তেই অসামাল। বলি মহারাজ ! গাত্রোত্থান করুন না, এতই যদি ভয় তবে নারাজ হ'লেন কেন ? আর তাও বলি—সেটাকে দেখলে ভয়ও হয়। সে অতি দুর্দ্দান্ত মেয়ে, বাপের কথা রাখে না, মায়ের কথা শোনে না, স্বামীর কথা তো দূরের কথা, স্বামীর বুক হ'লো তার খেল্‌বার জায়গা, দিব্বি পতির বুকে চ'ড়ে হাত পাঁচ ছয় জিব বার ক'রে তাথৈই তাথৈই নাচ নাচা হয়। বাবা ইন্দ্রাণী বল, ব্রহ্মাণী বল আর ইন্দিরাই বল, অমন মেয়ে আর নাই, ওর যোড়া মেলান দায়। যাক্ রাজার যে

এখনও চেতন নাই, (প্রকাশ্যে) যমরাজ! ধর্ম্মরাজ! মহারাজ! (ধাক্কা দেওন।)

যম। কে তুমি? দেহ ত্বরা আত্ম-পরিচয়?

চিত্রগুপ্ত। ও বাবা!—এত বেঠিক্। সে কি মহারাজ! আমার আবার আত্ম-পরিচয় কি দেব।

যম। অহো! বটে বটে, চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে হাঁ! তৎপ্রকার।

যম। ভাল—তুমিতো এই স্থানেই র'য়েছ, বল্‌তে পার, আর কি এখানে হর-ঘরণী ত্রিলোচনী এসেছিলেন?

চিত্রগুপ্ত। কৈ মহারাজ, আমার দৃষ্টপথেতো সে পুণ্যময়ী ছবিখানি পতিত হয়নি—তবে হুজুরের নয়নপথে হয়তো প'ড়ে থাক্‌বে।

যম। সে কিহে চিত্রগুপ্ত একি আশ্চর্য্য কথা ব'ল্লে! ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে রণচণ্ডী রণবেশে যে এইখানে উপস্থিত ছিলেন। এখনি যে আমি তাঁর সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে ব্রতী ছিলাম। কৈ—তবে কোথায় গেলেন?

চিত্রগুপ্ত। মহারাজ! যেথা তাঁর বাসা, সেথাই চ'লে গেছেন, তবে গজেন্দ্র-গমনীর গজেন্দ্র-গমনের হাওয়াটা বোধ হয় আপনার গায়ে লেগে যেয়ে থাক্‌বে, তাইতেই কেমন একটা অতি বিট্‌কিলে রকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

যম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ) তাইতো—এক্ষণে আত্মরক্ষার উপায় কি? জগন্মাতা কালিকার শত্রু হ'য়েছি ব'লে বোধ হয় আমাকে আশ্রয় দিতে কেহই সাহসী হবে না, কৃষ্ণবৈরী দণ্ডীরাজার ন্যায় আমার অবস্থা ঘটেছে। না, না, দণ্ডী ভূপতির মত অবস্থা ঘট্‌লেতো বাঁচতেম, সে ত' ধর্ম্মবীর ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়েছিল, আমার দেখ্‌ছি রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। ভাল,—তাই বা কেন বলি, অগ্রে তার পরিচয় লই না কেন, যাই তবে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার নিকট গমন করি, হাঁ এই উপযুক্ত যুক্তি। (চিত্রগুপ্তের প্রতি) ওহে চিত্রগুপ্ত! তুমি এখন কিছুদিনের মত আমার কার্য্যভার গ্রহণ কর।

চিত্রগুপ্ত। হুজুর বুঝি সট্‌কাবেন।

যম। ওহে না, পরমপিতা সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট আমার বিশেষ কোন আবশ্যক আছে।

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে হাঁ, সে ত' বেশ বোঝাই যাচ্ছে। তা আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করুন্, আমার তাতে মানা নাই। (স্বগতঃ) বাবা যা হয় দুদিন যমত্ব; কিন্তু বাবা এদিকেও যে লম্বা গুঁতো, খেপী বেটি আগেই তো এখানে এসে পড়বে? এ্যাঁ—তাইতো কি কর্‌বো তখন। না, তার ভয় কি, আমাকে সে বেটি ভালরূপে চেনে।

যম। কিহে চুপ ক'রে কি ভাবছো? আমি তবে বিদায় হ'লেম। (প্রস্থানোদ্যোগ।)

চিত্রগুপ্ত। যে আজ্ঞে, আসতে আজ্ঞা হ'ক্। না, না,—ভুল, ভুল,—যেতে আজ্ঞা হ'ক মহারাজ।

যম। অহো! আর এক কথা, দেখ চিত্রগুপ্ত! যদি ইতিমধ্যে দানবদলনী দুর্গা আমার সঙ্গে রণাভিলাষ ক'রে উপস্থিত হন্, তা হ'লে তুমি স্বয়ং তাঁকে বল্‌বে, মহারাজ সপ্তস্বর্গ দর্শনে গমন করেছেন।

[যমের প্রস্থান।

চিত্রগুপ্ত। যে আজ্ঞা। বাবা! আমার কাছেও আবার ঢাকাঢাকি, আমি যেন কিছুই জানিনে আর কি, উনি পালালেন ভয়ে, আর ব'লে গেলেন কি না সপ্তস্বর্গ দর্শনে যাচ্ছি, কি গেরো। যাক্ মরুক্ আমি এখন আপনার কাজ বাজাইগে। আচ্ছা বাহার দিয়ে সাজ সজ্জা না এঁটে দণ্ডটা ঘাড়ে নিয়ে, পাপী বেটাদের কাছে গে আস্ফালন করিগে, বলিগে বেটারা আমিই যম। আমাকে তোরা আজ হ'তে দেখ্‌লেই ভয় কর্‌বি। বাহোবা—বাহোবা, কি মজা—কি মজা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গভীর অরণ্য।

তপস্বীবেশে শিশু অনুধ্বজ।

অনুধ্বজ। আহা—হরিহে! তাতেই তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, যখন ঘাতকের অসি দেখে ভয় পেয়ে তোমার মধুর হরিনামের আস্বাদ বুঝেছিলাম, তখন প্রভু অন্তরে বড় কষ্টই হ'য়েছিল, ভেবেছিলাম এমন সুধামাখা নাম আর আমি সাধ মিটিয়ে পান করতে পেলাম না। অন্তর্য্যামী হৃষিকেশ! তুমি আমার সেই অন্তরের ব্যথাটি অনুভব ক'রেছিলে, তোমারি কৃপায় তাই আমি দীর্ঘ দিন নির্ব্বিঘ্নে নামসুধা পানে—আশার ও রসনার পিপাসা শান্তি করতে পেরেছি। হরি হরিবোল, হরিবোল।

অনুক্ষণ ওরে মন বল হরিবোল,
হরিনাম মোক্ষধাম শান্তি দেন কোল।
ভক্ত-প্রাণ দীন গতি লক্ষ্মীপতি পদে,
রাখে মতি যেই সাধু সুখী সে ত' ভবে।
আয় মন আয় প্রাণ আয় অনুধ্বজ,
আয় পশু আয় পাখী আয় বিহঙ্গজ।
আয় তরু আয় লতা আয়রে অনিল,
এস কলি এস অলি করিয়া গুঞ্জন,
প্রেমভক্তি দাও ঢালি হরির চরণ।

(ভয়ের প্রবেশ।)

ভয়। (দূর হইতে সগর্জ্জনে) কেরে—কোন্ দুরাত্মা বিষ বর্ষণ করছে? অহো! পাপ হরিনামে যে জ্বলে মলেম, কেরে কোন্ পামর বনের ভিতর?

হরিবোল, হরি হরিবোল।

ভয়। ওঃ—শেল—মহাশেল! দাঁড়া—দাঁড়া তুষ্ট, যেই হ'স্ ঘাড় ধর্‌বো আর মড়-মড় শব্দে মোচড়াবো।

অনুধ্বজ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

ভয়। এঁ্যা—তবু যে—রে? কৈ? কৈ? ঐ না—ঐ না সে চণ্ডাল, যাই, গাছে আছাড় মেরে মাথা ভাঙ্গবো। (অনুধ্বজের নিকটে গিয়া) হা-হা হা! কি আপদ, একটা ননীর ডেলা যে, একে মেরে কি কর্‌বো, এ তো ম'বেই রয়েছে, খালি একটা ফু—ফু? তাও ফুয়ের ভর সয় কি না সয়। যাক্, বলি ওরে অপগণ্ড শিশু! তুই কার কথায় কি সাহসে এ বনে এসে পাপ হরিধ্বনি কর্‌ছিস্? জানিস্ এ বনে আমাব আধিপত্য, আমাব আদেশ ব্যতিত বনের পশু বনের পাখী খেতে, ইচ্ছামত যেতে বা স্বচ্ছন্দভাবে ডাক্‌তে সাহস করে না, আমার আজ্ঞা পেলে তবে তারা খায়, বেড়ায়, মনেব আহ্লাদে ডাকে। আজ তুই পাপীষ্ঠ কিনা আমার বিনা অনুমতিতে বনে প্রবেশ ক'বে অতি অহঙ্কাবে আমার ঘোব শত্রুব নাম উচ্চারণ কর্‌ছিস। অহো তাতে আমাব আজ ঘোর সর্ব্বনাশ সঙ্ঘটিত হয়েছে। আমি ইষ্টদেবের পদ চিন্তনে নিযুক্ত ছিলেম, তুই বর্ব্বর বিকট চীৎকার ক'রে আমার ইষ্টপদ ধ্যান ভঙ্গ ক'বেছিস, ওঃ—ইচ্ছা হয় মুণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলি।

অনুধ্বজ। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য কথা। এ মহাপাপী কার দ্বারায় সৃজিত, পরমেশ্বর হরি কি এর সৃজনকর্ত্তা নন? হরিনাম হ'লো দুর্ম্মতিব অরির নাম, কি ভয়ঙ্কব কথা, আবার বলে কি না আমি ইষ্টপদ চিন্তায় মনোনিবেশ করেছিলাম, পাপ হরিনাম উচ্চারণ ক'রে তুই আমার সে ইষ্টপদ ধ্যানে ব্যাঘাত দিয়েছিস্। কে তবে ওর ইষ্টদেব? জগদিষ্ট কৃষ্ণ ভিন্ন ত্রিভুবনে আরও কি ইষ্টদেব আছে না কি? হবি হরি, দয়াময় হবি! ওকি তোমার সৃষ্ট জীব নয়, তুমি কি ওর প্রভু নও, তোমার পদ পূজা করা বা তোমার নাম ধ্যান করা কি ওর ইষ্টপদ পূজা করা নয়, না তোমার নাম ধ্যান করা ও ইষ্ট নাম ধ্যান করা নয়? ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীকান্ত শ্রীধর! ও কি প্রভু তোমার ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া?

ভয়। ওরে নরপশু! তোর যে বড় স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি, আমি এতগুলো কথা বল্লেম তার যে বড় একটা কথারও উত্তর দিলিনে?

অনুধ্বজ। মহাশয়! কি উত্তর দেব, আপনি যে সকল কথা বল্লেন ও সকল কথার উত্তর যে কি আমার মন তা খুজেই পেলে না। এক্ষণে যদি অনুগ্রহ হয় তবে আপনার যথার্থ পরিচয় কি আমাকে দিন।

ভয়। আগে তোকে ত আমার পরিচয় দিয়েছি, এই বনের আধিপত্য ভার আমার উপর, আমার নাম হ'চ্ছে ভীষণ ভয়কেতু, আমি হরিদ্বেষী।

অনুধ্বজ। মহাশয়! আপনার সকল কথা বিশ্বাস হ'লো; কিন্তু হরিদ্বেষী বলাতে ও কথাটিতে বিশ্বাস হ'লো না।

ভয়। সত্যি? আমি তোর সঙ্গে কৌতুক করতে এসেছি নয়? হাঁরে ও বর্ব্বর! আমি হরিদ্বেষী এ কথাটি তোর অবিশ্বাসের কারণ কি?

অনুধ্বজ। মহাশয়! আপনি যদি যথার্থ হরিদ্বেষী হবেন তা হ'লে হরির সংসারে বাস করতে পাবেন কেন? রাজা কি রাজদ্বেষীকে রাজ্যে বাস করতে দেন?

ভয়। বটে, পাপীষ্ঠ হরির বুঝি এই জগতটা সবই রাজ্য, আর কারু নয় কি বল?

অনুধ্বজ। আর কার আছে বলুন, ভূপতিগণের ভূপতি সেই শ্রীপতিই ত্রিলোকরাজ্যের একমাত্র রাজা।

ভয়। সাবধান বালক! ভীষণ ভয়কেতুর সমক্ষে পাপাচার হরির শ্রেষ্ঠত্ব কথা? এখনি এক চপেটাঘাতে যমালয়ে পাঠিয়ে দিব জানিস্।

অনুধ্বজ। একি অসঙ্গত কথা মহাশয়! যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আছে এ কথা কে না স্বীকার করে, কেই বা এ কথায় রুষ্ট হয়?

ভয়। ওরে বর্ব্বর! সেটা যে আমার ঘোর শত্রু, শত্রুর নিন্দাবাদই সুখকর, প্রশংসাবাদ কি ভাল লাগে, কাণে যেন লৌহশলাকা বিঁধে বুঝেছিস্।

অনুধ্বজ। হাঁ মহাশয়! আপনার এত ভ্রম কেন? একবার ভ্রমের ভার দূরে ফেলে দেখুন দেখি হরি কে আপনিই বা কে? মহাশয় এখনি বুঝবেন, এখনি জানবেন, সেই বিশ্বপতি পরমদয়াল হরি আপনার শত্রু কি মিত্র।

ভয়। নে—নে, অত আর জ্ঞানকাণ্ডের কথায় কাজ কি? সেটা আমার চিরশত্রু।

অনুধ্বজ। অনাথবন্ধু হরি আপনার কি শত্রুতা করেছেন?

ভয়। কত—শত শত।

অনুধ্বজ। অনুগ্রহ ক'রে বলুন কিরূপ?

ভয়। তার পরিচয় তোকে কি দিব, আমিও তার অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরি, সেও আমার অনিষ্ট চেষ্টায় ফেরে, শক্রতার এইতো নিয়ম।

অনুধ্বজ। মহাশয়! কল্পতরু জগদ্‌গুরু হরি জগতের কারু শক্র নন এবং জগৎবাসী জীব জন্তু আদি কেহই তারা হরির শক্র নয়। মহাশয়! জগজ্জীবন হরির সনে জগজ্জীবের সম্বন্ধ কিরূপ একবার ভাবুন দেখি, শক্রতা কে কার সঙ্গে কর্‌বে; বাদী প্রতিবাদী ভিন্ন বিরোধ ঘটে না, স্বতন্ত্র দুজন ব্যতিত শক্রতা জন্মে না; কিন্তু মহাশয়! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে একজন ব্যতিত দুজন কৈ? সেই আদিদেব হরি ভিন্ন আর কে আছে। শিব বলুন, ব্রহ্মা বলুন, ইন্দ্র বলুন, চন্দ্র বলুন, সকলেই সেই ব্রহ্মময় হরির জ্যোতিকণা মাত্র, প্রবল দাবানল হ'তে যেমন অনন্ত অসংখ্য শিখা নির্গত হয়, জ্যোতির্ম্ময় হরির তেজময় অঙ্গ-জ্যোতিঃ হ'তে তেমনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব জন্তুগণের হৃদয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখাকারে প্রাণরূপে সুসংস্থিত। মহাশয়! তাতেই বল্‌ছি, জীব কে আর শিব কে, যিনি জীব তিনি শিব, যিনি শিব তিনিই জীব, হরি যে আপনার শক্র হবেন, তিনি কি জানেন না যে, আপনার শক্র আপনি হবো। হাঁ মহাশয়! আপনি কি আপন ইচ্ছায় জেনে শুনে আপনার হস্তে বা পদে কুঠারাঘাত কর্‌তে পারেন?

ভয়। আরে তাও কি পারা যায়, কুটারাঘাত লাগ্‌বে কাকে, আপনাকেই লাগ্‌বে যে।

অনুধ্বজ। তবে হরি আপনার শক্র কিরূপে? যদি তিনি শিবরূপে সর্ব্ব জীবে বিরাজমান, তা হ'লে আপনার শক্র কি আপনি হ'তে পারেন? না আপনার অনিষ্ট আপনি কর্‌তে পারেন? মঙ্গলময় হরি যে কোন কার্য্যই করুন্ না কেন সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য।

ভয়! ঢের হয়েছে, খুব হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। পাপীষ্ঠ পামর, হরি আমার ঘোর শক্র, তার নাম আর আমার কর্ণে তুলিস্‌নে, সেটার নাম আমি শুন্‌তে চাই না।

অনুধ্বজ। তাঁর নাম আপনি শুন্‌তে চান্ না যদি, হাঁ মহাশয় আপনি তবে কার? কার আজ্ঞায় আপনার নয়ন দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন কর্‌ছে? কার আজ্ঞায়

আপনার রসনা সুরস আস্বাদনে সমর্থ হয়েছে, কার বলেই বা আপনি বলী বলে পরিচয় দিচ্ছেন। কার মনকে আপনার ব'লে যত্ন ক'রে দেহে রক্ষা করছেন? বলুন্ বলুন্ এ সকলের মধ্যে একটিও কি আপনার আজ্ঞায় পরিচালিত হ'চ্ছে? মহাশয়! দারুণ ভ্রম-সিন্ধু হ'তে জ্ঞানের কূলে উত্থিত হোন্। পাপময় ভ্রম-সাগরে আর ওরূপে পতিত থাকবেন না।

গীত।—তাল তেওট।

রাখ রাখ কথা মিনতি আমার।
জ্ঞানের পথে হও পথিক, দেহ ফেল ভ্রমের ভার॥
হরি ভিন্ন ত্রিভুবনে,
আর বন্ধু কে ভুবনে, আছেন জীবের গো;—
ও সেই দীনবন্ধু নিদানকালে, ভবসিন্ধু করেন পার।
বল একবার হরিনাম,
পূর্ণ হবে মনস্কাম, ভ্রম রবে না,
বুঝবে তখন হরি কেবা, হরি বিশ্ব-মূলাধার॥

ভয়। ভাল—ভাল, ভ্রম দূরীকরণের জন্য আমি তোর নিকট আসি নাই। আমি যে জন্য এসেছি তার কি এখন বল্।

অনুধ্বজ। কি জন্য আপনি দাসের কাছে এসেছেন বলুন্।

ভয়। তুই পাপ হরিনাম ছাড়। ও নাম ছেড়ে আমার উপাস্য দেবতা পরম দেবতা শ্রীশ্রীনরকরাজের পূজার্চ্চনায় ব্রতী হ, তা হ'লে এই বনে পরম যত্নের সহিত তোকে রক্ষা করবো, এমন কি তুই যদি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করিস্ তা হ'লে তদ্দণ্ডেই তা পাবি, আমার স্বর্ণময় রাজপুরী, যে পুরী দর্শন করলে ত্রিদশালয় অতি তুচ্ছ মনে হয়। ধন, রত্ন, মণি, কাঞ্চন, বিপুল বৈভব অতুল জগতে—যা দেখ্‌লে বোধ হয় ধনপতি কুবেরেরও মাৎসর্য্য জন্মে, আমি তোকে সেই অমর-বাঞ্ছিত পুরীতে, সেই কুবের পরাজিত ধনরাজীতে ত্রিলোক মধ্যে যা কখনও কারু ভাগ্যে ঘটে নাই, তা তোরে অর্পণ করবো, আমি তোকে আপনাসন দান

করে ইষ্ট-চিন্তায় কাল হরণ কর্‌বো। বল এখন তোর অভিলাষ কি, হরিনাম ছাড়বি কি না ?

অনুধ্বজ। মহাশয় অমন কথা বল্‌বেন না, আমি প্রাণান্তেও হরিনাম ছাড়তে পার্‌বো না। হরিনাম আমার হৃদয়ে, হরিনাম আমার মনের ভিতরে, হরিনাম আমার প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিরাজ ক'চ্ছে।

ভয়। কি বল্লি—হরিনাম ছাড়বি না ? তা যদি না ছাড়িস্, তা হ'লে তোকে প্রাণের মমতা ছাড়তে হবে।

অনুধ্বজ। তা স্বচ্ছন্দেই পার্‌বো, এখনি আপনি আমার প্রাণ বধ করুন্।

ভয়। আরে মর্, প্রাণই যদি গেল—তবে তোর হরিনাম নিয়ে থেকে কি ফল।

অনুধ্বজ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল।

ভয়। ফল তো বটে, তুই যদি মলি, তা হ'লে তোর ফল কে ভোগ কর্‌বে ?

অনুধ্বজ। আমিই ভোগ কর্‌বো।

ভয়। আরে মর্, ওরে বর্ব্বর! তুই ধর এখনি এই আমার শাণিত অসিতে যদি মলি, তা হ'লে ফল দেবেই বা কে আর ফল নেবেই বা কে, আর তুই বা থাক্‌বি কোথা।

অনুধ্বজ। যেথা হ'তে এসেছিলাম সেথাই গিয়ে থাক্‌বো।

ভয়। তা হ'লে বল হরিনাম ত্যাগ কর্‌তে কোনমতে তুই স্বীকৃত নস্।

অনুধ্বজ। আজ্ঞে না মহাশয়! আমি প্রাণান্তেও হরিনাম ভুল্‌বো না।

ভয়। মর তবে পাপ শিশু। (অসি লইয়া কাটিতে উদ্যত হওন।)

(বেগে মায়াদেবীর প্রবেশ।)

মায়া। ওকি—ওকি ভয়কেতু! ও নবীন শিশুর প্রাণ নষ্ট ক'রো না, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। (অসি ধারণ।)

ভয়। না দেবী! দুর্ব্বৃত্ত শিশুর বড়ই স্পর্দ্ধা, বড়ই অবাধ্যতা, আপনি অসি পরিত্যাগ করুন, আমি এখনি ওর মস্তক দ্বিখণ্ড কর্‌বো।

মায়া। না ভয়কেতু, আমার অনুরোধে দরিদ্রের ধনটিকে বধ ক'রোনা, আহা জনম-দুঃখিনী চন্দ্রমার ত্রিসংসারে কেউ নাই, সে অভাগিনী পতিহীনা

অনাথিনী, শত্রু-কারাগারে বন্দিনী, তার সম্বলের মধ্যে ঐ অনুধ্বজ ধনটি। আহা মরি-মরি! ঐটির আশায় সে হতভাগিনী কষ্টকে কষ্ট না ব'লে প্রাণ রেখেছে, কাশীরাজ দুষ্ট জয়কেতু নিত্য তার সেই কোমলাঙ্গে শত শত বেত্রাঘাত ক'রে অশেষ ক্লেশ প্রদান ক'চ্ছে। আহা! এত যাতনার একটিও কি কেউ সইতে পারে, তা পারে না, কিন্তু দুর্ভাগিনী চন্দ্রমার প্রাণে অসহ্য হ'লেও তা সহ্য হয়েছে, কেন সহ্য হয়েছে, না—কেবল ঐ চাঁদ-মুখটি দেখ্‌বার তরে। সে দুঃখিনী কারাগারে সদা সর্ব্বদা মনে মনে ভাব্‌ছে, আবার আমার অনুধ্বজ আস্‌বে, আবার আমাকে মা বলে ডাকবে, আবার আমি প্রাণধনকে কোলে পাব, শুদ্ধ এই আশ্বাসে। তাই বল্‌ছি কাঙ্গালিনীর ধনকে পাথারে ভাসিয়ে দিও না, ওটিকে আমায় ভিক্ষা দাও।

ভয়। কেন দেবী, আমি যা বলি ও কেন তাই শুনুক্ না, আমার কথা মত কাজ কর্‌লে তো আর আমি ওর প্রাণ বিনষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা করি না। ও হরি-নাম ত্যাগ করুক্ তা হ'লেই আমি পরম সন্তোষ লাভ কর্‌বো।

মায়া। ভাল ভয়কেতু! তুমি এখন যাও, আমি বাছাকে বুঝিয়ে দেখ্‌ছি।

ভয়। বুঝিয়ে দেখ্‌ছির কথা নয়! আপনি তবে স্বীকৃত হ'ন্ যে, হরিনাম না ছাড়লে ওকে আমায় বধ কর্‌তে দেবেন?

মায়া। ভাল তাই স্বীকার কর্‌লেম, তুমি নিজ স্থানে যাও।

ভয়। যে আজ্ঞে, দেখবেন তবে যেন দুরন্ত বালক হাত ছাড়া না হয়। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! আমি স্বয়ং ভয়, আমার নামে ত্রিলোক থর থর কম্পমান। আমার মূর্ত্তি একবার যে দেখে তার দেহ প্রাণহীন শব তুল্য হয়; কিন্তু এত বিভীষিকা দেখালেম, এমন কি প্রাণ বিনাশে পর্য্যন্ত উদ্যত হ'য়েও ক্ষুদ্র শিশু অনুধ্বজকে হরিনাম ভুলাতে পার্‌লেম না? অহো! ধন্য ধন্য তুমি অনুধ্বজ! ধন্য তোমার অসামান্য হরিভক্তি। এরি মধ্যে তুমি ভয়তো ভয় ভয়ের ভয়কে পর্য্যন্ত পরাজিত করেছ। যাই, এক্ষণে হরিভক্তিলীণ ক্ষীণ কলেবর দুর্ব্বল ব্যক্তিবর্গের নিকট বীরত্ব প্রকাশ করিগে, হরিভক্তের কাছে ভয়ের বীরত্ব অতি তুচ্ছ, তাইতো—মায়াদেবীর বিষম পরীক্ষা দেখে যাব নাকি! হরিভক্ত অনুধ্বজ কি মায়াদেবীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বে না। হা—হা—হা! মায়াতো মায়া, যিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া, যাঁর মায়াতে চৈতন্যস্বরূপ হরি বটপত্রে

হতচেতনা, তিনিও হরিভক্তের নিকট পরাস্ত। জয় হরিভক্তের জয়। জয় ভক্তাধীন শ্রীহ

[প্রস্থান।

মায়া। অনুধ্বজ! এস বাপ্ কোলে করি।

অনুধ্বজ। মা! আপনি কে? আগে পরিচয় দিন্।

মায়া। বাপ! আমার বিশেষ পরিচয় তোমার জান্‌বার আবশ্যক নাই, তুমি মনে মনে বিবেচনা কর তোমার যে তিনটি জননী আছেন, আমিও তাদেরি মত তোমার একজন জননী, তাঁরা যেমন তোমার কল্যাণ কামনা ক'রে থাকেন, আমিও তেমনি তোমার কল্যাণ কামনা ক'রে থাকি। বাবা! আমি মহামায়ার অংশরূপিণী। তোমার মা দুঃখিনী চন্দ্রমা আমাকে বড় ভালবাসে, আমার পূজার্চ্চনা করে, আমিও তাই তোমার মার কাছে সদা সর্ব্বদা থাকি, তোমার শুভাশুভ যত কিছু সংবাদ তোমার মাকে শুনাই। আজ বনপতি ভয়কেতু তোমার প্রাণ নষ্ট কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছে জান্‌তে পেরে অতি দ্রুত এখানে এলাম, তার মধ্যে বাপ এখানে আমার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে, যদি শুন্‌তে চাও তা হ'লে বলি।

অনুধ্বজ। মা! আপনাকে প্রণাম করি।

মায়া। বাবা! হরি তোমায় কৃপা করুন।

অনুধ্বজ। মা! দয়া করে এইবার বল্‌বার কথা কি তাই বলুন।

মায়া। বাবা! সে কথাটি যে বড় সর্ব্বনাশের কথা। ও বাপ অনুধ্বজ ধন! সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নাই, আমি সন্তান সন্ততির মর্ম্ম বেশ বুঝি, আমারও পাঁচটি পুত্র আছে। বাবা! মা হ'য়ে পুত্রের মনে বেদনা দিলে কি যাতনা পেতে হয় তা পুত্র-মাতাগণ মাত্রেই জানে। তাই বলি বাপ, আর সে কঠিন কথা শুনে কাজ নাই।

অনুধ্বজ। মাগো! দারুণ সন্দেহে যে আমাকে অস্থির ক'রে তুল্‌ছে, আমি যে আর স্থির থাক্‌তে পারি না, আপনি এই দীন হীন কাঙ্গাল শিশুর প্রতি কৃপা করে শীঘ্র করে বলুন, সে কথাটি কি কথা?

মায়া। আহা বাছারে! অনুনয় বিনয় কর্‌ছিস্ বটে; কিন্তু বাপ, সে কথা যে মুখ দিয়ে বার হয় না।

অনুধ্বজ। মাগো! মাগো! আর বিলম্ব ক'রো না। মা! তোমার পায়ে ধরি, তুমি শীঘ্র বল কি সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মায়া। প্রাণধন, বল্‌বো কি তোমার দুঃখিনী মা তোমার বিরহে একে জীবন্মৃতা, তার উপর আবার তোমার পিতৃঘাতী দুষ্ট জয়কেতুর ঘোর অত্যাচার, তাতেও হতভাগিনী তোমা ধনের চন্দ্রাননটি দেখ্‌বার আশায় যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলে মনে গণে নাই। কিন্তু কি বল্‌বো বাপ, বল্‌তে যে বুক ফেটে যায়, এত কষ্ট এত ক্লেশ দিয়েও নিষ্ঠুর বিধির আশা পূর্ণ হ'লো না। শেষে অভাগিনী জনম-দুঃখিনী চন্দ্রমাকে অস্পৃর্শ রাজকিঙ্করেরা মশানে নিয়ে গেল, আহা—আহা বাপরে! এতক্ষণ হয়তো কি সর্ব্বনাশ হ'লো, অনুধ্বজরে! এতক্ষণ হয়তো তোর জন্মের মত মা বোল বলা ফুরালো।

অনুধ্বজ। কি বল্লেন,—কি বল্লেন! মা আমার যথার্থে মশানে নীত হয়েছেন, উঃ—উঃ—, কি শুন্‌লেম, মা! মা! মাগো! আজ তোমার জীব-নান্তেব দিন, আজ তুমি কষ্টের সংসার হ'তে চ'লে যাবে, জয়কেতুর দারুণ অত্যা-চার আব তোমার সহ্য হ'লোনা। মা—মা! যাও—যাও, তোমার দেহে শান্তি আসুক, পতিশোকে পুত্রশোকে আর দুরন্ত রাজা জয়কেতুর বেত্রাঘাতে তোমার কোমলাঙ্গ জর-জর হয়েছে, আর কত সবে মা! মায়া ত্যাগ কর, অত কষ্ট স'য়ে কেন প্রাণ রাখ মা! মা—মা! যাও মা যাও, তোমার অনুধ্বজ তোমাকে স্বচ্ছন্দে বিদায় দিচ্ছে, যদি কখনও এই দুরাত্মা অনুধ্বজ হ'তে কোন উপকার হয় সে আর ইহলোকে নয়, পরলোকে গিয়ে, চল মা তুমি আগে চল আমিও তোমার পশ্চাতে যাচ্ছি।

মায়া। বৎস অনুধ্বজ! শোক সন্তাপ কর্‌বার এ সময় নয়, এখন তৎপর হ'য়ে তোমার মায়ের একটি শেষ আশা পূর্ণ কর, সে দুর্ভাগিনী যখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মশানে যায়, তখন আমাকে অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে ব'লে দিয়েছে। বলেছে কি, দেবী! আপনিতো দিব্যচক্ষে আমার অনুধ্বজ কোথায় আছে তা বেশ দেখতে পাচ্ছেন, দয়া ক'রে আমার প্রাণাধিকের কাছে একবার যান্, গিয়ে তাকে বলুন্ যে, নিষ্ঠুর কুসন্তান! তুমি যে তোমার অভাগিনী মাকে কাঁদিয়ে চ'লে এলে, বলি সেথা তার কি দশা ঘট্‌লো তা একবার দেখলে না, তোমাকে সে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরে, দেহের শোণিত দিয়ে পুষ্ট কর্‌লে, বাল তার কি এই

ফল পেতে, তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আস্‌তে? ওরে নিষ্ঠুর! ওরে পাষাণ! তোর মা তোকে মরণ কালে এই অনুরোধটি করেছে, তুই একটিবার মাত্র সেই হতভাগিনী মাকে তোর মা ব'লে ডেকে কোলে উঠবি। সে তোর চাঁদমুখের মা কথা জন্মের মত শুনে যাবে।

গীত।—তাল আড়া।

মায়ের কথা রাখরে বাপ্ চল চল সে মশানে।
অভাগী জননী তোমার জীবন ত্যজে সেখানে॥
(ওরে) দশমাস দশদিন,
যাতনাতে জীবন ক্ষীণ,
দিন দিন গণে দিন মাতা ব্যথা নাহি গণে,
(হায় কি মধুর ভাবরে) (পুত্র সনে মার)
ভাবে মনে কতদিনে হেরিব প্রাণ পুত্র-ধনে।
মায়ের তুল্য এ জগতে,
আপন কেবা এ জগতে,
চল চল মায়ের কাছে, অন্তকালে একটিবার,
আশা পূরাতে পূরাতে (প্রাণান্তকালে মা মা ব'লে)
(সে দগ্ধ জীবন জুড়াইতে)
শেষ ভিক্ষা দুঃখিনী মার, এই তব সন্নিধানে॥

অনুধ্বজ। দেবি! দেবি! আপনি আমায় নিয়ে চলুন্, আমার মার কাছে নিয়ে চলুন্। আর আমার হরি আরাধনায় কাজ নাই, আর আমার হরি তপস্যাতেও কাজ নাই, হরি-তপস্যা অতল জলে ডুবে যাক্, আমার মায়ই যদি মলেন, আমা হ'তে যদি মাতৃহত্যাই হ'লো তা হ'লে আর হরি-তপে ফল কি? চলুন, এই দণ্ডে আমি মার কাছে যাই। আহা! আজ আমার সেই দুঃখিনী মার মলিন মুখখানি, তাঁর সেই সেই ছল ছল চোক্ দুটি মনে হ'লো। মা! মা! অনুধ্বজ তোমার চরণ দর্শনাশে হরি-তপে জলাঞ্জলি দিয়ে চ'ল্লো।

মায়া। বাপ, এস তবে কোলে করি, আমার কোলে উঠে চক্ষু মুদ্রিত কর, দেবশক্তি প্রভাবে মুহূর্ত্ত ভিতরে তোমার জননীর নিকট উপস্থিত হ'তে পারবে; এসো। (অনুধ্বজকে ক্রোড়ে গ্রহণ ও মায়া প্রভাবে অনুধ্বজ অচেতন।)

বনদেবীর-প্রবেশ।

বনদেবী। হায়—হায় কি হ'লোরে কি করিলি বাপ,
এত শিক্ষা দিয়ে তোরে পেনু মনস্তাপ।
যতনে শিখানু যোগ কৈনু দীক্ষা দান,
ভুলিলে সে সব, হ'লি মায়াতে অজ্ঞান?
ভয়ের খর্ব্বিয়া গর্ব্ব এই কি করিলি,
মায়ার মায়াতে বাছা মোহিত হইলি।
ছিল আশা অনুধ্বজ প্রাণের কুমার,
করিয়া দারুণ তপ কোলেতে আমার।
ভক্তি-রজ্জু দানে বান্ধি আনিবি হরিরে,
মাতা পুত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবরে শ্রীধরে।
হ'লোনা—হ'লোনা আর সে আশা পূরণ,
মায়ার সাগরে মগ্ন হ'লি প্রাণধন?

মায়া অকারণ বনদেবী খেদ নাহি কর,
মায়ার মায়াতে মুগ্ধ মহাযোগী হর।
অন্য কথা দূরে যাক্ মহাবিষ্ণু যিনি,
মায়ার মায়াতে জ্ঞান হারালেন তিনি।
প্রলয় নীরেতে বিশ্ব প্লাবিত যখন,
বটপত্রে হৃষীকেশ যখন শয়ন।
সেইকালে মায়া ঘোরে মোহিত শ্রীহরি,
বিধি না জাগাতে পারে স্তব স্তুতি করি।
সদয় হইয়া নিজে ত্যজিনু শ্রীনাথে,
তবে ব্রতী হন্ হরি দৈত্য সংগ্রামেতে।
তাই বলি বনদেবী মায়ার ছলনে,

কতক্ষণ না ভুলিবে মানব সন্তানে।
সঞ্চিত যতেক পুণ্য আছিল ইহার,
সর্ব্ব নষ্ট হইল তাহা পরশে আমার।
অসার পদার্থ হীন শিশু কলেবর,
রহিল পতিত এবে বনের ভিতর।
স্বকার্য্য সাধন হ'লো কি কাজ এখানে,
যাই চলি নিজ স্থানে আনন্দিত মনে।

(অনুধ্বজের দেহ ভূতলে রাখিতে উদ্যত।)

বনদেবী। মায়াদেবী! ও কি—ও কি, বাছার দেহ ধূলায় ফেলোনা, ও দেহ ধূলার দেহ নয়, এই হতভাগিনী বনদেবীর বক্ষের ধন, দাও—দাও, বক্ষের ধনে বক্ষে দাও।

[বনদেবীর বক্ষে অনুধ্বজের জ্ঞানহীন দেহ স্থাপন করিয়া মায়াদেবীর প্রস্থান।

বনদেবী। বাপধন! একি হ'লোরে বাপ? বনদেবীর সকল আশা সকল ভরসা হতাশ জলে বিসর্জ্জন ক'রে দিলি? ওরে রাজকুমার! ওরে বাপ আমি যে তোকে প্রাণাধিক পুত্র হ'তেও প্রিয় ভেবে পুত্রাধিক স্নেহ দিয়েছি। ওরে জীবনধন! সে স্নেহ দেওয়ার কি এই ফল হ'লো। হায়। হায়! কি হ'লোগো আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো, মায়া-কুহকিনী আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রে গেল। রাক্ষসী আমার ননীর পুতুলকে গ্রাস ক'রে গেল। ওরে অনুধ্বজ! এ তোর কি দশা প্রাণাধিক? ওরে হরি-কিঙ্কর! ওরে হরি-সেবক! গারে গা, একবার হরিনাম মধুর তানে গা, পাপী তাপী সন্তাপী বিলাপী যে যে. যেখানে আছে তাদের প্রাণে একবার হরিনাম সুধা বর্ষণ ক'রে দে। প্রাণকুমার! ঐ দেখ ঐ দেখ, একবার নয়ন উন্মীলন ক'রে চেয়ে দেখ বাপ, তোর দশা দেখে বনচরগণের কি দুর্দ্দশা হয়েছে। ওরে তোর শোকে বনপশু বনপক্ষী আকুল হ'য়ে রোদন কর্‌ছে। ঐ দেখরে ময়ূরগণের সে সুমিষ্ট কেকারব নাই, সে মন ভুলানো মনোহর নৃত্য নাই, সকলে সন্তাপিত হ'য়ে তোর শোকেতে বিকল। পিককুল আর ডাকে না বাপ, তাদের শ্রবণ জুড়ান সে পঞ্চম স্বর রোধ হয়েছে। কোকিলকুল তরুশাখে অধোমুখে ব'সে তোর দুঃখে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন কর্‌ছে। অনুধ্বজ!

ওরে অনুধ্বজ! প্রাণাধিক! ওরে প্রাণাধিক! তোর জন্য সকলেই কাঁদ্‌ছে, সকলেই তোর প্রত্যাশার প্রত্যাশী, তবে একি কল্লি, তাদের আশা পূর্ণ না ক'রে মৃত সাজে কেন, ওঠরে ওঠ, সকলের আশালতা শ্রীমতি হোক্, তেমনি হরিবোল হরিবোল ব'লে বনভূমি প্রতিধ্বনিত কর।

গীত।—তাল লোফা।

গা তোল রে জীবন ধন।
কেন নীরবে আছ শয়ন॥
একবার উঠে বাহু তুলে,
ডাক আনন্দে হরি হরি ব'লে।
কেন—কেন রে বাপ নীরব তুমি,
হরিনামে মাতাও কানন-ভূমি;—
হায় কি হ'লোরে ওরে হৃদয়-রতন,
মায়া হরিল পুণ্য যা করিলি অর্জ্জন॥

যাই—যাই তবে। ওকি! সঙ্গী সহচরী ওরা কেন, কেন আস্‌ছে? এসো না তোমরা! আমি ভিখারিণীর ছেলেকে স্নেহ দিয়ে ভিখারিণী হয়েছি, তাই আমার আর বাঁচবার সাধ নাই, যে সাধে বাঁচতেম, সেই সাধ আর সে সাধের ধন রাক্ষসীর বিষম প্রহারে কাতর হ'য়ে এই দেখ জ্ঞানশূন্য, যাও—তোমরা ফিরে যাও, বনদেবীর নাম ভুলে যাও,—আবার ওকি? আমার পুত্রাধিক প্রজাগণ যে, কি আশ্চর্য্য! ওরা সব আস্‌ছে, আর ওদের সঙ্গে সঙ্গে যে একটি প্রবল তরঙ্গ-বিশিষ্ট মহানদীর সৃষ্টি হ'য়ে আস্‌ছে, ভাল ও নদীর উৎপত্তি স্থান কোথা, ওঃ—নয়ন-প্রান্ত। ওটি তবে নয়নজলের নদী, তবেতো বেশ হয়েছে। আমি কেন ঐ নদী জলেই ঝাঁপ দিই না—সেই ভাল কথা, আয়রে পশু, আয়রে পাখী, আয়রে বনের তরু লতা, আয়রে তোরা, ঘুচা ত্বরা, বুক ভরা বুকের ব্যথা। আয় সব, আজ আমি তোদের কাছে অঋণী হবো, তোদের অশ্রুনীরে যে নদী উৎপন্ন হয়েছে, আমি ঐ নদীতে সপুত্র ডুবে মর্‌বো,—যাই যাই। (গমনোদ্যোগ)

(ইত্যবসরে বালকবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।)

বা, কৃষ্ণ। হেঁগা তুমি কোথা যাচ্ছ ?

বনদেবী। আমি নদী-জলে প্রাণ দিতে যাচ্ছি।

বা, কৃষ্ণ। কেন প্রাণ দিতে যাচ্ছ, আহা, প্রাণ কি ত্যাগ কর্‌বার জিনিষ, লোকে প্রাণকে দেহ-পিঞ্জরে দশ দিন রাখ্‌বার জন্য কত আদর যত্ন করে। বল দেখি প্রাণের মায়া কার না আছে ?

বনদেবী। আছে সকলেরি, কেবল নাই আমার।

বা কৃষ্ণ। তোমার নাই কেন ?

বনদেবী। কেন যে নাই, তা তোমাকে ব'লে কি কর্‌বো, তোমায় ব'লে আমার কি হ'বে ?

বা, কৃষ্ণ। আহা ! আমি শুন্‌তে চাইগো শুন্‌তে চাই, কেন তুমি মর্‌বে আমাকে ঐ কথাটি বল ?

বনদেবী। মরে কি সাধে, মরে অনেক খেদে।

বা, কৃষ্ণ। তোমার খেদ কি ?

বনদেবী। বালক ! দেখেও দেখ্‌ছ না, বুঝেও কেন বুঝছ না, আমার বুকের উপর এটি কি দেখ্‌ছো ? এটি নবীন শিশুর জ্ঞানহীন শবদেহ নয়, এইটি এ হতভাগিনীর দারুণ দুঃখের, অনন্ত খেদের জাজ্বল্যমান কীর্ত্তিস্তম্ভ বিরাজমান।

বা, কৃষ্ণ। খেদ কি, কার তরে কার খেদ, এই কথাটির অর্থ কি, আমায় বুঝিয়ে ব'লে দাও মা ?

বনদেবী। খেদ মনের আক্ষেপ, এই বালকটির জন্য আমার মনে বড় আক্ষেপ হয়েছে, সেই জন্য প্রাণের ভার গুরুভার ব'লে মনে হ'চ্ছে, আর সেই জন্যই সে ভার ফেলে দেব ; তাই নদী-জলে যাচ্ছি।

বা, কৃষ্ণ। ও বালকটি তোমার কে গা ?

বনদেবী। কেউ নয়।

বা, কৃষ্ণ। কেউ নয় যদি তবে ওর তরে তোমার মন কাঁদ্‌লো কেন, ওর জ্ঞানহীন দেহটিকেই বা নিয়ে জীবন ত্যাগ কর্‌তে যাচ্ছ কেন ?

বনদেবী। ও পরের ছেলে—আমার কেউ নয়; তবে কেন যে আমি ওর তরে কেঁদে মর্‌ছি, ওর জন্য প্রাণ দিতে যাচ্ছি তা বল্‌তে পারি না।

বা, কৃষ্ণ। ফেলে দাও—ফেলে দাও, কেন কষ্ট ভোগ কর, ছি—ছি, ওতো এখন মড়া, মড়া ছুঁয়ে থাক্‌তে নাই।

বনদেবী। কি ব'ল্লে, ফেলে দেব, মড়া ছুঁয়ে থাক্‌তে নাই? বালক! তুমি যথার্থই বালক, কথার ভাবে তোমার বালকতা বুঝলাম, তুমি জান এ ধনকে অন্যত্র রাখতে হবে ব'লেই আমি বক্ষে রক্ষা ক'রে জীবনে জীবন দিতে যাচ্ছি, এ ধন আমার অতেজ্য, এ ধন আমার ফেল্‌বার নয়।

বা, কৃষ্ণ। দেখ জীবে আপনাপন কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী। ও শিশু যেমন কর্ম্ম করেছে তদনুযায়ী ফল পেয়েছে। তার জন্য তোমার আত্মহত্যা বিধি নয়।

বনদেবী। সে ধর্ম্মের জগত হ'লে তাই বটে?

বা, কৃষ্ণ। এ কি তবে অধর্ম্মের জগত?

বনদেবী। হাঁ! এ জগতের রাজা যে, সে একটি অধর্ম্মের অবতার, তার ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বোধ নাই, তার রাজ্য শান্তিশূন্য। তার রাজ্য, রাজা বর্ত্তমানে অরাজক—তার রাজ্য যথেচ্ছাচার। তার রাজ্য নরকাকার।

বা, কৃষ্ণ। ছি—ছি, অকারণ কেন বিশ্বপতির নিন্দা করে পাপ সঞ্চয় কর।

বনদেবী। ছি—ছি, তুমি কি জান না; তুমি আর কথা ক'য়ো না; আমি অধার্ম্মিক রাজার নিন্দা করি নাই। তারি বরং মঙ্গলের কাজ কর্‌ছি। যাও—যাও আমি যাই, দুঃখানলে বুক জলে গেল।

বা, কৃষ্ণ। শোননা গো আর একটি কথা বলি।

বনদেবী। কি বল বিলম্ব ক'রোনা।

বা, কৃষ্ণ। হেঁগা! তুমি যে বল্‌লে রাজা অধার্ম্মিক, রাজার রাজ্য অরাজক, এর কারণটা কি?

বনদেবী। কারণ যে কি, তা কি সেই নিদারুণ নিষ্ঠুর মনে মনে জান্‌ছে না, না বুঝছে না।

বা, কৃষ্ণ। সে বুঝছে বুঝুগ্‌, আমায় তুমি বুঝিয়ে দাও না।

বনদেবী। তোমায় কি বুঝিয়ে দেব, তুমি কি বুঝতে পার্‌ছো না? কপট, লম্পট, নিষ্ঠুর! মনে করেছ আমি চিনি নি। এত ধূর্ত্ততা? এত লুকোচুরি

ভাল লাগে। বলি বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হ'য়ে তো সে খেদ, সে আশা, সে পিপাসা মিটিয়েছ। তবে আর কেন সে খেলা? ভুল্‌তে ভুল্‌তে, ভুল্‌তে পারনি বুঝি? নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাকথা, লম্পটতা এ গুলি তোমার বড়ই মধুর, বড় তৃপ্তিকর নয়? বড় প্রিয় নয়? ছি—ছি, হরি কোন গুণে তুমি ভক্ত-প্রাণধন, কোন গুণে তুমি দয়াময়? কেন তোমাকে ভক্ত-প্রাণ হরি ব'লে ডাকে। কাকে সদয় হ'য়ে দয়াময় নামটি পেয়েছ? বল বল মুখ নামিও না অনেক দূর হ'তে এসেছ, আস্‌তে অনেক কষ্ট হয়েছে, কিছু মনে ক'রোনা। কি করবে বল তুমি ভক্ত-বৎসল, ভক্ত অনুধ্বজ তোমার বিপদগ্রস্ত, আহা কাজে কাজেই যথা সময়ে এসে উপস্থিত হ'তে হ'য়েছে।

বা, কৃষ্ণ। বনদেবী! বনদেবী! আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হ'লো, আর বিদ্ধ ক'রোনা, তোমার খরধার বাক্যবাণে অস্থির হলেম, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, অবসর দাও।

বনদেবী। অবসর দেব, একটু পরে, এখনও হয়নি, অন্যায় কাজের সাজা দিতে এখনও অনেক বাকি, স্থির হও কমল-আঁখি, আরও দু চারটি শাণিত শর সংগ্রহ করা আছে।

বা, কৃষ্ণ। তাহ'লে আর বাঁচবোনা দেবী, তোমার সমক্ষে তাহ'লে শ্রীকান্ত নাম নিশ্চয় অস্ত হ'য়ে যাবে।

বনদেবী। যায় যাবে সব আপদ ঘুচে যাবে। ঐ পাপ নামই তো যত অনিষ্টের মূল, ঐ নামেই জীবের সর্ব্বনাশ হয়, ও নাম চার আর যাতে জীব মীনের আঘ্রাণ পথে না যায় তারি তো চেষ্টায় ফির্‌ছি। আহা! মরিরে মরি ঐ পাপ নাম-চারের আঘ্রাণে মজেই তো অনুধ্বজ মীনের এই দশা! দেখ, মায়াময় হরি, মায়া-বড়সীর হেঁচকা টানে আজ এই ক্ষুদ্র মীনটীর প্রাণ শেষ প্রায় ক'রে এনেছে।

বা, কৃষ্ণ। দেবী! অকারণ ভৎর্সনা কর, তুমিতো সবই জান, আগে আমি হরিভক্তকে অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করি, তাতে যদি সেই ভক্তোত্তম আমার পরীক্ষা-সাগর পার হ'য়ে যেতে পারে, তা হ'লে জান্‌লেম সেই একজন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত, তার জন্য সবই কর্‌তে বাধ্য। তার জন্য বিষ খেতে, অনলে পুড়তে, জলে ঝাঁপ দিতে এমন কি আমার প্রাণ তার হাতে হাস্‌তে হাস্‌তে তুলে দিতে পারি,

কাননরাণী, তাতেই বল্‌ছি, ভক্ত হ'তে আমি অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ পাই, তাই ভক্তকেও অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ দিয়ে থাকি।

বনদেবী। তা বেশ, এখন ও সব কথা থাক্‌, প্রাণাধিক অনুধ্বজের উপায় কি হবে তাই বল, তাই শুন্‌তে চাই।

বা, কৃষ্ণ। অনুধ্বজের যে উপায় কি হবে, আমি তা কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে। কারণ মায়া কর্তৃক ওর সঞ্চিত যা কিছু ভক্তি ছিল সে সমস্ত নষ্ট হয়েছে, তা ছাড়া অনুধ্বজের সহিত আমার একপ্রকার সম্পর্ক নাই বল্লেই হয়, আমার এক অংশ—যা জীবাত্মারূপে ওর দেহে অবস্থান কর্‌ছিল, মায়ার প্রভাবে সে অস্তর অংশটিও বিমোহিত, কাজেই আমার সহিত ওর পৃথক্‌ ভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বনদেবী। ভাল দয়াময়, বেশ শুন্‌লাম, পথ ছাড় এখন বিদায় হই।

বা, কৃষ্ণ। তুমি আর কোথায় বিদায় হবে?

বনদেবী। কেন আমার কি আর স্থান নাই?

বা, কৃষ্ণ। কোথা স্থান, যেথানে যাবে সবই আমার, যেখানে সেইখানেই আমার কীর্ত্তি, আমা ছাড়া স্থান কৈ?

বনদেবী। নরকে যাব. নরকেও কি তুমি?

বা, কৃষ্ণ। নরকেও আমি স্বর্গেও আমি, পাপেও আমি, পুণ্যেও আমি, অধিক কি ব্রহ্মাণ্ড যথন আমার লোমকূপ মধ্যে তথন আমি ছাড়া আর স্থান কোথায়? কোথায় যাবে যেও না! অনুধ্বজের মায়াময় অপদার্থ দেহ ফেলে দাও, ওর কোন উপায় হবে না।

বনদেবী। দেখ হরি, আমি তোমাকেও ছাড়তে পারি, তোমার নামও ভুল্‌তে পারি, কিন্তু বৎস অনুধ্বজকে ত্যাগ করা দূরে থাক্‌, এ মুখটি আমি এক লহমার জন্য না দেখে প্রাণধারণ কর্‌তে পারবো না, তোমায় মিনতি করি, তোমার পায়ে ধরি, আর আমার প্রাণে দুঃখের আগুণ জেলে দিও না। আহা! দেখ দেখি, তুমিত করুণাময়, বাছার শুষ্ক মুখটি দেখেও কি করুণার উদয় হ'চ্ছে না? ভাল মাধব! অনুধ্বজ নয় মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হ'য়ে হরিভক্তি শূন্য হয়েছে; কিন্তু শ্রীকান্ত এ অধিনী তো কমলারাধ্য কমল চরণ দুটী চারিযুগ ধ'রে সেবা ক'রে আস্‌ছে, বনমালী! তাতে কি দাসীর কিছু মাত্র হরিভক্তি সঞ্চিত করা হয় নাই, যদি তা হ'য়ে থাকে, তাহলে আমার উপার্জ্জিত সেই হরিভক্তি

আমি প্রফুল্ল মনে বৎস অনুধ্বজকে অর্পণ কর্‌বো, আর যদি তাও না হ'য়ে থাকে তাহলে ভিক্ষা ক'রে তোমার নিকট এই ভিক্ষা নিচ্ছি, তুমি আমার অনুধ্বজের পূর্ব্ব-সঞ্চিত হরিভক্তি যা মায়ার দ্বারায় নষ্ট হয়েছে, তাই অবিলম্বে বাছাকে দান কর, শ্রীচরণে দাসীর এই প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তেই হবে।

গীত।—কীর্ত্তন।

হরি পূরাও হে মনোবাসনা।
আমি পতিত হে বড় বিপদে,
আমায় রাখ রাখ ও শ্রীপদে।
(ওহে বিপদ-বারণ) (ওহে মধুসূদন)
আজি স্নেহ দিয়ে এই শিশু-ধনে,
বন্দী হয়েছি বাছার সদনে,
(আর উপায় নাই হে) (অনুধ্বজ বিনা)
আমার পুত্র হ'তেও প্রিয় এ ধন,
(এর কারণে) আমি পারি হরি দিতে জীবন।
(তাতে কোন দুঃখ নাই হে) (আমি মনোসুখে)
আর তব পদে নাই কামনা,
কেবল প্রাণাধিকের উদ্ধার বিনা,
(ওহে পতিতপাবন) (ওহে বিপদ বারণ) ॥

বা, কৃষ্ণ। বন সুশোভিনি! তোমার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ কর্‌বো। দেবি! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে ও শিশু অনুধ্বজের গতি বিধান কর্‌তেই তো আমি এসেছি। তবে এতক্ষণ তোমার মন পরীক্ষা কর্‌ছিলাম। দেখ্‌ছিলাম আশ্রিত শরণাগত প্রতি তোমার ঐকান্তিক স্নেহের টান আছে কি না, তুমি অনুধ্বজকে বাস্তবিক পুত্রাধিক ভালবাস কি না? কাননরাণী! বৎস অনুধ্বজের হরিভক্তি যা—মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছিল, আমি সেই হরিভক্তিকে বৎসের

হৃদয়ে পুনর্ব্বার স্থাপন করলেম। এক্ষণে তুমি বৎসকে ল'য়ে সঙ্গোপনে তপস্যায় প্রবর্ত্ত করগে, কারণ কাশীপতি দুষ্ট জয়কেতু অনুধ্বজের অনিষ্ট চেষ্টায় ফির্‌ছে। যাও অল্পদিন পরেই অনুধ্বজের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীধাম,—রাজ-কক্ষ।

জয়কেতু ও সুরমা।

সুরমা। মহারাজ! ধরি পায়,
রাখ রাখ অভাগীর কথা;
দিওনা দিওনা মর্ম্মে ব্যথা।

জয়কেতু। কেন বৃথা হেন অনুরোধ?
পর-পুত্র হেতু কেন এ বিলাপ?
জেনো রাণী! অরির তনয় মিত্র কভু নয়,
সর্পসুত খলতা কি ত্যজে?
পাইলে সময় দংশে সুনিশ্চয়।

সুরমা। মাতৃপ্রাণ আমার রাজন্।
পর-পুত্র নিজ পুত্র সমান সকলি।
বিশেষতঃ, অনুধ্বজে বড় স্নেহ হয়,
আহা! রাজার তনয় শৈশবে পাইল ব্যথা
রাজা পিতা রাজরাণী মাতা,
রাজভোগ রাজপুরী পরিহরি,
বঞ্চে কাল অরিপুরে কারাগারে।

তাহে বাদ কি কারণে সাধ নরনাথ ?
অভাগিনী অনাথিনী করি চন্দ্রমারে
মিটিল না কি মনোসাধ ?
হলোনা কি আশা সম্পূরণ ;—
পুনঃ চাও সাধিতে অহিত ?
অকুল সাগর-মাঝে ক্ষুদ্র তরী সম,
আঁধার ভবন মাঝে দীপালোক সম,
এক মাত্র আছিল যে ধন,
তারে ল'য়ে ফেলিতে চাও জলে ?
পুত্র কন্যা আছেতো তোমার
অপুত্রক নহতো ভূপাল,
বুঝতো পুত্রের মর্ম্ম !
বল তবে রাজা !
কোন প্রাণে হেন কর্ম্ম করিতে হে চাও ?
তব পুত্রে যদি কেহ বধিবারে চায়,
কেমন আঘাত লাগে সে কথা শুনিলে,
হৃদয়-নন্দন অরি যেই দুরাচার
মিত্র বলি তারে কভু হয় কিহে জ্ঞান ?
মনে হয়
নখে ছিঁড়ি মুণ্ড তার ফেলি ভূমিতলে,
মনে হয়
সহস্র অশনি পড়ুক তার শিরে,
মনে হয় দাবানল ছাড়ি বনস্থলী
গ্রাস করুক্ নন্দন-ঘাতীরে।
সেইরূপ সবার নন্দন রাজা,
চন্দ্রমার হৃদি-দ্বার করি উদ্ঘাটন
দেখ চেয়ে একবার,
দেখিবে সেথায়,

পুত্র অরি যেই জন তার
তার বধ হেতু
কত তাপ ধরিয়াছে বুকে।
দাবানল কালানল,
বাড়বানল যাহা
মনানল সম নহে রাজা।
এ অনল আত্মা নাশ করিবারে নারে।
মনাগুণে বিশ্ব-আত্মা ধ্বংসে সুনিশ্চয়!
তাই বলি মহারাজ!
ভুলে যাও পাপের কামনা,
ভুলে যাও কুচিন্তা ভাবনা,
অনুধ্বজে অরি বলি না কর গণন।

জয়কেতু। আশ্চর্য্য কথন!
উন্মাদ হ'লে কি রাণী?
পাপ কিবা পুণ্য কিবা
কিছু নাহি বুঝি,
পাপ পুণ্য অলীক প্রবাদ
কবির কল্পনা।
তবে এই মাত্র বুঝি মনে
যেই দুষ্ট অনিষ্ট মোর করেছে সাধন
সবংশে নিধন তায় করিব নিশ্চয়।

সুরমা। একি মহারাজ!
একি বুদ্ধি তব
পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম
কিছুই কিছু নয়?

জয়কেতু। হাঁ রাণী!
বিবেচনা মোর এইরূপই হয়।
যাও এবে নিজ কক্ষ-মাঝে

কি কাজ তোমার হেথা ?
না চাই শুনিতে তব কথা।

সুরমা। খেদ নাহি তায়,
স্বামী তুমি, গুরু তুমি,
তাই অনুবোধ,
অমঙ্গল ঘটে যদি তব,
অংশী আমি তার।

জয়কেতু। হা—হা—হা।
মনে কি ভেবেছ রাণী,
অরির তনয় আছয়ে জীবিত ?
কারাগারে নাহি আর
যমাগারে করেছি প্রেরণ।

সুরমা। হা নিদারুণ ! হা নৃশংস ভূপাল !
কি শুনালে আজ
শত বাজ পড়িল মাথায় ?
অনুধ্বজ ! অনুধ্বজ !
প্রাণপণে তোমাধনে করিয়া যতন
নারিনু রক্ষিতে।
আহা মরি মরি !
যাদুমণি অন্তিম সময়ে
পেয়েছ রে কত ব্যথা,
নয়নের জলে তোর
ধরাতল হয়েছে প্লাবিত,
মা মা ব'লে কেঁদেছরে কত।
সে রোদনে পাষাণের হিয়া গেছেরে গলিয়া।
উহু মরি মরি ! বুক ফেটে যায়।
যাতনায় আকুল পরাণ,
মহারাজ হা নিঠুর স্বামিন্ !

কেমনে—কোন প্রাণে
নবীন কোমল গায় কৈলে অস্ত্রাঘাত
দয়া কি হলোনা মনে ?

জয়কেতু আরে মর্! ক্রমেই যে বাড়িছে জঞ্জাল,
যাও রাণী অন্তঃপুরে।
মন্দ মন্দ করি অঙ্কুশ প্রহার
উত্যক্ত না কর মাতঙ্গেরে।
কি হ'তে কি হয় বুঝা নাহি যায়
হতমান হইবে কি শেষে ?
কাজ নাই মানে মানে যাহ চলি।

সুরমা। যাব রাজা! না রব হেথায়,
রব না হে তব পাপপুরে।
দুহিতারে কোলে ধরি রাজপুরী ছাড়ি,
দেশান্তরে করিব গমন।
স্বামী হ'য়ে সাধে বাদ সাধিয়াছ তুমি,
উচিত না হয় আর রহিবারে হেথা।

জয়কেতু যাও চলি এই দণ্ডে,
যাও চলি যেথা মন চায়,
বারিবে না কাশীর রাজন্,
বারিবে না কভু জয়কেতু।

সুরমা চলিলাম নররাজ,
থাক সুখে ইহাই কামনা।

[সুরমার প্রস্থান

(রণকেতুর প্রবেশ।)

জয়কেতু। কি রণকেতু সংবাদ কি ?

রণকেতু। মহারাজ! কোথাও তার অন্বেষণ পায়নি, দূতগণ কেবল বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসেছে

জয়কেতু। এ্যা—বল কি! তবে সে কোথায় গেল!

রণকেতু। বোধ হয় সেস্থান ছেড়ে দূর দূরান্তরে পলায়ন করেছে।

জয়কেতু। হাঁ ঠিক, প্রাণের ভয়টাতো সকলেরি আছে। তবে রণকেতু এখন উপায় কি বল দেখি?

রণকেতু। আজ্ঞে আমি একবার স্বয়ং যাব, এমনি ইচ্ছা ক'চ্ছি, তবে মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা।

জয়কেতু। তুমি যাবে?

রণকেতু। আজ্ঞা।

জয়কেতু। আচ্ছা যেতে পার, শত্রুর আর ছোট বড় নাই, শত্রু দুর্ব্বল যেমন প্রবলও তেমনি, পাপ শিশু অনুধ্বজকে যদ্যপি ক্ষুদ্র ব'লে আজ আমি হেয় জ্ঞানে পরিত্যাগ করি, তাহলে নিশ্চয় তার হাতে আমার জীবন-লীলা অবসান হবে, তাতে আবার সে নাকি শুন্‌ছি হরি-তপস্যায় প্রবর্ত্ত হয়েছে। রণকেতু! রণকেতু! আর এক দণ্ড বিলম্ব বিধি নয়, শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও, তোমাকে সপ্তাহকাল সময় দিলাম, সপ্তাহ পরে দুষ্ট অনুধ্বজের ছিন্ন মুণ্ড আমায় এনে দেখান চাই—যাও।

রণকেতু। যে আজ্ঞা, আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

জয়কেতু। তাইতো, হাতের মুঠোর ভিতর শিকার ছিলো। তাকে বিনষ্ট কর্‌তে পার্‌লেম না।

(সুরমার প্রবেশ।)

সুরমা। মহারাজ! তাকে বিনষ্ট করা কি কথার কথা।

জয়কেতু। একি! তুমি আবার কোথা হ'তে এলে?

সুরমা। এই নিকটেই ছিলাম, গুপ্ত পরামর্শ সমস্তই শুনেছি।

জয়কেতু। কি গুপ্ত পরামর্শ?

সুরমা। অনুধ্বজকে গুপ্ত হত্যার পরামর্শ।

জয়কেতু। সেতো অনেক দিন বিনষ্ট হয়েছে।

সুরমা। মিথ্যা কথা, আমি সব শুনেছি, মহারাজ আর লুকিও না।

জয়কেতু। লুকাবার আবশ্যক কি, তোমায় কি আমি ভয় করি? যাও তেজ্যপত্নী হ'য়ে আবার বাক্যালাপ কর্‌ছো, ধিক্ তোমাকে।

সুরমা। মহারাজ! তুমি স্বচ্ছন্দেই ত্যাগ কর্‌লে বটে, কিন্তু আমি তা পারি কৈ? তবে স্বামীর আজ্ঞা পালন করা স্ত্রীর এক মাত্র ধর্ম্ম, তাই আমি তোমার আজ্ঞানুসারে এখনই রাজপুরী ছেড়ে চ'লে যাব; কিন্তু মহারাজ! তুমি হরি-ভক্ত শিশু অনুধ্বজকে বার বার উত্যক্ত করোনা, এ পর্য্যন্ত কেউ কখনও হরি-ভক্তের অনিষ্ট কর্‌তে সক্ষম হয় নাই। ভেবে দেখ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু হরি-ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণবিনাশের জন্য কত প্রকার মন্ত্রণা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কি কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছিলেন? তা পারেন নাই। শেষে নৃসিংহ-রূপী শ্রীহরি কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু নিজেই নিধন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আরও দেখ হরিভক্ত চন্দ্রহাস দুষ্টমতি ধৃষ্টবুদ্ধি দ্বারায় কত রূপ বিপদ-পাথারে পতিত হ'য়ে অব-হেলে তরে গেছে। ভক্তবৎসল হরি নিয়ত আপন ভক্তগণের কাছে কাছে থাকেন। ভক্তকে রক্ষা কর্‌বার জন্য তিনি বৈকুণ্ঠবাস ত্যাগ ক'রে বনে, জলে, অনলে, প্রান্তরে, শৈলে অহর্নিশি বিচরণ করেন। মহারাজ! হরিভক্তের প্রাণ নষ্ট কর্‌তে বার বার চেষ্টিত হ'লে ভক্ত-প্রাণ হরি আর কত সহ্য কর্‌বেন? আর হরি রুষ্ট হ'লে নিস্তার কোথায়? সর্ব্বনাশ হবে, হরিকোপে রাজপুরী ছারখার হ'য়ে যাবে।

জয়কেতু। আরে পিশাচি! তুই তবে আমার মৃত্যুপথ নিরীক্ষণ ক'রে আছিস্। উঃ—দুষ্টে! তুই আমার পত্নী নস্ শত্রু। যা পাপিনী এখনি যা, আমার সমক্ষে আর একদণ্ড থাকিস্ নে।

সুরমা। থাকৃতে তো চাইনে, এখনিই তো যাবো, তোমার কথা না শুন্‌লে তোমার কথামত কাজ না কর্‌লে আমার উপায় কি, তুমি আমাকে এখনি বলনা যে, তোর প্রাণ চাই, আমি তাহ'লে মনের সুখে তোমার হাতে প্রাণ দেব। তুমি বিষ খেতে ব'ল্লে আমি বিষ খাব। তুমি আগুণে পুড়তে ব'ল্লে আমি তাই কর্‌বো। আমার তুমি যে সর্ব্বস্ব, তাইতো অমন ক'রে অনুধ্বজের অনিষ্ট কর্‌তে নিষেধ কর্‌ছি, তোমার অনিষ্ট হ'লে আমার যে তাতে সর্ব্বনাশ হবে।

জয়কেতু। যা—যা রাক্ষসী, আর তোর মিষ্ট বাক্যে আমি সন্তুষ্ট হ'বো না, তুই আমার দৃষ্টিপথ হ'তে সরে যা, আমি তোর কোন কথা শুন্‌বো না, তুই আর

আমায় কোন কথা বলিস্ না। জয়কেতু কাকেও ভয় করে না! ভয়নাশনী অভয়া যতদিন সদয়া, ততদিন হরিই হোন্, হরই হোন বা ইন্দ্র চন্দ্র হোন কাকেও ভ্রুক্ষেপ কর্‌বো না, কারু ভয়ে জয়কেতুর হৃদয় কম্পিত হবে না। যা—যা, কন্যাসনে এখনি দূর হ।

(ইত্যবসরে বালিকা অরুণার প্রবেশ।)

অরুণা। হেঁ মা, বাবা কোথায় মা? ঐ যে বাবা দাঁড়িয়ে, বাবা—বাবা! কোলে নাওনা বাবা। (কোলে উঠিতে গমন।)

জয়কেতু। দূর হ। (পদাঘাত।)

অরুণা। (পদাঘাতে ব্যথা পাইয়া সক্রন্দনে) মা! মা! দেখনা মা, বাবা আমাকে মেলে।

সুরমা। কি কর্‌বো মা, তোর আর তোর হতভাগী মায়ের কপাল মন্দ হয়েছে।

অরুণা। কেন মা, কপাল মন্দ হলো কেন?

সুরমা। দেখ্‌ছিস্‌নে বাছা, তোর বাপ তোকে লাথি মেরে ফেলে দিলে।

অরুণা। হেঁ মা, আমাদের কপাল মন্দ হয়েছে বলেই বুঝি বাবা আমাকে মেলে, আমি মনে করেছিনু বুঝি আমি হয়তো অনুধ্বজের জন্যে আবার ভুলে কখন হয়তো কেঁদে ফেলেছিনু, তাই বাবা রাগ করে আমাকে মেলে।

সুরমা। অরুণা! আজ হ'তে যে আর তোর বাপ আমাদের রাজপুরীতে থাকৃতে দেবে না।

অরুণা। কেন মা, আমাদের কপাল মন্দ হয়েছে বলে?

সুরমা। হাঁ।

অরুণা। কেন মা। বাবা থাকৃতে আমাদের কপাল মন্দ কেন হ'লো? আমাদের কপাল যাতে ভাল হয়, বাবাকে তাই করতে বল্‌না মা।

সুরমা। মহারাজ! তোমার আদরের অরুণা কি বল্‌ছে শুন্‌ছো, যে অরুণাকে তুমি ত্যাগ করেছ, সে কি বলে একবার কাণ পেতে শোন।

জয়কেতু। পিশাচি তোর গর্ভসম্ভূতা ঐ পিশাচিনী কন্যা তো, ওই বা কেন নানারূপ মায়ামাখা কথা না জান্‌বে বল্।

সুরমা। চল্ মা অরুণা, রাজপুরী হ'তে যাই চল্।

অরুণা। কেন মা আমাদের ঘর ছেড়ে কোথায় যাব ?

সুরমা। আমাদের ঘর আর নাই মা, আমরা এইবার পথের ভিখারিণী হয়েছি, গাছতলায় থাক্‌বো, লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে ক'রে এনে তোকে খাওয়াব। যা—তোর বাপকে প্রণাম ক'রে আয়।

অরুণা। হেঁ মা ! সত্যি করেই কি আমাদিগকে এখান থেকে যেতে হবে ?

সুরমা। হেঁ বাছা সত্যি ক'রে বৈকি ? তোর পিতার আদেশ হয়েছে।

অরুণা। তবে চল মা ! আমি অনুধ্বজের সঙ্গে একদিন খেলা কচ্ছিনু, সে খেলাতে খেলাতে আমাকে বলেছিলো, বাপ মায়ের কথা খুব শুন্‌তে হয়। বাপ মা যদি মর্‌তে বলে, তাহলে তখুনি মর্‌তে হয়।

সুরমা। তা বৈকি মা ! অনুধ্বজের সে কথাটি যথার্থ কথা। এখন যাও তোমার বাপকে প্রণাম ক'রে এস।

অরুণা। বাবা ! তুমি মাকে আর আমাকে ঘর ছেড়ে যেতে বলেছ বলে তাই আমরা যাচ্ছি। (প্রণাম করণান্তে) হেঁ বাবা আবার কতদিনে আস্‌বো বাবা ?

জয়কেতু। আমি ম'লে আস্‌বি।

অরুণা। মা ! বাবা ভাবি রাগ করেচে। চল্ মা, আমরা না গেলে বুঝি বাবার রাগ যাবে না।

সুরমা। মহারাজ ! হতভাগী প্রণাম কর্‌ছে।

জয়কেতু। তোর আবার প্রণাম কেন, যদি প্রণাম কল্লি তবে তার এই আশীর্ব্বাদ। (পদাঘাত)

সুরমা। আহা ! হতভাগিনীর প্রতি স্বামীর বড় কৃপা। তাই কৌশলে প্রকারান্তরে প্রাণের দেবতা শ্রীচরণ-ধূলি দিলেন, আজ আমি ধন্যা হলাম। (প্রকাশ্যে) মহারাজ ! তবে যাই।

জয়কেতু। এইক্ষণে—এইদণ্ডে।

সুরমা। যে আজ্ঞা, আয় মা।

[প্রস্থান।

জয়কেতু। এঁ্যা—তাইতো, পাপিনী কতদূর গেল, এ সময় গৃহ হ'তে দূর ক'রে দেওয়াটা ভাল কাজ হলোনা, সপ্তাহকাল কারারুদ্ধ ক'রে রেখে—পরে গৃহের বার ক'রে দিলেই বেশ কাজ হ'তো। ঠিক মনে হচ্ছে সে নিশ্চয় অনুধ্বজের অন্বেষণ ক'রে তার সঙ্গে দেখা করবে, আমার গুপ্ত পরামর্শ তাকে ব'লে দিয়ে সতর্ক ক'রে দেবে। যেহেতু, অনুধ্বজের প্রতি তার আন্তরিক বড় স্নেহ, বিশেষতঃ তার মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, অনুধ্বজের সহিত অরুণার বিবাহ হোক্ কিন্তু আমার ভাব গতিক দেখে আমার ভয়ে সাহস ক'রে কিছু বল্‌তে পার্‌তো না। তাইতো, সব কাজ মাটি হ'লো। ওহে প্রহরি!

নেপথ্যে প্রহরী। আজ্ঞে, যাই মহারাজ! (উপস্থিত হইয়া) দাসকে কি জন্য ডাক্‌লেন?

জয়কেতু। শীঘ্র যাও, রাণী অরুণাকে ল'য়ে কতদূর গেল দেখ।

প্রহরী। আজ্ঞে দেখা পেলে কি বল্‌বো?

জয়কেতু। বল্‌বে আর কি, বলপূর্ব্বক ল'য়ে এসে কারারুদ্ধ কর্‌বে—যাও।

প্রহরী। আজ্ঞে, রাণী মা।

জয়কেতু। যা—যা বিলম্ব করিস্‌না, সে পাপিনী রাণী নয়।

প্রহরী। যে আজ্ঞে। [বেগে প্রস্থান।

জয়কেতু। রণকেতু এখন কৃতকার্য্য হ'লে হয়, যতক্ষণ না দুরন্ত বালকের ছিন্ন মুণ্ড দেখ্‌ছি, ততক্ষণ সুস্থ হ'তে পার্‌ছিনে। যে দিনে ঘাতক এসে সংবাদ দিলে, অনুধ্বজ চোক বুজে ব'সে কি ভাবছে, সেই দিন হ'তেই মনটা কেমন এক রকম ভাবান্তর হ'য়ে গেছে। কে যেন বল্‌ছে, জয়কেতু! তোমার রাজ্য তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার সিংহাসন এ সমস্তই অনুধ্বজের পদতলে। অধিক কি তোমার এক মাত্র যে কন্যারত্ন অরুণা, তাও তোমার অরি-পুত্র অনুধ্বজের। উঃ—উঃ, একিরে ভবিষ্যৎ কল্পনা! কোথা হ'তে এ কল্পনার উদয় হ'চ্ছে, এখনি সেখান ছিঁড়ে ফেল্‌বো। ওঃ—এও কি সহ্য হয়। অরি-পুত্র অনুধ্বজ আমার সমগ্র ধন সম্পত্তির এবং আমার দুহিতা অরুণা-রত্নেরও অধিকারী হবে হৃদয় ফেটে যাবে, প্রাণ বার হ'য়ে যাবে। এঁ্যা—তা যে দেখ্‌ছি সত্যই হবে, আমি যে তার পথ ক'রে দিলেম, অহো কি কর্‌লেম রে! কি হ'লো।

(ইত্যবসরে প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। মহারাজ! নগর ছাড়িয়ে গিয়েও দেখ্‌নু, তাঁদের দেখা পেলেম না।

জয়কেতু। এ্যাঁ! পেলিনা—দেখা পেলিনা? চল্—চল্, চারিদিকে অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিইগে, তাদের ধ'রে আনা চাই।

[রাজার বেগে প্রস্থান।

প্রহরী। রাজা বেটার নেহাৎ মতিচ্ছন্ন বুদ্ধি ধরেছে, নইলে তেমন স্ত্রীকে কি কেউ ত্যাগ করে। আহা! লক্ষ্মীগো লক্ষ্মী। এতদিন অন্দরে পাহারা দিচ্ছি বটে; কিন্তু কখনও লাল লাল পা দুখানি বৈ মুখখানি দেখ্‌তে পাইনি। হ্যা—তোর রাজার বাপের নেপে আগুণ, বেটা সুখী হ'বি কাকে নিয়ে,—যাই বাবা, আর বেশী বিগ্নে ছর্‌কুটে কাজ নেই। আজ কাল রাজা বেটার যা টের্‌চা মেজাদ খানা হয়েছে, শুন্‌তে পায়তো আমিতো আমি, আমার চৌদ্দগুষ্টিকে এক খাদে দেবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

ক্লান্ত শরীরে যম।

যম। আর পারি না, এই স্থানে একটু বসি। (উপবেশন) আঃ—ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে চলৎশক্তি একবারে রহিত প্রায়। কি দুর্দ্দিন, কি দুঃসময়, আমার নফর যে চিত্রগুপ্ত, সে আজ মনের আনন্দে যমের আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে কর্ত্তৃত্ব ক'চ্ছে, আর যম কি না সভয় অন্তরে দীন হীন বেশে প্রান্তরে প্রান্তরে, নগরে নগরে,

দেশে দেশে, ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছে। হায়রে অসৎকার্য্যের এইরূপই পরিণাম। পরিণাম? এখনও পরিণামের অনেক দূর, সূত্রপাতেই এতদূর কষ্ট, সমাপ্ত পর্য্যন্ত যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা পেতে হবে, তা জানিনা। ইন্দ্রলোকে গেলাম, চন্দ্র-লোকে গেলাম, প্রত্যেক অমরবীরের দ্বারে দ্বারে ফির্‌লাম, কিন্তু কেহই স্বীকৃত হলোনা, অভয়ার শত্রু বলে সভয়ে সকলেই আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হ'লো, আর কোথা যাব, আর যাবারই বা স্থান কোথায়? ব্রহ্মলোক, তা সেথা গিয়েই বা ফল কি, অমরপুরে শুন্‌লেম তিনি সন্ধ্যায় উপবেশন করেছেন, তার মহাসন্ধ্যা সমাপ্তির আশায় নিশ্চিন্ত থাকি কিরূপে, এদিকে যে আমার জীবন-সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, কি করি—যোগাসন পর্ব্বতে যোগীবর শঙ্করের পদাশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে যাব। এঁ্যা—কি সর্ব্বনাশ! কি বল্‌ছি, ভবানী-বৈরীকে ভব পদাশ্রয় দান কর্‌বেন, যে তারা ত্রিলোচনের নয়ন তারা, তিনি কি কখন তারিণী-শত্রুকে অভয় দানে অভয়ার কোপানল হ'তে রক্ষা কর্‌বেন, এ অতি অসম্ভব কথা, এ কথা বিশ্বাস হয় না। না যাব না, মহারুদ্রের শরণ গ্রহণ কর্‌বো না, শরণ গ্রহণ কর্‌তে গিয়ে কি নিধন প্রাপ্ত হবো। উঃ—শিব-ত্রিশূলের ভীষণ তেজ এখনও যমের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হ'চ্ছে। মার্কণ্ডের জীবন গ্রহণ কালে—মহাকাল, কালকে যথোচিত শাস্তি দান করেছিলেন, আর না, আর কোথাও যাব না।

গীত।—তাল আড়া।

আর যাব না কোন স্থানে।
যা আছে কপালে তাহা হবে এক্ষণে॥
যথা যাই যার কাছে,
রক্ষ এ অপরাধীকে,
নিতেছি শরণ আজি তোমার হে;—
আমি অভয়ার হয়েছি অরি,
ভ্রমি ভয়ে তিনপুরী,
কেবা কোথা আছে হেন রাখে রবি-নন্দনে॥

(ইত্যবসরে ছদ্মবেশে মহাদেবের প্রবেশ।)

যম। ওকি! কে আস্ছে? কালী, কালী, মহাকালী, ছদ্মবেশে, ছদ্মবেশে আমায় নাশ কর্‌তে? হায়-হায়-হায়! এ সময় কে কোথায়! ভীষণ প্রান্তরে প্রাণ হারালেম। পত্নী পুত্র কাকেও দেখতে পেলাম না। ঐ ঐ ঐ এলো, মেলে—মেলে, ওমা কালীকৈবল্যদায়িনী! ওমা আশুতোষ বিমোহিনী! ও মা অভয়ে! ওমা বিজয়ে। রক্ষা কর মা রক্ষা কর।

ছদ্মবেশী মহাদেব। ভয় কি, ভয় কি, কোন ভয় নাই।

যম। এঁ্যা! এঁ্যা! কি ব'ল্লে ভয় কি? না—না, যমকে অভয় দেবে এমন ভয়হীন নির্ভয় শরীর কার, ও ভয় কি বলে নাই, আমার শোন্‌বারই ভুল, ওঃ কালী—মহাকালী জয় জয় রবে আস্ছে, প্রাণ নিলে, যমের প্রাণ এইবার গেল।

ছ, মহাদেব। স্থির হও, স্থির হও, আমি কালিকা নই।

যম। এঁ্যা—সত্য বল্‌ছেন আপনি কালিকা নন্?

ছ, মহাদেব। যথার্থ বল্‌ছি আমি কালিকা নই।

যম। তবে কি আপনি কালিকার গুপ্তচর? নন্দী না বীরভদ্র? ছদ্ম-বেশে বুঝি পলায়িত যমের অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন? মহাশয়! দোহাই মহাশয়, রক্ষা করুন্। রক্ষাকালীর করাল অসি-মুখ হ'তে এ হতভাগ্য যমের প্রাণ রক্ষা করুন্।

ছ, মহাদেব। হাঁহে কৃতান্ত! কালিকারে যদি এতই ত্রাস, এতই আশঙ্কা, তবে তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করনি কেন?

যম। মহাশয়! দুর্ভাগ্য যম সে সময় ভালরূপ বুঝে উঠতে পারেনি।

ছ, মহাদেব। কেন ভালরূপ বুঝে উঠ্‌তে পারনি? অবশ্যই সে সময় তোমার মনের কোনরূপ উদ্দেশ্য ছিল। বল, সত্য কি মিথ্যা?

যম। আজ্ঞে হাঁ, উদ্দেশ্য ছিল।

ছ, মহাদেব। কি উদ্দেশ্য ছিল বল।

যম। আজ্ঞে, ভগবান মহাদেবের, ভগবান বিষ্ণুর এবং ভগবান পদ্মাসনের আদেশ প্রতিপালন করা এই উদ্দেশ্য মাত্র।

ছ, মহাদেব। তাঁরা তোমায় কি আদেশ করেছিলেন?

যম। মহাশয়! বিধি, বিষ্ণু, মহেশ্বর এরা আমায় যমত্ব দান ক'রে পরে এই আদেশ করেছিলেন, বলেছিলেন দেখ যম! যে জীবের প্রেতাত্মা তোমার নিকট আস্‌বে, আর যেন তার সে আত্মা পূর্ব্বদেহ আশ্রয় না করে।

ছ, মহাদেব। তবে যে তুমি ব'ল্লে, কালিকার প্রার্থনা পূরণের বিষয় তখন ভালরূপ বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

যম। আজ্ঞে, কি আর বল্‌বো বলুন্‌।

ছ, মহাদেব। তবে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কথা উলঙ্ঘন করতে পার বল।

যম। মহাশয়! তা পারি কৈ? না পারাতেইতো যমের ভাগ্যে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা।

ছ, মহাদেব! ছি ছি ছি কৃতান্ত! তুমি এত ভ্রান্ত হয়েছ কেন? হাঁহে তোমাকে যে লোকে ধর্ম্মরাজ ব'লে জানে, বলি তার কি এই পরিচয়?

যম। মহাশয়! মৃতের উপর আর অস্ত্রাঘাত করায় কোন ফল নাই।

ছ, মহাদেব। বলি ওহে সর্ব্বান্তক! দণ্ডী রাজার বৃত্তান্ত কি শোন নাই—না তুমি জান না? সেও ত্রিলোকপতি শ্রীপতির রোষানলে পতঙ্গরূপে পতিত হয়েছিল, কিন্তু কাল! তার সে পতঙ্গদেহ কি হরি-রোষানলে দগ্ধ হয়েছিল?

যম। তাতো হয় নাই।

ছ, মহাদেব। তবে তুমি এত অস্থির হ'চ্ছ কেন?

যম। মহাশয়! আমি কি আর সাধে অস্থির হ'চ্ছি, দণ্ডী নৃপতিকে ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডব পঞ্চ সহোদর আশ্রয় দিয়েছিল; কিন্তু আমায় যে কেহ আশ্রয় দিতে সম্মত হ'লো না।

ছ, মহাদেব। তুমি কার কাছে গিয়েছিলে?

যম। ইন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোকে, গন্ধর্ব্বলোকে এমন কি, পিতৃআশ্রয় লাভ কর্‌বো ব'লে সূর্য্যলোকে পর্য্যন্ত গেলাম; কিন্তু সকলেই বাম হলেন, পিতা অস্পষ্ট-স্বরে বল্লেন, জগৎমাতা দিগাম্বরীর যে বৈরী, তাকে আশ্রয় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

ছ, মহাদেব। ভাল, বিষ্ণু কিম্বা বিধি অথবা মহেশ্বরের নিকট কি আশ্রয় লাভেচ্ছুক হ'য়ে গিয়েছিলে?

যম। আজ্ঞে না, সপ্তসর্গবাসী দেবগণের প্রত্যেকের নিকটই গিয়েছিলাম।

ছ, মহাদেব। তবে আর কার দোষ বল, যারা তোমাকে যমত্ব দিয়েছেন, যারা তোমাকে প্রেতাত্মা পূর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট হ'তে দেবার জন্য নিষেধ ক'রে দিয়েছেন, তুমি যখন তাঁহাদেরই নিকট যাও নাই।

যম। মহাশয়! তাঁদের নিকট কেমন ক'রে যাব?

ছ, মহাদেব। কেন তাঁদের কি কোন অনিষ্ট করেছ?

যম। তাঁদের অনিষ্ট কাজ কিছুই করি নাই, বরং তাঁদেরি ইষ্ট-সাধন কর্‌তে গিয়েই এই অনিষ্ট ঘটেছে।

ছ, মহাদেব। তবে তাঁদের নিকট যাবার আপত্তি কি?

যম। মহাত্মন্! যাবার আপত্তি এই, আমি মনে ভেবে দেখ্‌লাম, যাদের নিকট যাবো তাঁরাই বা কে আর মা কালিকাই বা কে! বিধি, বিষ্ণু, শিব, এরাই কালী, আবার কালিকাই বিধি, বিষ্ণু, শিব; সুতরাং তাঁরা কি আমার মনস্তুষ্টির জন্য কালীকার মনঃপীড়া প্রদান কর্‌বেন।

ছ, মহাদেব। আচ্ছা, যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে তো কৃষ্ণের যতদূর সখ্যতা হওয়া উচিত তা হয়েছিল, তবে কোথাকার কে একজন দণ্ডীরাজা তার জন্য কেন প্রাণসখা, বিপদের রক্ষাকর্ত্তা যে কৃষ্ণ তারি মনে অনন্ত ব্যথা দিয়েছিল? ত্রিভুবনে যাকে কেউ আশ্রয় দিলে না, বলি কৃষ্ণভক্ত পঞ্চ পাণ্ডব তবে কৃষ্ণ-বৈরীকে অভয় দান ক'রে সমাদরে ঘরে আন্‌লে কি প্রকারে?

যম। মহাশয়! ধর্ম্ম রক্ষার তরে। ধর্ম্মাত্মা পঞ্চ পাণ্ডব মনে ভাব্‌লে— যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ, যথা কৃষ্ণ তথা জয়। অর্থাৎ আমরা ধর্ম্মকে রক্ষা কর্‌লে ধর্ম্মরূপী সাক্ষাৎ হরিই আমাদের রক্ষা কর্‌বেন।

ছ, মহাদেব। কেন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ বৈরী দণ্ডীরাজাকে রক্ষা কর্‌লে তাদের কি ধর্ম্মরক্ষা হবে ব'লে ভেবেছিল?

যম। আজ্ঞে, নিঃস্বার্থ যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মরক্ষা হবে ব'লে ভেবেছিল, আরও ভেবেছিল যে, রাজা দণ্ডীর অধর্ম্ম নাই, কৃষ্ণেরই অধর্ম্ম। যেহেতু পরদ্রব্যে চক্রপাণির লোভের সঞ্চার হয়।

ছ, মহাদেব। বেশ তো ব'ল্লে, তবে তুমি কেন নিজে ধর্ম্মরাজ হ'য়ে ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী, পাণ্ডবেরা ধর্ম্মরক্ষার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে কৃষ্ণের সঙ্গে

রণাঙ্গণে দেখা করেছিল। আর তুমিই বা তবে ধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে কেন সঙ্কুচিত হচ্ছো। কেন কালিকার ভয়ে ভীত হ'য়ে রাজ্য ছেড়ে উন্মাদের ন্যায় নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছো?

যম। মহাশয়! আমি আর ধর্ম্মরক্ষা কৈ করেছি?

ছ, মহাদেব। ওঃ—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কথা প্রতিপালন করা বুঝি তোমার সত্যধর্ম্ম রক্ষা করা নয়?

যম। ক্ষমা করুন্, আমি বুঝ্‌তে পারি নাই, আমার দারুণ ভ্রম দূরে গেল।

ছ, মহাদেব। যাও—তুমি বিধি, বিষ্ণু ও শিব এ তিনের যার আশ্রয় কামনা কর, তারি নিকট উপস্থিত হও, তিনিই তোমার রক্ষা কর্‌বেন।

যম। মহাশয়! অতি অসম্ভব ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।

ছ, মহাদেব। কি আশ্চর্য্য! ওহে কাল! কালিকার ভয়ে তুমি এতই হতজ্ঞান হয়েছ? তোমার এ বোধ নাই যে, ধর্ম্মই সংসারের সার, ধর্ম্মই স্বয়ং শ্রীহরি, ধর্ম্মই জগতের এক মাত্র নিত্য বস্তু। যে জন ধর্ম্ম রাখে, ধর্ম্মই তাকে রাখে একি জাননা, হলেই বা কালী, হলেই বা তিনি ভীমমূর্ত্তিধারিণী, হলেই বা তিনি আদ্যাশক্তি-রূপিণী, কিসের ভয়, কিসের ভাবনা, তুমি ধর্ম্মরক্ষা করেছ, তোমাকে ধর্ম্মই রক্ষা কর্‌বেন। শিব আসুক, শক্তি আসুক, ইন্দ্র আসুক, এমন কি স্বয়ং উপেন্দ্রই আসুক, সকলেই তোমার বলের নিকট হীনবল হবে, সকলেই তোমার নিকট মাতঙ্গ সদনে পতঙ্গবৎ পরাভব হবে। যাও—যাও কৃতান্ত! মনে যদি ভয় হয়, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিম্বা মহেশ্বরের নিকট শরণ লও, তোমার মনোষ্কামনা পূর্ণ হবে। আমি চল্লেম।

যম। মহাশয়! যাবেন না, অধীন কৃতান্তকে দয়া ক'রে আত্ম পরিচয় দান করুন্। আপনি এ বিপদাপন্ন নিরাশ হৃদয় যমের পরম হিতৈষী।

ছ, মহাদেব। আমার পরিচয় কি দেব, আমি ধর্ম্মরূপী শ্রীহরির শ্রীপদ সেবক।

যম। আজ্ঞে, ও পরিচয়টি যেন ছলনাপূর্ণ ব'লে বোধ হ'লো, দয়া ক'রে দাসকে সত্য পরিচয় দিন।

ছ, মহাদেব। তবে এই দেখ কৃতান্ত আমি কে। (ছদ্মবেশ ত্যাগ।)

যম! (অকস্মাৎ মহাদেব মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া) একি! একি! কি

মূর্ত্তি, আহা—আহা, ভক্তকুল মনোলোভা অতি শান্ত প্রশান্ত আশুতোষ রূপ যে! এঁ্যা! সত্য কি? সত্য বৈ কি, ঐ যে শ্বেত শুভ্র অঙ্গের বরণ, ঐ যে কটিদেশে বাঘছাল বিলম্বিত, ঐ যে হাড়মালা গলে সুশোভিত, ঐ যে—ঐ যে ফণিগণ মণি-হারের ন্যায় দোদুল্যমান, ঐ যে শিঙ্গা, ঐ যে ধুস্তুর, ঐ ঢুলু ঢুলু আঁখি, ঐ যে শম্ভুর ঐ জটাজাল, ঐ সেই মহাকাল, ঐ সুরধনী ঐ যে উঠে কুলু-কুলুধ্বনি! সত্যই হর বাঘাম্বর! আহা! মরি, মরি কি দয়া, কি করুণা, এত করুণা এত দয়া না হ'লে আশুতোষ করুণাময় নাম ধারণ কর্‌বেন কেন। (করযোড়ে)

হর হর স্মরহর হর তাপ দাপ,
শিব শম্ভু নাশ নাশ এ জীবন তাপ। (প্রণাম)

হে গৌরীনাথ! আপনি দীন হীন পুত্রের জন্য কত কষ্টই পেয়েছেন, কোথা কৈলাস্ বাস, আর কোথা স্বর্গের প্রান্তর ভূমি, দয়াময়, যদি সদয় হ'য়ে দেখা দিতে এসেছিলেন তবে ছদ্মবেশে কেন, পুত্রকে স্বরূপে দেখা দিতে কি অভিলাষ ছিল না? দেব কৃত্তিবাস, দেব আশুতোষ, আর আমি কোথায় যাব, কারও নিকট যাব না, আপনার পদ সাম্‌নে পেয়েছি আর ছাড়বো না। এই পদতলে শরণ নিলাম, বিশ্বজননীর ভয় হ'তে যমকে রক্ষা করুন্।

গীত।—তাল আড়া।

রক্ষা কর বিরূপাক্ষ দীন সন্তানে।
একান্ত ভয়ার্ত্ত হ'য়ে নিলাম শরণ শ্রীচরণে॥
পাপী তাপী পাতকীরে, তোমা বৈ কে নিস্তারে,
নিজগুণে রক্ষ মোরে, বঞ্চনা করোনা দীনে।
তুমি বাম হ'লে ত্রাণ নাহিক আমার,
কার সাধ্য কালীর কোপে কে রাখিবে আর,
নিলাম নিলাম পদে শরণ, রাখ পায় হে ত্রিলোচন,
কুসন্তান বলিয়ে বর্জ্জন, করোনা যেন অধীনে॥

মহাদেব। চিন্তা কি বৎস, আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌বো, আমি পত্নী জানিনে পুত্র জানিনে, আত্ম পর কিছু জানিনে, জানি কেবল এক মাত্র হরির চরণ, যে

চরণ-ভাণ্ডারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারি প্রকার ধনে পরিপূর্ণ। যাও— আমি তোমার সহায় হলেম। এক্ষণে তুমি প্রফুল্ল মনে স্বরাজ্যে প্রতিগমন কর।

যম। পরমেশ! আপনি আমায় কোথায় যেতে বল্‌ছেন, নিজ রাজ্যে? না প্রভু! আমি সেখানে যেতে পার্‌বো না, সেখানে গেলে নিশ্চয় আমার প্রাণান্ত হবেই হবে।

মহাদেব। এত ত্রাস? কি আশ্চর্য্য! ভাল তোমাকে আমি রুদ্রতেজ দানে মহাবল-সম্পন্ন কর্‌ছি, তাহলে আর কালিকার ভয়ে ভীত হবে না।

যম। প্রভু! তা বল্‌তে পারি না।

মহাদেব। ভাল এই তোমায় রুদ্রতেজ দান কর্‌লাম। (দান)

যম। একি! একি হ'লো, কে আমি! আমি যেন মহাবিষ্ণুর সমকক্ষ ব'লে বোধ হয়। আমার শক্তির কাছে আদ্যাশক্তি কালিকাও বোধ হয় শক্তি-শালিনী হ'তে পার্‌বে না। দিগাম্বর হে সর্ব্বময় সর্ব্বপিতঃ! আর আমার জীবন জগন্মাতা কালিকার আশঙ্কায় শঙ্কিত হবে না, এখন আমার এমনি জ্ঞান হ'চ্ছে, আমি অবাধেই সেই আদ্যাশক্তির সহিত শক্তি প্রকাশে সমর্থ, যম এখন আর নিরুৎসাহ নয়, উৎসাহে যমের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়েছে।

মহাদেব। তবে যাও, তোমাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য যদ্যপি স্বয়ং আমাকে কালিকার রণে অস্ত্র ধারণ কর্‌তে হয় তাও কর্‌বো। যাও আমি চল্লেম।

যম। শ্রীচরণে অভিবাদন করি।

মহাদেব। ধর্ম্মে তোমার মতি থাকুক্।

[প্রস্থান।

যম। এইবার মনস্কামনা পূর্ণ, কার সাধ্য কে আমার বিপক্ষতা কর্‌তে সমর্থ হবে, কেহই নয়। যাই—যেমন কাঁদতে কাঁদ্‌তে সিংহাসন ফেলে নিরাশ হৃদয়ে বহির্গত হয়েছিলাম, তেমি আজ মহাদেবের কৃপায় হাস্‌তে হাস্‌তে উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে রাজ্যে প্রবিষ্ট হইগে। জয় শম্ভু! [প্রস্থান।

বেগে ভগবতীর প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ মনোরমার প্রবেশ।

ভগবতী। ভয় কি মনোরমে! আমার প্রতিজ্ঞা কার সাধ্য কে লঙ্ঘন

করে? শিব যমকে অভয় দান করেছে? কল্লেই বা, শিব অভয় দান করুক্, এ অভয়া কাকেও ভয় করে না, কাকেও চক্ষের কোণে লক্ষ্য করে না। ওরে মনোরমে! যে যতদূর শক্তিসম্পন্ন, সেতো এই মূল শক্তি আদ্যাশক্তির শক্তিতে। শক্তি ছাড়া কার শক্তি আছে বল্?

মনোরমা। ওমা জগদম্বে! মহাকাল যখন স্বয়ং বাম হলেন, তখন যে মা শুভ হবে এমনতো মনে হয় না।

ভগবতী। (সরোষে) দূর হ পিশাচি, আমার সামনে হ'তে চলে যা, আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। বলি এত বল্‌ছি, এত দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি তবু কি তোর বিশ্বাস নাই, তবু কি তোর প্রত্যয় হয় না! আরে মর্, মহাকাল—সে মহাকালই আছে, আমিই কি তবে মহাকালী নই, মহাকাল চেয়ে আমার বাহু-বল কি প্রবল নয়, দেখ্‌বি—দেখ্‌বি তখন, যখন মহাকালকে মহারণে পরাস্ত ক'রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কালকে কালপুরে প্রেরণ কর্‌বো, ভয় কি তোর, আমি তোর মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বোই কর্‌বো। তোর মনস্কামনা পূর্ণ কর্‌বার জন্য যদি সৃষ্টি সংসার লয় হ'য়ে যায় তাও যাবে। চল এখন যমরাজ্য অভিমুখে যাই, যুদ্ধঘোষণা কর্‌তে হবে।

মনোরমা। চল মা তবে; কিন্তু আপনি অগ্রে যুদ্ধে যাবেন।

ভগবতী। তা গেলেম বা, আগে যুদ্ধ না কর্‌লেই হলো।

মনোরমা। না মা!, রণস্থলে আগে আপনার গিয়ে কাজ নাই। পদ-সেবক দাসীতো পদতলে উপস্থিত রয়েছে। এ দাসীকেই অনুমতি করুন্, আপ-নার আশীর্ব্বাদে আমিই যমযুদ্ধে আগে গমন করি।

ভগবতী। মনোরমে! বড় সন্তুষ্ট হলেম; শক্তির বরপুত্রীর উপযুক্ত কথাই বলেছিস্। ভাল তবে চল্, ডাকিনী যোগিনী ও জয়া—বিজয়ার সঙ্গে অগ্রেই তোকে কৃতান্তপুরী আক্রমণে প্রেরণ করিগে।

মনোরমা। যে আজ্ঞে মা চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় অরণ্য।

সুরমা ও অরুণা আসীনা।

সুরমা। অরুণা! খিদে পেয়েছে মা?

অরুণা। না মা, খিদে পায়নি। তুমি এখন বল আর কতদূর গেলে অনু-ধ্বজকে দেখ্‌তে পাবো।

সুরমা। বাছা, অনুধ্বজ কোন বনে হরি-তপ কর্‌ছে তা কেমন ক'রে জান্‌বো বল, তবে কাশী-রাজ্যের উত্তরে যে মহারণ্য আছে, সেই অরণ্যে বৎস অনুধ্বজ হরি-তপস্যা কর্‌ছে এই মাত্র শুনেছি, সে অরণ্যতো এই—এখানে তবে অনুধ্বজ কোথায়, তারতো দেখা পাচ্ছিনে।

অরুণা। তবে কি অনুধ্বজের দেখা পাব না মা?

সুরমা। কেমন ক'রে বল্‌বো বাছা, সে এখন অনাদিকারণ হরির প্রিয়পাত্র। তার সেই পবিত্র দেহখানি কি আমাদের পাপচক্ষে পতিত হবে?

অরুণা। হেঁ মা! আমরা কি অনুধ্বজের মতন হ'তে পারি না?

সুরমা। বাছা, অনুধ্বজের মত হওয়া কি কথার কথা।

অরুণা। তবে অনুধ্বজ হ'লো কি ক'রে মা?

সুরমা। তার পিতা মাতার পুণ্যবলে।

অরুণা। আমিও তবে অনুধ্বজের মত হবো, তার মত হরিসাধনা কর্‌বো। কেন মা, তুমি কি বাবা পুণ্য করনি কি? তোমাদের কি পুণ্যবল নাই?

সুরমা। অবোধ মেয়ে! তোর কাজ নয়, অনুধ্বজের বিশ্বাসের জোরে সে হরির কৃপাবারি লাভ করেছে।

অরুণা। আমারও তো বিশ্বাস আছে, আমি হরিকে খুব বিশ্বাস কর্‌বো। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও মা, কি ব'লে হরিকে ডাক্‌তে হয়, কি ক'রে হরির চরণ পূজা কর্‌তে হয়?

সুরমা। ও সব কথা ভুলে যা মা, কেন মিছে বকাচ্ছিস্।

অরুণা। ভুলে যাব কি মা, ও সব কথা আমি আর ভুল্‌বো না, তুমি যদি হরি-পূজা না শিখিয়ে দাও তাহলে আমি তোমাকে ফেলে কোথায় চ'লে যাবো।

সুরমা। অরুণা! তুই যে মা খেপা মেয়ে হ'লি, হরি কোথায়, হরি স্বর্গে থাকেন, তাঁকে কি কেউ দেখ্‌তে পায়।

অরুণা। না মা—না মা, ও তোমার মিছে কথা, তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি বল, কি ক'রে হরি-সাধনা কর্‌তে হয়।

সুরমা। হা বাছা! আমি কি তা জানি বাছা?

অরুণা। জান বৈ কি মা, তুমি বল্‌ছো না। বলনা মা?

সুরমা। আচ্ছা, খানিক বাদে বল্‌বো, তুই এখন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দে দেখি, আমি একবার শুই।

অরুণা। তা তুমি শুয়ে শুয়ে বলনা মা, আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

সুরমা। না বাছা, ঘুমিয়ে উঠে বল্‌বো এখন।

(সুরমার শয়ন ও অরুণার তদ্রূপ করণ।)

বনদেবীর প্রবেশ।

বনদেবী। (অন্তরালে থাকিয়া) বিধাতার কি অপূর্ব্ব সংযোগ। আহা! হরিভক্ত অনুধ্বজের প্রিয়পত্নী হওয়া কি যে সে ক্ষত্রিয় বালার সাধ্য, অনুধ্বজের মন হরণ কর্‌তে এই কাশীরাজকুমারী অরুণাই পারদর্শিনী হইবে। যেমন চতুরে চতুরে, বধিরে বধিরে, অন্ধে অন্ধে, খঞ্জে খঞ্জে মিল, যেমন সতে সতে, অসতে অসতে মিল, তেমনি হরিভক্তের সঙ্গে হরিভক্ত ও হরিভক্তার যে পবিত্র মিলন তা বিধি নিরূপণ ক'রে রেখেছেন। যাই হ'ক এ রত্নটিকেও যত্ন কর্‌বো, এ রত্নটি আমার জীবন-রত্ন অনুধ্বজ-রত্নের আদরের জিনিস। আহা! কি রূপ কি গঠন, আমার স্নেহের ধন অনুধ্বজ যে তেমন কার্ত্তিকের সদৃশ রূপবান;

কিন্তু তাতেও বোধ হয় অরুণার সমতুল্য নয়। মরি-মরি, সরলা বালা মনে মনে এই ভাবছে যে, অনুধ্বজকে লাভ করতে হ'লে হরিপদ লাভ করা চাই, অনুধ্বজ হরিপদ-সেবক পরম বৈষ্ণব, আমিও যদি হরিপদ সেবিকা পরম বৈষ্ণবী না হ'তে পারি, তাহলে কখনই আমি অনুধ্বজকে পাবো না, অনুধ্বজ কখনই আমার হবে না। ধন্য ধন্য মনের উচ্চভাব। যাই হ'ক্ বালিকা অরুণাকে আমি সঙ্কেত ক'রে ডেকে নিয়ে হরি-মন্ত্র দীক্ষা দান করতঃ কোন গুপ্তস্থানে তপস্যায় প্রবর্ত্ত করাব, কিন্তু অভাগী সুরমার গতি কি হবে? কেন অনুধ্বজ-মাতা অভাগিনী চন্দ্রমার যে গতি, অরুণা-জননী সুরমারও সেই গতিলাভ হবে। দুষ্ট জয়কেতু সন্ধান ক'রে ল'য়ে গিয়ে, যে কারাগারে চন্দ্রমা আছে সুরমাকেও সেই কারাগারে রক্ষা করবে। যাই হ'ক্, পরের ছেলেদের নিয়ে আমার তো খেদ মেটাই। এখন অরুণাকে ঈঙ্গিতে ডাকি। (অরুণার অনতিদূরে থাকিয়া ঈঙ্গিত দ্বারায় আহ্বান।)

অরুণা। কে আমাকে ডাক্‌ছে, কে আমাকে ডাক্‌ছে? উনি কে? আহা ওঁর কি মূর্ত্তিখানি, মনে হ'চ্ছে মা মা ব'লে যেয়ে ওর পার তলায় লুটিয়ে পড়ি।

বনদেবী। (ঈষৎ ক্ষীণ কণ্ঠে) অরুণা! অরুণা! এস মা—এস মা, ছুটে আমার কোলে এস, আমিও তোমার মা হই।

অরুণা। আহা! কি মিষ্টি কথা গা, মাতো এমন মিষ্টি কথা কইতে জানে না। আমি যাই,—আর আমি থাকতে পাচ্ছি না, আমাকে টান্‌চে।

বনদেবী। (ক্ষীণ-কণ্ঠে) বিলম্ব করিস্ না মা, তোর মা ঘুমিয়েছে, এই সময় আয়, শীগ্‌গীর আয়, আমি অনুধ্বজের মা হয়েছি, এইবার তোর মা হলেই সাধ পূর্ণ হয়। আয়—আয়, তোর অনুধ্বজকে তোকে দেবো, অনুধ্বজ আমার কাছে আছে।

অরুণা। আর থাকতে পারি না, উনি অনুধ্বজের মা, উনি আমারও মা হবেন, ওঁর কাছে গেলে আমি অনুধ্বজকে দেখ্‌তে পাবো, যাই—তবে যাই।

বনদেবী। এসো মা আমার।

[অরুণাকে কোলে লইয়া বনদেবীর প্রস্থান।

সুরমা। (নিদ্রাঘোরে) অরুণা! অরুণা! আয় বাছা আয়, আর হাত বুলিয়ে দিতে হবে না, একবার শো। (অরুণাকে লইতে গিয়া না পাইয়া)

অরুণা! অরুণা! কৈরে—কোথা তুই? (চাহিয়া দেখিয়া) একি, একি, অরুণা! অরুণা! (বেগে উত্থিত হওতঃ) কৈ কোথা গেল, ওগো আমার কি হলোগো। অরুণা! অরুণা! ওমা অরুণা! অঁ্যা—সর্ব্বনাশ হ'লো, আমার অরুণাকে তবে বাঘ ভাল্লুকে নিয়ে গেল নাকি? কোন দিকে নিয়ে গেল, কোন দিকে যাবো। অরুণা! অরুণা! তুই যে বলেছিলি, হরিপূজা না শিখালে আমি কোথাও চ'লে যাবো, তাই কি কর্লি, কোথা গেলি মা—দাঁড়া—দাঁড়া।

[বেগে প্রস্থান।

রণকেতু ও মেঘবর্ণ দূতের প্রবেশ।

রণকেতু। কৈ মেঘবর্ণ? তন্ন তন্ন ক'রে অন্বেষণ করা গেল, কোথাওতো দেখা পাওয়া গেল না।

মেঘবর্ণ। তাইতো মশায়, এই বনটাইতো সেই বনটা ঠিক।

রণকেতু। হাঁ—তা নিশ্চয়ই।

মেঘবর্ণ। তবে বেটার ছেলে কোথায় লুকালো, দেখে শুনে গাছে পালায় উঠে পড়্লো নাকি।

রণকেতু। আরে না,—না, ঘাতকের মুখে শোননি সে আপনার ধ্যানে মগ্ন থাকে। কে আস্চে কে যাচ্ছে তা তার আদৌ লক্ষ্য থাকে না।

মেঘবর্ণ। বটে, তাইতো—তাইতো, কোথা পাই বেটাকে।

রণকেতু। (সচকিতে) ওকি! ওকি মেঘবর্ণ, হঠাৎ রোদনধ্বনি উঠ্লো কিসের?

মেঘবর্ণ। এঁ্যা! বলেন কি মশায়, তবে হয়তো কাকে বাগে ভালুকে ধরেছে আর কি।

রণকেতু। হাঁ ঐ কথাই বটে, ঐ শোন বামা-কণ্ঠস্বরে বেশ বোঝা যাচ্ছে একটি ছেলেকে বুঝি বাঘে ধরে নিয়ে গেছে।

মেঘবর্ণ। আজ্ঞে হেঁ, কিন্তু কান্নাটা যে স'রে স'রে আস্চে—এই যে খুব কাছপানেই স'রে এলো।

রণকেতু। তাইতো হে—একটি স্ত্রীলোক কাঁদ্তে কাঁদ্তে এদিকে আস্চে।

মেঘবর্ণ। ও সেনাপতি মশায়, একিগো একি! ও যে রাণী মা গো।

রণকেতু। এঁ্যা—বলিস্ কিরে?

মেঘবর্ণ। আজ্ঞে হেঁ—ঐ দেখুন।

রণকেতু। সত্যইতো। মহারাণী এ বনের মাঝে কিরূপে এলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে সুরমার প্রবেশ।

রণকেতু। একি মা একি! আপনি একাকী এ বনের মাঝে কেন? আপনার এরূপ ছিন্ন ভিন্ন কাঙ্গালিনীর বেশই বা কেন?

সুরমা। রণকেতু আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার অরুণা-ধনকে আমি হারিয়েছি।

রণকেতু। সেকি, রাজকুমারী কোথায়?

সুরমা। সে আমার কাছেই ছিল। হায়—হায়! আমি হতভাগী যদি না ঘুমাতেম, তাহলে আর আমার এ সর্ব্বনাশ হ'তো না।

রণকেতু। কোন দস্যুতে কি রাজকুমারীকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

সুরমা। তা জানি না, আমি তাকে বসিয়ে রেখে শুয়েছি আর ঘুমিয়েছি, ঘুম ভাঙ্‌তে উঠে দেখি অরুণা আমার নাই।

রণকেতু। বলেন কি, ওরে মেঘবর্ণ—চল্ চল্, বনের ভিতর ভাল ক'রে অন্বেষণ করিগে চল্। মা! আপনি এই স্থানে থাকুন, কাঁদ্‌বেন না, আমরা শীঘ্রই রাজকুমারীকে এনে আপনাকে দেব।

[রণকেতু ও মেঘবর্ণ দূতের প্রস্থান।

সুরমা। মা অরুণা! মাকে কাঙ্গালিনী ক'রে কোথা গেলি। আমি যে তোর মুখ দেখে বনবাসেও সুখী হ'বো জেনেছিনু। হা নিষ্ঠুর বিধি! তোমার কি এই বিচার হ'লো, আমাকে রাজরাণী হ'তে পথের ভিখারিণী ক'রেও তোমার সাধ পূর্ণ হ'লো না। শেষে দুঃখিনীর সবে ধন প্রাণ জুড়াবার একটি সুখ মণি তাকেও কেড়ে নিলে। কি হলোগো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো।

ইত্যবসরে জয়কেতু, রণকেতু ও মেঘবর্ণ দূতের প্রবেশ।

জয়কেতু। ওরে মেঘবর্ণ! পাপিনীকে বন্ধন কর।

সুরমা। কে? কে? মহারাজ! মহারাজ! এ হতভাগিনী তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, তোমার অমূল্য দুহিতা-রত্নটিকে বনে এনে হারিয়ে ফেলেছে।

জয়কেতু। বেশ হয়েছে, আপদ গেছে, সে গেল আর তুই গেলিনে কেন? তোর মৃতদেহ বনের মধ্যে ধূলায় গড়াগড়ি যেতো দেখ্‌তে পেতাম তা হ'লে জয়কেতুর আজ আনন্দের পরিসীমা থাক্‌তো না। পাপিনী! বল্ অনুধ্বজ কোথায়?

সুরমা। মহরাজ! অনুধ্বজ কোথায় আমি কিরূপে জান্‌বো।

জয়কেতু। তুই নিশ্চয় জানিস্, তুই যগ্যপি আগে এসে অনুধ্বজকে সাবধান ক'রে না দিবি; তবে কে দিলে, সে কোথা গেল, সেতো এই বনেই ছিল, বল্ এখন নিজের ভাল চাস্‌তো সত্যকথা বল্।

সুরমা। মহারাজ! তুমি স্বামী, তুমি আমার গুরু, তোমার সাক্ষাতে আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। আমি অনুধ্বজ যে কেমন তা আজ পর্য্যন্ত এক বৎসর অতীত হ'লো—সে চাঁদমুখটি দেখি নাই।

জয়কেতু। দেখ্‌ছো রণকেতু, অনুধ্বজ যেন ওর নিজের গর্ভজাত সন্তান। কথার ভাবে কতদূর স্নেহের টান বিবেচনা কর দেখি, সাধ ক'রে কি গৃহ হতে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছি, ঐ মনের ঘৃণায়। ছি—ছি—এ কি সামান্য আক্ষেপের কথা, আমার যে শত্রুসন্তান, সে হ'লো কিনা ওর নিজের সন্তানের মত। ওঃ— মনে হয় এখনি দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করি।

সুরমা। মহারাজ! এখনি আমায় বধ কর। আমাকে বধ কর্‌লে তোমার অনিষ্ট করা হবে না, হতভাগিনীর ইষ্ট করাই হবে, আমিতো মর্‌বোই। এখনি জলে নয় অনলে প্রাণ দেব, তবে যদি স্বামী হ'য়ে হত্যা কর তাহলে আমার পক্ষে বড় মঙ্গলের কাজ করা হয়, স্বামীর হাতে ম'লে স্বর্গলাভ হয়। মহারাজ! আমাকে বিদায় কর, আমার অরুণা ধন চলে গেছে, আর কার মুখ চেয়ে সংসারে থাক্‌বো। কে আমাকে মা ব'লে ডেকে পোড়া প্রাণ শীতল কর্‌বে। তোমার পায়ে পড়ি, তোমায় মিনতি করি, আর আমাকে এক লহমাও জীবিত রেখো না।

গীত।—তাল আড়া।

কর হে এই উপকার মহারাজ।
আর করোনা কাল ব্যাজ॥
আমি কি সুখে আর বল বল,
(আমার সকল সুখ ফুরায়ে গেছে)

(সুখশশী অস্তাচলে গেছে)
এ জীবন রাখিব বল,
বধি অভাগীরে কর প্রিয় কাজ।
আমি দেখি তব চরণ,
(প্রাণভরে এই অন্তিম কালে)
(তব পদ আমার মোক্ষপদ)
বিদায় হইব এখন,
কে আছে আর এ ভবেরি মাঝে॥

জয়কেতু। তোর অদৃষ্টে অপঘাত মৃত্যুই আছে, নইলে স্বামী সনে বাদ ঘট্‌বে কেন, ভাল মেঘবর্ণ!

মেঘবর্ণ। আজ্ঞা করুন্‌।

জয়কেতু। এই পাপিনীকে বন্ধন ক'রে ল'য়ে যাও। কারাগারে যে কক্ষে বিজয়কেতুর কনিষ্ঠা রাজ্ঞি অপার যন্ত্রণাকে অঙ্গভূষণ মনে ক'রে অবস্থান কর্‌ছে, সেই কক্ষে একেও নিয়ে গিয়ে আবদ্ধ কর। নাও—পরে যেমন বিবেচনা হয় কর্‌বো ল'য়ে যাও।

সুরমা। মহারাজ! অমন আজ্ঞা কর্‌বেন না। এ বন হ'তে আমি আর কোথাও যাব না, এই বনে আমার অরুণা আছে, এই বনে আমার অনুধ্বজ আছে, এই বন আমার বড় সুখের স্থান। এই বন আমার স্বর্গধাম, আমি এই বনে থাক্‌বো, আমাকে এই বনে রেখে দাও।

জয়কেতু। ওরে মেঘবর্ণ! অবাক্ হ'য়ে কি দেখ্‌ছিস্? বাঁধ—শীঘ্র বাঁধ।

মেঘবর্ণ। হুজুর! রাণী—মা—উনি—আমি কেমন ক'রে বাঁধবো?

জয়কেতু। রণকেতু! তুমি বাঁধ।

রণকেতু। আজ্ঞে, ক্ষমা করুন্‌।

জয়কেতু। ছি—ছি, ধিক্ তোমাদের, ভাল আমিই বন্ধন কর্‌ছি। দাও শৃঙ্খল দাও। (শৃঙ্খল লইয়া) পাপিনী! আয় আমিই তোকে বন্ধন করি।

সুরমা। কর বন্ধন কর! তুমি বাঁধবে একি, এতো বড় সুখের কথা, তুমি আমায় বাঁধলে, আমার ভবের বাঁধুনী শিথিল হ'য়ে যাবে, এই নাও আমি হাত যোড় করলেম বাঁধ।

জয়কেতু। (বন্ধনান্তে) কেমন শাস্তি! যা মেঘবর্ণ এইবার কারাগারে নিয়ে যা।

সুরমা। ও কথাটি ব'লো না, ও কথাটি ব'ল্লে তোমার কথা রক্ষা হবে না, আমি আর সে শ্মশানে যাবো না, আমার এইখানে শ্মশান, এইখানে আমায় বাঁধলে, এইখানে আমায় মেরে ফেল, এইখানে আমার নাম ডুবে যাক্, এখান ছাড়া ক'রো না। এখানে আমার প্রাণধন অনুধ্বজ, এখানে আমার প্রাণের দুহিতা অরুণা-ধন, এখানেই আমার সোণার ঘরকন্না, এখানে আমি মনের সুখে থাক্‌বো।

জয়কেতু। উঃ—কি করি, অস্থির করে তু'ল্লে যে, অনুধ্বজ অনুধ্বজ ক'রে আমায় যে উন্মত্ত ক'রে তুল্লে। রণকেতু! দেখ তোমার প্রতি আমার এই আদেশ, তুমি দুষ্টাকে যেরূপে হোক্ কাশীর কারাগারে পাঠিয়ে দাও—আমি আর এস্থানে তিষ্ঠাতে পারিনে, আমি চল্লেম, তবে শেষ কথা—রাজ-আজ্ঞা অবিলম্বে যেন প্রতিপালন করা হয়, শিবিরে যাই।

[প্রস্থান।

রণকেতু। যে আজ্ঞা। (সুরমার প্রতি) মা শুন্‌লেন তো, আমরা নিতান্তই পরাধীন, আর পরাধীন বলেই মা কেন, যার অন্ন-জলে আমবা জীবনধারণ ক'রে আস্‌ছি, তাঁর আজ্ঞা আমাদের উপেক্ষনীয় নহে, অতি যত্নে পালন করাই আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও যথার্থ ধর্ম্ম—এখন তবে কি করা যাবে মা।

সুরমা। কি বল্‌বো রণকেতু, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন কথা চল্‌বে না, যদি মহারাজ থাক্‌তো তবে আরও বল্‌তেম, আরও কাঁদতেম। আর কাকে বল্‌বো, কার কাছে কাঁদবো, চল—কারাগারে যাই, তোমরা আমায় নিয়ে চল, তোমাদের প্রভুর আজ্ঞা পূর্ণ হ'ক্।

রণকেতু। মা, পুত্রদের উপর যেন রুষ্ট হবেন বা।

সুরমা। তোমাদের উপর রুষ্ট হ'বো তার কারণ কি, তোমরা তো কোন দোষে দোষী নও, তোমরা আপনাপন ধর্ম্ম রক্ষা করছো—চল চল নিয়ে চল।

অ্যাঁ—এ বন ছাড়তে হ'লো, এ কানন ত্যাগ কর্‌তে হ'লো? দুটি রত্নকে হেথা বিসর্জ্জন দিয়ে কোথা যাচ্ছি? রাজপুরে? স্বামী-গৃহে? কেন কি জন্য? সুখের আশায়? না—না, কষ্টভোগের তরে। আমি কারাগারে থাক্‌বো। কোথা? অযোধ্যাপতি বিজয়কেতুর স্বাধ্বী পত্নী যেথানে? যাবো—সেইথানে যাবো, সেই অমূল্য-রত্ন প্রসবিনী অযোধ্যা-লক্ষ্মীর নিকট যাবো, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সেবা কর্‌তে পাব, তাঁর কাছে মনের কথা কইতে পাব, কাঁদ্‌তে পাব, হাস্‌তে পাব, প্রাণে প্রাণ মিলাতে পাব, চল চল তোমরা আমাকে এখনি কারাগারে নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

যম-সেনাপতি মৃত্যু ও মনোরমার অসি-যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

মৃত্যু (পরাস্ত হওতঃ)

কে এ বামা!
ভীমা এলোকেশী রূপান্তরী হ'য়ে
করিছে কি রণ?
কিছু না বুঝিতে পারি।

মনোরমা। ধর অস্ত্র যোদ্ধৃবর,
নাহি ক্ষমা রণে।

মৃত্যু। কে তুমি রমণীরূপে?
দেহ সত্য পরিচয়,
সামান্য মানবী বলি নাহি হয় জ্ঞান,
রমণীর মণি শিব সিমন্তিনী বলি মনে লয়।

মনোরমা। পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন,
কুটুম্বিতা আশে আসা নয়,
আসা হেথা
দিতে মাত্র শক্তি পরিচয়।

মৃত্যু। আশ্চর্য্য হয়েছি বড় করিয়া সমর,
মৃত্যু মম নাম শুন সুলোচনি!
মৃত্যুপতি যমরাজ,
আমি তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি,
আমারে জিনিতে পারে হেন কে ভূলোকে?
তাই শুধায় তোমায়,
মানবিনী বলি মোরে দেহ পরিচয়,
তাহা যদি হয়,
তবে কি সে লভে জয় মৃত্যুর সমরে?
এতক্ষণ পশিত নিশ্চয় কালের আগারে।

মনোরমা। শুন মৃত্যু,
সত্য করি কহি
মানবিনী আমি একজন।

মৃত্যু। তবু ঐ কথা,
বিশ্বাস নহে কদাচন,
যার রণে শক্তিধর হয় হতমান,
যার রণে প্রবেশিতে শঙ্কর শঙ্কিত প্রাণ,
হেন জনে লজ্জা দিল ছার মানবিনী এক।

সম্ভব এ নয়,
বল বীরবালা,
কার বলে বাহুবল তব,
কার বলে বলবান মৃত্যুরে জিনিলে ?

মনোরমা। মূর্খজনে দিব্যজ্ঞান দিলে কিবা লাভ ?
অন্ধেরে দেখালে কি ফল
চিত্র সুশোভম ?
বধিরে বোঝে কি কভু সঙ্গীতের স্বাদ ?
মূর্খ তুই,
মহামূর্খ প্রভু তোর যিনি যমরাজ।
নহে কিরে করে বাদ আদ্যাশক্তি সনে ?
কটাক্ষে যাঁর এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড
কোটি খণ্ডে মিশাইয়ে যায়,
আবার সৃজিত হয় ইচ্ছায় যাঁহার,
কে তারে বৈরতা-চক্ষে নিরখিতে পারে ?
কেরে হেন বলী
আগুয়ান হয় বলে কালীর সমরে ?
নিতান্ত মরণ সাধ ইচ্ছে যেই জন
রণ ইচ্ছা চণ্ডী-সনে তাহারি মনন।
অনল ভক্ষণ সাধ করিয়া অন্তরে
পতঙ্গ যেমতি মরে অনলেতে পুড়ে,
তেমতি কুবুদ্ধি যার ঘটেতে উদয়
সেই জন চাহে রণ চণ্ডিকার সনে।
মরণ আসন্ন তোদের তাইরে এমন
চামুণ্ডার সহ করিস্ রণ আকিঞ্চন,
দেখ্ দেখ্‌রে মিলিয়ে আখি,
কত বল বল মম দেহে,
দুর্ব্বলা নারী আমি অতি হীন জাতি,

শকতি কোথায় মোর ?
কি শক্তি আমার
শক্তিবান্ মৃত্যুরে জিনিতে রণে ?
শক্তিধর ষড়ানন যাহার নন্দন
শক্তিপতি ত্রিলোচন রুদ্র যাঁর পতি
নিজে শক্তিশ্বরী যিনি
সতত সহায় তিনি।
তাঁহার ইচ্ছায় আজ আমি বীর্য্যবতী,
এই বাহুমূলে শক্তিময়ী তারা নিয়ত বিরাজে
সিংহিনীর লভিয়া আশ্রয়
হরিণী হরিবে আজ যমের যমত্ব।

মৃত্যু। নিতান্ত এ দুরাশা তোমার,
যমালয় ভাগ্যে তব নিশ্চয় উদয়।
কালিকা সহায় তোমার বিশ্বাস এ নয়।

মনোরমা। কালিকা যদ্যপি মম নহেন সহায়,
কার রণে রণ-আশে হয়েছি উদয়,
যম কি আমার বাদী,
হীনবুদ্ধি ক্ষীণ-মতি যম
করেছে কি মম অপমান ?
কার অপমান শুধিবার তরে
রণসাজে আজি রণাঙ্গনা ?
শৈলবালা সে দীনতারিণী,—
মনোব্যথা ঘুচাতে তাঁর
সেনাপত্য ভার করেছি গ্রহণ,
দেহ রণ বিলম্ব না সয়,
কালী নাম ভরসা আমার।
জয় কালী, জয় কালী! জয় রণচণ্ডী।
(উভয়ের পুনর্যুদ্ধ, মৃত্যু পরাস্ত হওন)

মৃত্যু। বাহুযুদ্ধে ঘুচাব অহঙ্কার,
এস বীরবালা।
(বাহুযুদ্ধ, মৃত্যু পরাস্ত হওন ও পতন)

মৃত্যু। অহো—অবশ হইল অঙ্গ। (মূর্চ্ছা)

মনোরমা যাই এবে থাক দুষ্ট।

[প্রস্থান।

যমের প্রবেশ।

যম। কোথায় গেল? কোন দিকে পালালো? কেমন রমণী সে? একবার দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারি। ওকি! পতিত কে? একি, সেনাপতি, সেনাপতি, যমের শ্রেষ্ঠ সেনানী মৃত্যু বীর! অসম্ভব অতি অসম্ভব! এও কি সম্ভব, মৃত্যুর মৃত্যু-দশা; কে দেখেছে, কে শুনেছে? কার মনে বিশ্বাস মৃত্যুর মৃত্যু ঘটে? কিন্তু আজ তা ঘটেছে, অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়েছে, তা হ'ক, তার জন্য কি আমি ভীত হবো, না—নিরুৎসাহ হ'য়ে কালীকার রণে সন্ধি স্থাপন কর্‌বো? কিছুতে নয়, কোন ক্রমে নয়, কি ভয়, কি ভয়, পরমেশ্বর মহাদেব আমার সহায়।

মৃত্যু। (চেতন প্রাপ্তে) উঃ—বড় আঘাত করেছে।

যম। এই যে সেনাপতির ধীরে ধীরে চেতন এলো, মৃত্যুর মৃত্যু ঘটে নাই—মোহ-ঘুমে অচেতন ছিল। ভাল ডাকি, জিজ্ঞাসা করি কোন বীর যম-সেনাপতি মৃত্যুর এ দুর্দ্দশা ক'ল্লে। (মৃত্যুর প্রতি) সেনাপতে! সেনাপতে!

মৃত্যু। এঁ্যা কে তুমি?

যম। তোমার প্রভু আমি, ওঠ, ওঠ।

মৃত্যু। (কষ্টে উঠিয়া) প্রভু, অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিলাম, এখনও সুস্থ হ'তে পারি নাই।

যম। ভাল সেনাপতে, কে এমন বীর, কে এমন যোদ্ধা, কার এত ভুজবল যে অদ্বিতীয় বীর মৃত্যুকে অবসন্ন কর্‌তে সমর্থ হ'লো?

মৃত্যু। মহারাজ, সে অতি লজ্জার কথা, অতি ঘৃণার কথা, এমন কি মৃত্যুর মৃত্যু এখন প্রার্থনীয়।

যম। বল বল, আমি শুন্‌তে চাই, কে সে বলদর্পে এত দর্পিত।

মৃত্যু। আর বল্‌বো কি মহারাজ, যার প্রেতাত্মার জন্য হরঘরণী কালিকার সনে এই কাল-রণ সঙ্ঘটিত হয়েছে, সেই মৃত অযোধ্যাপতির বিধবা পত্নী আমার এ দুর্দ্দশা করেছে, অহো মহারাজ! তারই হস্তে আমার পরাভব।

যম। থাক্—থাক্, আর বল্‌তে হবে না, আমি বুঝেছি। ভাল সে দুষ্টাভিলাষিণী কোথায় গেল? সে যে একাই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে! আগে শুন্‌লেম সেই স্ত্রীলোকটা আমার যথেষ্ট বলক্ষয় করেছে, আবার এখানে এসে সাক্ষাতে স্বচক্ষে দেখি, শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ভূপতিত! কি আশ্চর্য্য। কি চমৎকার!

মৃত্যু। রাজন্! সে বামার কার্য্যকলাপ, কথাবার্ত্তা, রণপাণ্ডিত্য অতি চমৎকারই বটে, আমি বহুবার তার সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌লেম, যতদূর রণ-কৌশল প্রদর্শন কর্‌তে হয়, তাও কর্‌লেম, কিন্তু কিছুতেই তাকে এক পদ টলাতে পার্‌লেম না। তার অদ্ভুত সংগ্রাম-নিপুণতা দেখে আমার বড়ই বিস্ময় জন্মেছে।

যম। তবে কি রণে শ্রেয় হবে না ভাব্‌ছো?

মৃত্যু। তা কেমন ক'রে বল্‌বো বলুন, জয় পরাজয় অনির্দ্দিষ্ট—একটা অতি সামান্য স্ত্রীলোকের রণে পরাভূত হয়েছি বলেই রণে জলাঞ্জলি দেওয়া তা হ'তে পারে না। দৈববশতঃ হস্তীও যে ক্ষুদ্রাদপি পিপীলিকা হ'তে দুর্দ্দশাপন্ন হ'য়ে থাকে।

যম। তা বটে—কিন্তু কথাটা বড় শুভ নয়, প্রথম রণেই সে আমার প্রধান সেনাপতিকে পরাভব কর্‌লে? এ্যাঁ—সামান্য একটা মানবিনী যদি এরূপ ভয়ঙ্কর কার্য্য কর্‌লে, তা হ'লে দৈত্য শির-বিমর্দ্দিনী চামুণ্ডা যে কি লোমহর্ষণ কাণ্ড কর্‌বে তা তো কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। সেনাপতে! রণে আমার শ্রেয়ঃ হবে না, রণে আমার মঙ্গল নাই, বেশ জান্‌তে পার্‌ছি, বেশ বুঝতে পার্‌ছি, কালিকার রণে কালের নিশ্চয় সুনিশ্চয় পতন হবে।

গীত।—তাল ফাঁকতাল।

জেনেছে মনেতে, আমি বিধিমতে,
এ কাল রণেতে, নাহিক নিস্তার।

সবন্ধু বান্ধবে, এ ঘোর আহবে,
হারাব জীবন রতন সার॥
হায় হায় কায় কব এ বারতা,
অতি ছার ছি-ছি নরের বনিতা,
সে নাশে সৈন্য, সব ছিন্ন ভিন্ন,
শেষে পরাজিল সেনানী আমার।
কি করি কি করি কি হবে উপায়,
কেমনে এড়াব বিষম এ দায়,
ভাবিয়া আকুল, না দেখি যে কুল,
কালী প্রতিকূল হয়েছে যার॥

মৃত্যু। সে কি প্রভু, এ কি কথা বলেন? দেবদেব ভৈরবের সে অভয় দান করার কথা কি একেবারে ভুলে গেলেন? তিনি আপনাকে কি বলে-ছিলেন?

যম। অহো—তাওতো বটে, আমার কি মতিভ্রম, কেন আমি কালিকাকে অত ভয় করি? মনকে এত উৎসাহিত করি, কিন্তু কখন যে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে, তা কিছু বুঝতে পারি না। আবার কেউ চৈতন্য করালে তখন জ্ঞানলাভ হয়। ভাল আর আমি কোনরূপে কালিকাকে ভয় কর্‌বো না, স্বয়ং শম্ভু যখন আমাকে সদয় তখন আর কারে ভয়।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! মহারাজ! সব ফাঁক, সব ফাঁক, সব আদায় হ'লো—সব ফুরিয়ে গেল, ছুটে চল, ছুটে চল।

যম। কেন দূত কি হয়েছে শীঘ্র বল।

দূত। বলাবলি এর পরে, চল এখন চোঁচা দৌড়ে। এইবারে রাজা পালে পাল, মায় সঙ্গে বড় জাল, ভুত পেত্নী ডাকিনী ডাকা, যোগিনী রোগিনী কন্ধকাটা,

বোঁচা ছোঁচা ঠেং ভাঙ্গা, কুপোপেটা চোক রাঙ্গা, হল্‌দে সাদা চিকণ কালো, লাল সবুজ পাট্‌কিলে ধলো, বিতিকিচ্ছিৎ ডাকৃচে ডাক্‌, যম মার যম মার হাঁক্‌। বাপ্‌রে কি গায়ের গন্ধ, মন্দ জিনিষ নেই তাচ্চেয়ে মন্দ। হুম্‌-হুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ চিহি চিহি হুম্‌ হুম্‌। এলো যখন তারা তেড়ে, শুক্‌নো নদীতে গেল বাণ প'ড়ে। ও বাবা স্রোতের কিবা টান, টানতো টান প্রাণটা নিয়েই টান। বল্‌বো কি আর মহারাজ, এতক্ষণ হয়তো ফর্‌সা কাজ।

যম। ভাল দূত, স্বয়ং কালিকা কি রণস্থলে এসেছে ?

দূত। না মহারাজ, তিনি এখনও আসেন নাই, তবে তার সঙ্গী সাথী সকলেই শুভাগমন করেছে।

যম। সেনাপতে! তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, চল রণস্থলে চল।

[সকলের প্রস্থান।

ইন্দ্র, পবন, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কি উপায় কহ এবে অমরমণ্ডলী,
বিষম বিপদ আজি আমা সবাকার।
কোন দিকে যাই,
কোন দিক রাখি,
এক দিকে মহাকাল অন্য দিকে কালী।
যম-পক্ষ হ'য়ে ভবানী বিপক্ষে
বিরূপাক্ষ করিলেন সমর ঘোষণা।
কি হবে উপায়,
ভাবিয়া না পাই,
আমন্ত্রণ করিলা উভয়ে।
কহ কিবা যুক্তি উপযুক্ত এ বিপদকালে।

পবন। শঙ্করের পক্ষ হওয়া উচিত না হয়,
শঙ্করীর পক্ষ হওয়া যুক্তি মনে লয়।

ইন্দ্র। কিবা হেতু ?

পবন। ভেবে দেখ দেবরাজ,

হিত কাজ করিল কত নগেন্দ্রনন্দিনী,
শুম্ভ-রণে পেয়ে লাজ
যবে মোরা ভবানী-পদে লইনু শরণ,
সেইকালে মাতা
অভয় দানে সবারে তুষিলা,
করিয়া ঘোর রণ দানব সংহতি
দেবদলে নিস্তারিলা দেবী ভগবতী।
বলি তাই অসুরারি
অভয়ার পক্ষ হওয়া ধর্ম্মমতে বিধি।
সত্য বটে যা কহিলে ভাই প্রভঞ্জন,
কিন্তু প্রাণাধিক!
ভাবিয়া দেখহ মনে
শম্ভু কি বিপদ ঘোরে করেননি রক্ষণ?
শুম্ভ-রণে বিশ্বমাতা
দেবদলে রাখিলা যেমন,
ত্রিপুর, বৃত্র আদি দুর্দ্ধর্ষ রণে
ত্রিলোচন রাখিল তেমন,
উভয়ে সমান হিতে ব্রতী অনুক্ষণ।
কে আপন কেবা পর বুঝিবার নয়,
উভয়ে সমান হিতৈষী।
কহ অগ্নিদেব!
কিবা কার্য্য কর্ত্তব্য এখন?

অগ্নি। বুদ্ধি না জুয়ায় দেব,
কার মনব্যথা দেওয়া শ্রেয়ঃ
বুঝিতে না পারি,
কাহার সাপক্ষ হ'য়ে
কার রোষানলে হবো ভস্মীভূত
তাও নাহি বুঝিবারে পারি।

ঘটিল এ কাল রণ,
রণ বলি মনে নাহি লয়
অমঙ্গল ইথে আমা সবাকার।

চন্দ্র। সত্য যা কহিলে দেব হুতাশন,
অদ্ভুত ঘটনা ইহা,
কালিকার বিপক্ষ পক্ষে দেব পঞ্চানন।
হেন অসম্ভব কভু কি সম্ভবে?
ত্রিলোচন ত্রিলোচনী
এক আত্মা কেবা নাহি জানে,
জ্ঞান হয় রণছলে
খেলিবে কি খেলা,
জ্ঞান হয় রণ-ছলে প্রকাশিবে লীলা,
যাহা হউক
সাবধানে করিতে কার্য্য উচিত এখন।

ইন্দ্র। সকলেই ভীত মন সুর-বীরগণ;
আমারও হৃদয় স্তম্ভিত অতি
কর্ত্তব্য খুঁজিয়া না পাই—
হে অমরগণ!
মম অভিলাষ এই
কোন পক্ষে যাইব না মোরা,
কালিকার পক্ষে নয়,
শঙ্করেরও পক্ষে নয়
নিরপেক্ষ ভাবে করিব যাপন।
কি মনন এবে কহ সবাকার?

অগ্নি। উপযুক্ত যুক্তি ইহা,
ইহা বিনা উপায় না দেখি আর।

চন্দ্র। আমাদের বাসনা তাহাই।

ইন্দ্র। চল তবে সবে মিলি

অমরাবতী ছাড়ি
কার্য্য-ভানে স্থানান্তরে যাই,
হ'লে এ কাল—রণাবসান
আসিব আপন স্থানে।

পবন। যথা আজ্ঞা দেব।
(দেবগণের প্রস্থানোদ্যোগ।)

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। কোথা যাও দেবরাজ—
দেবগণ সহ ?

ইন্দ্র। একি দীননাথ হরি !
অকস্মাৎ কেন প্রভু
ত্যজিয়া গোলক আগমন হেথা ?

বিষ্ণু। তব কাছে আছে প্রয়োজন
তেঁই আগমন মম।

ইন্দ্র। কি আশ্চর্য্য !
বিধি ভব যে পদ ধেয়ায়,
যোগীবর—হর ধ্যানে নাহি পায়,
বিশ্বারাধ্য নীল তনুখানি
দেখিবার আশে
ভূতনাথ যোগী শ্মশান বিহারী,
সেই হরি,
নটবর শ্যাম, ত্রিভঙ্গ মুরতী
নয়ন-পথে আপনি উদয়।
বড় শুভোদয় আজি।
প্রণমি চরণে দেব চিন্তামণি।
(সকলের প্রণাম করণ)

বিষ্ণু। ধর্ম্মরণে আগুয়ান হও সুরগণ।

ইন্দ্র। এ কেমন নারায়ণ আশীর্ব্বাদ প্রভু?

বিষ্ণু। বিস্ময় কেন হে বাসব?
উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিনু সকলে।
ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মপক্ষে হ'য়ে অগ্রসর,
নাশ সবে কালিকার দর্প,
চূর্ণ কর অম্বিকার গর্ব্ব অহঙ্কার।
রাখ ধর্ম্মের নিশান উন্নত ভূভাগে,
রসাতলে দাও অধর্ম্মের ধ্বজা।
কি ভয়—কি ভয়,
ধর্ম্মের জয় কথা সুনিশ্চয়।
মাতহে সুরেন্দ্র, মাত মাত সুরগণ,
রণমদে মত্ত করী এক এক জন,
সাজাও বাহিনী; পর রণ-বেশ,
বাজাও বিজয় শঙ্খ,
হুঙ্কারে কাঁপাও ত্রিলোক;
বল মুখে সঘনে সবে
জয় ব্যোমকেশের জয়।
কি ভয় কি ভয়,
অভয়ায় রণে দানিতে অভয়
উদয় হইনু হেথা,
চল চল সুর-বীরগণ
ঘোর রবে বাজায়ে দুন্দুভি,
ঘোর রবে বাজায়ে দামামা,
হতমান কর রণে রণ-চণ্ডিকারে।
যম নহে পর সবাকার,
পরম আত্মীয় যম ভাবিয়া দেখিলে,
দারুণ বিপদে যখন ওহে সুরগণ,
পতিত তোমরা অসুরের করে,

যম তাহে করেছে সাহায্য দান।
তোমাদের তরে
স্বেচ্ছায় পরেছে যম লৌহের শিকল!
আনন্দে করেছে বাস দৈত্য কারাগারে,
তবে কেন তারে আজি তোমরা বিমুখ?
ধার্ম্মিক সুজন সূর্য্যের নন্দন,
পতিত বিপদে এবে,
কেন না করিবে সবে সাহায্য প্রদান?
কেন না যমের সহিত দিবে প্রাণ-দান?
অনিত্য জগৎ অনিত্য সকল
ধর্ম্ম মাত্র এ বিশ্বের সার—
কেন তবে ধর্ম্মে উপেক্ষিয়া
পাপে মন কর নিমগন?
হও বদ্ধ পরিকর,
বল ধর্ম্মের জয়
ধর্ম্মযুদ্ধে যম পক্ষে হয়ে আগুয়ান
তুষ্ট কর গিরিধরে,
তোষ সবে দিগাম্বরে।

ইন্দ্র। ক্ষমা কর হে মুরারি,
অক্ষম অমরগণ এ কার্য্য সাধিতে।
কি সাহসে
কি মতে ধরিব অস্ত্র রণাঙ্গনে—
রণাঙ্গনা চামুণ্ডার প্রতিকুলে?
হইবে না, পারিব না এ বিষম কাজ।

বিষ্ণু। উপেক্ষিতে মম বাণী চাহ দেবরাজ?
কর্ত্তব্য করিতে কার্য্য কিবা লজ্জা ভয়,
প্রাণের মমতা কিবা?
ভাব দেখি একবার যুদ্ধের কারণ,

কি কারণ ঘটিল এ মহারণ !
অন্যায় কার—দেখ দেখি সুরপতি ?
প্রেতাত্মা চাহিল তারিণী,
নাহি দিল যম তাহা—
কহ কিবা করিল অন্যায় ?
প্রেতাত্মা দিতে শক্তি ধরে কি কৃতান্ত ?
এ নিয়ম আছে কি কখন ?
শুনেছ কি কোন কালে
যমালয় হ'তে আত্মা ল'য়ে
পূর্ব্বদেহে হয়েছে স্থাপন ?
একবার যায় যাহা কৃতান্তের পাশে
নূতন দেহেতে ভিন্ন
আর কি আইসে ?

ইন্দ্র। সত্য কথা যা কহিলে নিত্য নিরঞ্জন,
বিশ্বমাতার অসঙ্গত বাসনা নিশ্চয়।

বিষ্ণু। পুনঃ দেখ কত অহঙ্কার,
দম্ভভরে কৃতান্তে কহিল,
রহ তুষ্ট কিছু দিন,
মম আজ্ঞা লঙ্ঘিলি যেমন,
উপযুক্ত শাস্তি এর দিবরে তেমন।
পুনঃ শুন সগর্ব্ব বচন,
বলিল যবে,
বিধি বিষ্ণু শিব কার সাধ্য—
কে রক্ষিবে তোরে—
যে রক্ষিবে, যাবে সেই জন যমের মন্দিরে॥
কহ কহ অসুরারি,
এতেক হীনতা সহে কার প্রাণে—
এত স্পর্দ্ধা রমণী হইয়ে !

প্রতিজ্ঞা আমার, প্রতিজ্ঞা বিধির, প্রতিজ্ঞা শিবের,
দর্পনাশ কালীকার করিব নিশ্চয়।
সাজহ সমরে সবে,
রণস্থলে হও উপনীত।
নাহি ডর, নাহি ত্রাস
কৃত্তিবাস সাজিছে সমরে,
আমিও রণসাজে হইব উদয়।
নাহি কোন ভয়,
পরাজয় কালীকার নিশ্চয়—সুনিশ্চয়।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। গেল চলি নারায়ণ
কহ দেবগণ কিবা মনভাব ?

পবন। কি আর কহিব দেব,
দেবদেব হৃষিকেশ করিলা আদেশ
যম-পক্ষ হ'য়ে করিতে শিবরাণী সহ রণ ;—
আজ্ঞাবাহি আমরা সকলে
প্রভু আজ্ঞা হইবে পালিতে।
যেতে হবে কাল-রণে অনিচ্ছুক হ'য়ে।

চন্দ্র। অনিচ্ছুক হ'য়ে কেন প্রভঞ্জন ;
ইচ্ছাময় হরির আজ্ঞায়
ইচ্ছায় করিব রণ।

হুতাশন। হরি আজ্ঞা হ'তে শ্রেষ্ঠ কি আছে জগতে,
কহিলেন হরি
ধর্ম্ম হেতু সকলি সম্ভবে,
তবে আর কেন বৃথা ভয়,
সাজিব নিশ্চয় সমর ঘোরে।
কহ এবে দেবকুল-পতি
কিবা ইচ্ছা তব ?

ইন্দ্র শিরোধার্য্য হরি-বাণী।
চল সবে সাজায়ে বাহিনী
সাজিয়ে সমরে সবে হই অগ্রসর
বল মুখে জয় ধর্ম্মের জয়!
জয় শ্রীহরির জয়।

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়!
জয় শ্রীহরির জয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

যম ও মনোরমা।

যম। এইবার মন আশা মিটিল আমার।
সামান্য রমণী হ'য়ে
বধিয়াছ বহু সৈন্যচয়,
বহু স্থান করি অন্বেষণ
পাইয়াছি তব দরশন,
কর দেখি স্থির হ'য়ে রণ—রণাঙ্গণা,
দেখিব শকতি—বুঝিব বল,
যমে যদি পার টলাইতে।

মনোরমা ধর অস্ত্র যমরাজ
অচিরে দেখাব ভুজবল,
রুদ্রতেজে যেমতি তুমি বলবান,

আদ্যাশক্তি কালিকার তেজে
তেমতি তেজস্বিনী আমি।
রুদ্রতেজে, শক্তিতেজে হবে সংঘর্ষণ—
জয়ী কেবা হয় তার লইব পরীক্ষা।
এস এবে বিলম্ব না কর
ধর অস্ত্র—জয় রণ-চণ্ডী।
(উভয়ের যুদ্ধ)

ভগবতী ও মহাদেবের প্রবেশ, মহাদেব যমের পশ্চাতে ও ভগবতী মনোরমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হওন।

যম। (অস্থির হইয়া) অহো—না পারি করিতে রণ!
অবশ হইল তনু। (পতন ও মূর্চ্ছা)

মহাদেব। এক একিরে হেরি আশ্চর্য্য ঘটনা!
রুদ্রতেজ ব্যর্থ হ'য়ে গেল?
ভাল পুনর্ব্বার দিব শিব-বল।
(প্রদানান্তে) উঠ বৎস!

যম। (জ্ঞান প্রাপ্তে উঠিয়া)
কই কই সে পাপিনী
বধিব তারে আঁখি পালটিতে!

মনোরমা। লজ্জা নাহি অধম কৃতান্ত?
কোন লাজে কহ উচ্চ বাণী?
এখনি তব কি দশা ঘটিল—
মনে তাহা হয় না স্মরণ?

যম। ভাল এইবার বুঝিব নিশ্চয়,
দেহ রণ ত্বরা।

মনোরমা। প্রস্তুত আমি জয় রণচণ্ডী।
(উভয়ের পুনর্ব্বার যুদ্ধ, কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর মনোরমা অসমর্থ হওন।)

মনোরমা। (কাতর হইয়া) উঃ—জগদম্বে!
মাগো—যাই মা। (পতন ও মূর্চ্ছা)

ভগবতী। একি, একি! মনোরমে, মনোরমে! একি হ'লো তোর, ওঠ—ওঠ বাছা, প্রতিহিংসা তৃষা বড়ই প্রবল, ওঠ—এইবার তোকে আমার যত শক্তি সমস্তই দিলাম, শীঘ্র ওঠ।

মনোরমা। (চেতন পাইয়া) কই, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কৃতান্ত কই? আজ তোর শেষ দিন। (উঠিয়া) এই যে—এই যে দুরন্ত। এস—এস কৃতান্ত, এইবার তোমার কি দুর্দ্দশা ঘটে দেখ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান, তৎসঙ্গে
মহাদেব ও ভগবতীর প্রস্থান।

জয়া ও বিজয়ার সহ অসিযুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুর প্রবেশ।

মৃত্যু। (নিরস্ত হইয়া) বিজয়ে! আজ দেখছি তোমাদের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত।

বিজয়া। সত্য কথা বলছিস্?

মৃত্যু। অসত্য বলি নাই, আজকার রণে রণচণ্ডী কালিকাকে নিশ্চয় পরাভব স্বীকার কর্‌তে হ'বে—কৃতান্তের জয় এটি নিশ্চয় কথা।

বিজয়া। ওরে অবোধ, কার জয়, কে জয় লাভ কর্‌বে? বিশ্বমাতা বিজয়া ব্যতীত এ বিশ্বে আর জয় হয়? তুই নিতান্ত অল্পবুদ্ধি—নিতান্ত অজ্ঞান, তাই কৃতান্তের জয় মুখে উচ্চারণ কর্‌লি।

মৃত্যু। কেন উচ্চারণ কর্‌বো না, মুক্তকণ্ঠে শত শতবার উচ্চারণ কর্‌বো, আর কি যমরাজ এবং তদীয় সেনাপতি মৃত্যু চামুণ্ডাকে ভয় করে? তা আর করে না। যখন অভয়দাতা মৃত্যুঞ্জয় আমাদের অভয় দান করেছেন তখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কাকে ভয়, কাকে ডর, চোকের কোণে কাকেও লক্ষ্য হয় না, সকলকেই পিপীলিকা হ'তেও ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। এই তোমরা আমার সঙ্গে রণে ব্রতী হয়েছ কিন্তু এতে আমার ইচ্ছা হয় না তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি, ইচ্ছা হ'চ্ছে হেয় জ্ঞানে তোমাদের পরিত্যাগ করি—তবে কারণ তোমরা আমার সহিত সমকক্ষ

নও, তোমাদের উভয়ের সঙ্গে আমার কতদূর পার্থক্যভাব তা জান, যেমন গরুড় আর বিহঙ্গে, মাতঙ্গ আর পতঙ্গে—এতদূর। আমি মনে কল্লে এখনই তোমাদের দুটোকে এক ফুৎকারে ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া করতে পারি।

জয়া। বটে মৃত্যু বটে, তুই এতদূর শক্তিসম্পন্ন হয়েছিস্ বটে, আজ তোর শক্তিতে আদ্যাশক্তির দাসীগণও পরাভব হবে, কি উচ্চাশা, কি দুরাশা। ওরে বর্ব্বর, ধর্ অসি ধর্, একবার অসি যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিস্, এবারেও পরাস্ত করি, এবারে পরাস্ত হলে আর ক্ষমা নয়, অম্বিকার দাসীগণ মৃত্যুর মৃত্যু যে কেমন তা একবার জগতকে দেখাবে, ধর্ শীঘ্র অসি ধর্।

গীত।—তাল আড়া।

ধর ধর অসি, হই মোরা খুসী, রণে ব্রতী হরে হ।
দেখিব সমরে, কেমন প্রকারে, জয়ী হ'স্ রেখে স্ব॥
সমর জিনিতে বলে, পারিস্ যদি রে বলে,
খরশাণ অসি তবে ফেলাবরে জলে;—
এ পাপ জীবন তবে, আত্মঘাতে ত্যজিবরে,
শীঘ্র রণে ব্রতী হ-রে রণ-খেলায় ব্রতী হ॥

মৃত্যু। বীর-কর-ভূষণ অসিতো বীর-করেই শোভা বর্দ্ধন ক'রে, এস তবে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করি।

[অসিযুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

যম ও মনোরমার অসিযুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ।

যম। ক্ষান্ত হও বীরাঙ্গণা, রণে দেহ ক্ষমা,
কাতর হয়েছি অতি—

মনোরমা। কাতর হয়েছ তুমি,
কাতর নহিতো আমি?
মহাশক্তি জাগে হৃদি মাঝে—
শক্তির প্রাসাদে শুনহ কৃতান্ত,

কৃতান্তপুরে পাঠাব তোমায়।
ধর অস্ত্র কিম্বা ধর যমদণ্ড তব,
যাহা লয় মন।
কালীনাম অক্ষয় কবচ বুকে,
কালীনাম স্মরিয়া বদনে
হতদর্প হতগর্ব্ব করিব নিশ্চয়।
ধর অসি অসীতার দাসী মাগে রণ—
দেহ রণ—ত্বরা।

যম। কি করি, কি করি—
দারুণ ভয়ে পূরিল হৃদয়—
দয়াময় মৃত্যুঞ্জয়!
কোথা প্রভু এ সময়—
বল দাও অভাগা কৃতান্তে—
বার বার বল দানে তুষিলে দাসেরে
তবু আমি হীনবল ক্ষীণপ্রাণা রমণীর রণে।
কি হবে কি হবে,
দারুণ আহবে কিসে পাব ত্রাণ,
শঙ্কা হয়,
রক্ষাকালী হাতে রক্ষা নাহি আর।
ত্রিলোচন, হে ঈশান!
রক্ষ প্রভু এ চির-কিঙ্করে।

মনোরমা। হে কৃতান্ত! মানিলে কি পরাজয়?

যম। পরাজয় কি হেতু মানিব?
মঙ্গলময় দেব মহেশ্বর সানুকুল মোরে।

মনোরমা। সমরে তবে বিরত কি হেতু?
শীঘ্র হও সমরে সত্বর।
ধর অস্ত্র যোদ্ধৃবর।

যম। নারী হয়ে রণ-সাধ এত,

ভাল মিটাইব রণ-সাধ,
ধর অস্ত্র।

মনোরমা। প্রস্তুত আমি। জয় রণচণ্ডী!
(উভয়ের যুদ্ধ—যম পরাস্ত হওন)
একি হলো রণ-বীর ?
রণ-সাধ মিটাবে বলি করিলে যে রণ,
অন্যথা হইল তাহার ?
শক্তি না ধরিলে হৃদে,
মিটাতে সমর সাধ ?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ হেন কাপুরুষে।
এস এবে যমরাজ
বন্ধন করিয়া লই,
বলিদান দিয়া তোমা চামুণ্ডার পদে,
মিটাব নিজের সাধ,
ঘুচাব মা তারার মনের বিষাদ,
যুদ্ধ-সাদ অবসাদ হইল তোমার।
(বন্ধন করিতে উদ্যত)

যম। অহো—এই কি হলোরে পরিণাম ?
শিব-বল বৃথাই হইল,
শক্তির শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল।
কোথা হর বাঘাম্বর গৌরীপতি ভোলা,
কোথা হে পঞ্চানন পতিতপাবন।
ডুবিল তোমার নাম,
জাতিল শক্তির তেজ এতদিনে প্রভু।

ইন্দ্র, পবন, শনি ও হুতাশন আদি দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কি ভয় কি ভয় কৃতান্ত,
থাকিতে মোরা,

থাকিতে শিবের এতেক কিঙ্কর,
কে ডুবায় শিব নাম কলঙ্ক-সলিলে ?
কার হেন স্পর্দ্ধা ?

মনোরমা। শিবের রমণী যিনি তারা ত্রিনয়নী,
সেই তারিণী সহায় আমার,
তাঁহারি চরণ-বলে
বড় স্পর্দ্ধা মম হৃদি মাঝে,
কে তোমরা কহ মম স্থানে—
রণবেশে রণ আশে হইল উদয়,
দেহ সত্য আত্ম পরিচয়।

ইন্দ্র। আমি ইন্দ্র দেবতার রাজা,
ভীম বজ্র শোভে মম করে।
বজ্রনাদ শুনি যার কাঁপে মর্ত্ত্যলোক,
আমি সেই বজ্রধারী দেব পুরন্দর।

মনোরমা। যথেষ্ট হয়েছে বীর,
পরিচয়ে নাহি কাজ আর,
অধম দুর্ব্বল তুমি স্বর্গের বাসব ?
দানব হুঙ্কারে—
লুকায় যে জন ইন্দ্রাণীর কোলে—
সেই জন তুমি ?
যাও—যাও, পলাও—পলাও,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞানে উপেক্ষিনু রণে।
আহা কেহ নাই ইন্দ্রাণীর আর,
তোমা হারা হ'লে
মনানলে জ্বলিবে সরলা।
অবলা আমি—
অবলার জ্বালা ভালরূপে বুঝি,
তেঁই কহি, বিধবা দশা ঘটাওনা তার।

ইন্দ্র। ওঃ—অসহ্য—অসহ্য অতি।
কর রণ দেবগণ একত্র হইয়া,
বধ—বধ দুষ্টা রমণীরে।

মনোরমা। পারিলে বধিতে,
পৌরষের কার্য্য বড় নাহিক সন্দেহ।
ভাল যোঝ সবে প্রাণপণে,
আমার ভরসা আশা দুর্গার চরণ।

ইন্দ্র। দেব রথীগণ! কর রণ, কর রণ!

মনোরমা জয় জয় রণচণ্ডী।
(দেবগণ সহ যুদ্ধ, সকলের পরাভব)

ইন্দ্র। একি মনস্তাপ!
ঘোর লজ্জা নারীর সংগ্রামে!
ছি-ছি নিদারুণ অপমান!

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। কেন—রণে—বিমুখ বাসব?
কর রণ—রমণী সংহতি।

ইন্দ্র। একি, পার্ব্বতি!
এঁ্যা—কোথা যাই, কোথায় পলাই, কোথায় লুকাই।
চল চল দেবগণ চল সবে যাই পলাইয়ে।
(পলায়নে চেষ্টা)

ভগবতী। (বাধা দিয়া)
কোথায় পলাবে ইন্দ্র?
পলাবার স্থান নাহি আর।
যুঝিতে হইবে তোমায় দেবদল সহ,
দুর্ব্বলা অবলা এই রমণী সংহতি।
পার যদি সকলে মিলিয়া
জিনিতে বামারে—

না ধরিব অস্ত্র আর এই রণস্থলে,
যমের হইবে জয় কহিনু নিশ্চয়।
আর যদি হও পরাজয় সবে
তা হ'লে জানিও মনে, যত দেবগণে
একে একে ধরি
ছেদিব এই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে।
এস ব্রতী হও রণে পুনঃ।

ইন্দ্র। ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী,
অক্ষম সবে করিতে সমর।
মহাবীর্য্যবতী ও রমণী,
পেয়েছি পরীক্ষা তার,
রণ-সাধ নাহি মা আর—
দেহ ছাড়ি আমা সবে।

ভগবতী। ছাড়িব কি মতে,
আসিয়াছ দেবদলে মিলি সুরনাথ
পার্ব্বতীর দুর্গতি বিধানে,
কৃতান্তে রক্ষিতে সবে
বীরদর্পে করিয়াছ পণ,
তবে না হ'তে সে পণ উদ্‌যাপন—
কোথা যাবে?
খর্ব্ব কর বীরগর্ব্ব কালিকার রণে—
বীর শ্রেষ্ঠ তুমি সুরনাথ—
বীর অবতার যত অমর নিকর।
কহ ধরিব কি অস্ত্র?

ইন্দ্র। ক্ষম অপরাধ ক্ষেমঙ্করী,
অজ্ঞান মাগো জ্ঞানহীন মোরা
বিষ্ণুর আদেশে—
আসিয়াছি তব বিপক্ষেতে।

সর্ব্বদেব-ময় হরি
তব অরি বলি দিয়া পরিচয়—
পাঠাইল কাল রণে অধম অমরগণে ;—
নহে মাতা
স্বইচ্ছায় আসে নাই দেবকুল!
কার ইচ্ছা দেবী
বান্ধিয়া গলেতে শিলা
পার হ'তে দুস্তার জলধি?
কার ইচ্ছা—
জেনে শুনে হলাহল করিতে পান?
কার ইচ্ছা ওগো ইচ্ছাময়ী
তব বিপক্ষতা করিতে সাধন?
পরিহর রোষ নগেন্দ্র-নন্দিনী
কৃতান্তে ছাড়িয়া সবে করি পলায়ন।

ভগবতী। পলায়ন! এ কেমন বচন বাসব?
কি কহিবে ত্রিলোচন,
কি কহিবে কমললোচন?
মম হাতে নহে সবে পেলে পরিত্রাণ,—
কিন্তু সুরনাথ!
কেমনে লভিবে ত্রাণ ত্রিশূলীর করে,
কেমনে রাখিবে দেহ চক্রী-চক্র ধারে?
উভয় শঙ্কট আজি তোমা সবাকার ;—
একদিক রাখহ যতনে।
হয় কর মম বিপক্ষ সাধন
কর রণ, যাচি রণ সবে বারম্বার,
নয় মম পক্ষে করি প্রাণপণ
কর রণ—নারায়ণ ত্রিলোচন সহ।
কহ এবে কিবা মনোভাব?

ইন্দ্র। কাহারও সাপক্ষ হ'তে নাহি মা বাসনা,
ভিক্ষা এই মাগি শ্রীচরণে
দেহ পরিত্রাণ—
ল'য়ে প্রাণ করি পলায়ন।
হের ঐ মূল শত্রু তব,
ঐ মাগো দুরন্ত কৃতান্ত,
বধি ওরে শান্ত করি চিত।
আজ্ঞা দেহ—
দেবদল-বলে যাই নিজ স্থানে।

ভগবতী। কোনরূপে নাহি ত্রাণ
ঘোর অবিশ্বাসী তুমি দেবাধম,
রে বিশ্বাসঘাতক!
রে ক্ষীণবুদ্ধি হীনমতি ইন্দ্র!
যম নয় রক্ষিত তোমার?
দেবদল সহ লয়েছ নয় যমে রক্ষা-ভার?
একি তবে, এ কি অবিচার?
বিপদে পড়িয়া আজি দুষ্টগণ
নিজ প্রাণ বাঁচাইতে,
দিতেছ সঁপে কৃতান্তে আমার করে?
না চাই শুনিতে কথা,
বাঁধ মনোরমে,
বাঁধ এই কাপুরুষগণে।

মনোরমা। যথা আজ্ঞা জগত-জননী।
(দেবগণকে বন্দী করণ).
আজ্ঞা তব পালিনু জননী,
কহ এবে বিশ্বমাতা
কৃতান্তের হইবে কি গতি?

ভগবতী। কহরে দুরন্ত দুষ্ট গর্ব্বিত পামর!

কি হবে উপায় এখন ?
কোথা ত্রিলোচন,
কে রাখে এখন ?

দূরে মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। ত্যজ শুভঙ্করী পরুষ বচন।
তব সাথে আমি এবে করিব সংগ্রাম,
জিনিতে যদ্যপি মোরে পার ত্রিনয়নী,
তবেত বুঝিব শক্তি তব শক্তিশ্বরী।

ভগবতী। এস এস বাঘাম্বর—
আমিও তাহাই চাই।
তোমারে পাইতে রণে বহু চেষ্টা করি—
তুমি অরি কালিকার
এ কথা হে বড় চমৎকার।
দেখিব শঙ্কর !
দেখিব সমরে আজি—
বিশ্ব লয় হয় হবে,
সৃষ্টি যায় রসাতলে যাবে,
প্রলয় জলেতে বিশ্ব হ'ক্ নিমগন—
তবু রণ তোমাতে আমাতে।
র'ক্ষ র'ক্ষ ব'লে বিধি লইলে শরণ
কাঁদিলে উচ্চরবে সৃষ্টিবাসীগণ—
তবু রণ তোমাতে আমাতে।
তুমি শম্ভু আমি শক্তি,
প্রবীণ পুরুষ তুমি মহেশ্বর,
প্রবীণা প্রকৃতি আমি মহেশ্বরী,
সমানে সমানে আজি সঙ্ঘর্ষণ—
সমানে সমানে আজি মহারণ,

সমতুল্য তুমি, সমতুল্য আমি
রণ খেলায় হইবে আনন্দ বড়।
বধিয়াছি বহু রথী,
বধিয়াছি বহু বীর দুর্ম্মদ সমরে—
কিন্তু শম্ভু রণ-আশা মিটিলনা কভু—
এবে সেই আশা—সেই চির-আশা,—
হইবে পূরণ।
দেব পঞ্চানন অগ্রসর হও রণে—
বিলম্বে কি কাজ?
দেখিবে জগত—দেখিবে বিশ্ব,
কত বল কালিকার দেহে।
ধর শম্ভু, ধর শূল
প্রতি-যোদ্ধৃতা আজি তব কালী
নাহি রক্ষা, নাহি ত্রাণ
সাধে সাধে কলহ কিনেছ,
স্বইচ্ছায় ডাকিয়া কৃতান্তে দিয়াছ অভয়।
দেখিব মৃত্যুঞ্জয়, দেখিব ঈশান,
যমে রক্ষা করহ কিমতে।

গীত।—তাল

দেখিব দেখিব, বুঝিব বুঝিব, কিমতে হে ঈশান।
রাখহ কৃতান্তে, পাতকী দুরন্তে, লইব লইব যমের প্রাণ॥
ছি-ছি ছি-ছি ধিক্ হর হে তোমারে,
কোন লাজে এলে কালের সমরে;—
বলনা বলনা এলে কি বিচারে,
হরিতে রণেতে আমার মান॥

ভাল ভাল ভাল এসেছ যখন,
ধর ধর ধর শর শরাসন।
রণ রণ রণ দেহি ত্রিলোচন,
দেখি দেখি তুমি কত বলবান॥

মহাদেব। ত্যজ গর্ব্ব নগেন্দ্রনন্দিনী,
হীনবুদ্ধি নারী তুমি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তব জ্ঞান,
অহং জ্ঞানে পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার—
নির্দ্দোষী যম,
নাহি কোন দোষ
কোন দোষে, কহ শৈলেন্দ্র-কুমারী
বধিতে তারে করিলে মনন?
নিরাশ্রয় রবির নন্দন, কাঙ্গালের প্রায়-
সভয়ে সকাতরে
আশ্রয় চাহিল জনে জনে,
কেহ না দানিল আশ্রয়,
সাহস নহিল কার বুকে—
নির্ম্মমা পাষাণ-সুতা তোমার ভয়েতে
বিমুখ হইল ত্রিলোক।
কেন তব এত অত্যাচার?
কেন হেন অন্যায় আচরণ?
যারে তারে কি হেতু শাসাও,
যারে তারে কি হেতু কাঁদাও?
কত দিন চলিবে অধর্ম্ম,
কত দিন সহিবেন ধর্ম্ম—
অসহ্য ধর্ম্মের বুকে, তব অত্যাচার—

স্বয়ং শ্রীহরি, ধর্ম্মরূপ যিনি ভগবান,
অসন্তোষ তব প্রতি তিনি,
দুষ্টতার শাস্তি এবে পাইবে পার্ব্বতী।
নাহি মম আত্ম পর জ্ঞান,
নাহি মম স্ত্রী পুত্র বিচার,
অধর্ম্মের দিকে নাহি আমি,
ধর্ম্ম-পক্ষ করিব আশ্রয় ;
যে হয় সে হয়,
শ্রীকৃষ্ণ আদেশে শুনহ চামুণ্ডে
দণ্ড দিতে তোমায় আজ শিব অগ্রসর।

ভগবতী। কি কহিলে দিগাম্বর ?
কহ দেখি শুনি,
পুনঃ সেই বাণী ?
দণ্ড দিতে আজ্ঞা দেছে গোলকের হরি,
আসিয়াছ হরির নফর
শাস্তি দিতে দুষ্টা কালিকারে ?
ভাল ভাল—
তুষ্ট বড় হইনু শ্রবণে।
কহ এবে পঞ্চানন,
কহ হে গোবিন্দের দাস,
কোথায় এবে তব প্রভু হরি ?
কোথা সে অবোধ অজ্ঞান ব্রজের রাখাল,
গোপাধম গোপাল কোথা সে পামর ?
পেলে দেখা তার
বুঝিতাম একটিবার—
একটি আছাড়ে তারে
পাঠাতাম মৃত্যুর দুয়ার।

মহাদেব। সাবধান কালিকে !

গুরুনিন্দা নাহি কর আর,
শেল সম বড় বাজে বুকে।

ভগবতী। যথা সাধ্য কর ত্রিপুরারি,
পার্ব্বতী না মানিবে গুরু বলি
সে আমার গুরু নয়,
মহা অরি হরি দুরাচার!

মহাদেব। শত ধিক্ তোমারে ঈশানী!
পূর্ণব্রহ্ম হরি নারায়ণ,
জগতের আদি কারণ—নিত্য নিরঞ্জন
বিশ্বপতি, বিশ্ব-গতি
সৃষ্টিপতি বিধি যাঁর শ্রীপদ ভিখারী;—
আমি মহাকাল
কালভয় বাহিবারে, ভবভয় নাশিবারে
অহরহঃ যে রাঙ্গা চরণ
হৃদে ধরি পূজা করি,
প্রণতি চন্দন সনে
ভকতি কুসুম দানে
যাঁর পায় করি সমর্পণ—
হরারাধ্য, বিধাতা পূজিত
সেই ধনে কর হেয় জ্ঞান?
নাহি ত্রাণ,
লব প্রাণ তোমার শঙ্করী।
হের দুর্গে,
হের হের শিবশূল—কত ভয়ঙ্কর।
জয় জয় হরি, জয় শ্রীহরি,
জয় জয় সংহার অবতার!
(ভগবতীর প্রতি শূল নিক্ষেপ)

ভগবতী। (শূল ব্যর্থ করিয়া)

হে ঈশান ! হে মদগর্ব্বে গর্ব্বী বৃদ্ধ বীর !
হের দেখ শূল তব ব্যর্থ হ'য়ে গেল,
এইবার দেখ মহাকাল
কালীর সংগ্রাম কিবা বিভীষণ—
পাঠাতে তোমায় কৃতান্তের পুরে
করালিনী কালীরূপ করিনু ধারণ।
(কালীমূর্ত্তি ধারণ)
ধর অসি ধর এইবার
মহারণ কেমন প্রকার,
দেখাব তাহা তোমারে আজি।
হই হবো পতি-হন্ত্রী—
নিস্তার নাহি তব আর,
ছেদিয়া তব বিশাল বপু
বিকট বদনে আজ করিব চর্ব্বণ।
যাবে জ্বালা, যাবে খেদ
যাবে তাপ, ঘুচিবে সন্তাপ।
এস বিরূপাক্ষ,
উলাঙ্গিনী রণোন্মত্তা করালিনী আমি—
মায়া মোহ কোমলতা দিয়ে বিসর্জ্জন,
পাষাণে বেঁধেছি বুক হয়েছি কঠিনা,
এস ত্বরা—
সাজ রণে মায়া বিসর্জ্জিয়া।
হয় তুমি, নহে আমি পড়িব সমরে।
যুদ্ধ, ঘোর যুদ্ধ,
যাক্ সৃষ্টি রসাতল।
(ভগবতী ও মহাদেবের ঘোর যুদ্ধ)

মহাদেব। (অসমর্থ হওতঃ)
অহো—কিবা বিভীষণ চামুণ্ডার রণ !

যুঝেছি পরমাত্মন্ হরি সনে
বিশ্বশক্তি যাহাতে সম্ভবে,
কিন্তু—শক্তির শক্তি বিচিত্র ব্যাপার !
অসমর্থ হইনু সংগ্রামে।
র'ক্ষ—র'ক্ষ কালী বিরূপাক্ষ রণে,
সভয়ে অভয় যাচি শ্রীপদ-পঙ্কজে।

কালী কদাচন ক্ষমা নাহি দিব,—
শ্বেত-শুভ্র অমল ধবল কায়,
খণ্ড খণ্ড করি ছেদি অসি ঘায়
নিক্ষেপিব বিশাল বদনে।
তবে শান্ত, তবে সুস্থ
তবে জ্বালা, তবে যাবে মনোরাগ
আত্ম রক্ষা কর শম্ভু !
ভীম-খড়্গ লোলুপ অতি তব রক্ত পানে।
(মহাদেবের প্রতি ধাবমান)

মহাদেব। সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !
যাই—যাই এবে,
কেবা রাখে মহাকালে এ আসন্নকালে ?
হরি, হরি, মরি মরি,
রাখ রাখ রাঙ্গা পায়।

বিষ্ণুর চক্র হস্তে দূরে প্রবেশ।

মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ !
নাহি ভয় মৃত্যুঞ্জয়
রক্ষিব নিশ্চয় কালীর সমরে।
কালীকে ! এস—এস রণে
শক্তির পরীক্ষা আজ বিষ্ণুর সংগ্রামে।

কালী কেও—গোলকনিবাসি !

কেও—মুরলী বয়ান ?
একি হেরি নূতন ঘটনা
মুরলী নাহিক করে,
চক্র করে কেন শোভা পায় ?
সুন্দর ললাট মাঝে তিলক নাহি সাজে,
শূন্য শিরে ময়ূরের পাখা,
বাঁকা শ্যাম বাঁকা ঠাম কেন না নেহারি ?
কোথা হরি মৃদু হাসি ? ওহে কালোশশী !
যমুনার কূলে যে হাসির ফাঁদে
ফেলেছিলে গোপিনী বিহঙ্গী,
কোথা সে মধুর হাসি ?
গম্ভীর বদন চাঁদ কিসের কারণ ?
ননী জিনি তনুখানি, আহা মরি মরি
যেন নীলমণি রোষভরে মাখা,
কেন নন্দলাল, যশোদা-গোপাল,
কেন কেন হেন ভাব তব ?
কোমলেতে বীরের লীলা—
একি কৃষ্ণ সেজেছে সুন্দর ?
ধর নটবর বেশ, বিনোদিয়া কেশ
মধুর অধরে বাজাও বাঁশরী।
চক্র করে কেন হরি ?
ফেলে দাও ত্বরা—
রণ-খেলা সাজে না তোমায়।
লইয়া গোধন, যশোদা জীবন
নাচিতে নাচিতে রাখাল সহিতে
গোচারণে যাও—
এ নহে যমুনা-পুলীন, এ নহে কদম্বতলা,
চিকণ কালা হেথা কেন আসা ?

ভীম ভয়ঙ্কর দুষ্কর সমর স্থল ইহা।
এখানে নাই যশোদা রাণী
মেলেনা হেথা কাঁদিলে পরে সুমিষ্ট নবনী
যাও যাও নটবর শ্যাম,
যাও গোপিনীর প্রাণ,
গোপীকা হৃদয় করগে উল্লাস।
কদম্বের মূলে, ত্রিভঙ্গেতে হেলে
বাজাওগে বাঁশী রাধা রাধা স্বরে।
হেথা কেন? পলাও পলাও মাধব!

বিষ্ণু। এত গর্ব্ব কেন দুর্গে শুনিবারে চাই,
কি শক্তি প্রভাবে কর হেন অহঙ্কার?
উপহাস, নিন্দা ভাষ যা আসিল মুখে
প্রফুল্ল অন্তরে তাহা কহিলে বিষ্ণুরে।
কহ কত আর সব।
অসহ্য বচন-শর কেশবের বুকে।
ধর দুর্গে, ধর অস্ত্র—
শাস্তি পাবে আপনার দোষে।

কালী। কি কহিলে হরি,
শাস্তি পাব আপনার দোষে?
ভাল, শুধাই মুরারি,
শাস্তিদাতা কেবা চামুণ্ডার?
কৃষ্ণ, লক্ষ্মীপতি হরি?
যে জন কংসের ভয়ে, বৃন্দাবনে যায়,
যে জন কংসের ভয়ে গোপাল চরায়,
সেই কৃষ্ণ? হীনমতি সেই গোপালক?
অহো—কি অদ্ভুত কথা!
জরাসন্ধ ভয়ে, মথুরা ত্যজিয়ে
যে জন সিন্ধুর মাঝারে লইল আশ্রয়,

সামান্য নরের শক্তি অসহ্য যাহার,
সেই দুষ্ট আইসে কিনা
শক্তি সহ শক্তি পরীক্ষিতে,
বাতুল বাতুলের বাতুলতা ইহাতে প্রকাশ।
কহ কৃষ্ণ, কহ গোপান্নভোজী নন্দের নন্দন!
মক্ষিকা হইয়া কেন উচ্চ আকিঞ্চন?
মাতঙ্গিনী সহ মক্ষিকার সাজে কিহে রণ?
পলায়ন—পলায়ন কর এইবার।

গীত।—তাল আড়া।

কর পলায়ন, ওহে নারায়ণ,
কেন অকারণ, হবে হতমান।
কি জান সমর, তুমি গিধিধর,
পলাও পলাও লইয়ে পরাণ॥
জানিহে কেশব, তব বাহুবল,
নর হ'তে হরি তুমি হে দুর্ব্বল,
কংসের ভয়ে, এলে পলাইয়ে,
গোয়ালাপল্লী যথা বৃন্দাবন॥

বিষ্ণু। চামুণ্ডে! আর বাক্‌যুদ্ধের আবশ্যকতা নাই, শীঘ্র রণে প্রবর্ত্ত হও। তেত্রিশকোটি দেবতাগণ এবং স্বয়ং চন্দ্রচূড় উপস্থিত রয়েছেন, আজ সকলেই সাক্ষাতে অবলোকন করুন্, কার শক্তি কার পক্ষে অসহ্য হয়। চিরদিনই তুমি সকল দেবতাকে উপেক্ষা করে থাক। তোমার মনে মনে বড় গর্ব্ব, তোমার তুল্য শক্তি অন্য কোন দেব দেবীর নাই, কিন্তু দুর্গে! আজ প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, এই সর্ব্বজন সমক্ষে তোমার যথোচিত দুর্গতি বিধান ক'রে সেই দারুণ ভ্রম দূরীকৃত করবো। ভাল অম্বিকে, কোন লাজে তুমি আমার রণে আগুয়ান হ'চ্ছ, কোন লাজে কি সাহসে আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করছো? শঙ্করি! বিষ্ণুর বাহুবল

কতদূর প্রবল, তাও কি তোমার জান্‌তে বাকি আছে? মনে হয় না কালিকে, শুম্ভ দৈত্যের রণে যখন ঊর্দ্ধদিকে বিঘূর্ণিত হ'য়ে তোমার প্রাণ-বায়ু অনন্তে মিশে যাবার উপক্রম হয়, মনে হয়না কি ডাকিনী, পরিত্রাহিস্বরে সেইকালে যখন বিষ্ণুর শরণ নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলে? আরও বল্‌বো, শুন্‌বে পাষাণী? শোন—শোন, মুরারি জম্ভাসুরের সহিত রণ-বার্ত্তা, তা কি মনে পড়ে না, যে দিন দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য জম্ভাসুর সবলে তোমার ত্রিলোক ভয় দেখান ঐ খড়্গ কেড়ে নিয়ে তোমাকে ভূতলে নিস্পেষিত করে, মনে হয় কি ভৈরবী, শোণিত বমন কর্‌তে কর্‌তে যখন বিষ্ণুর র'ক্ষ বিষ্ণু র'ক্ষ বলে ডেকেছিলে? স্মরণ হয় কি দিগম্বরী, বিষ্ণু-শক্তিতে শক্তিশালিনী হ'য়ে জম্ভাসুর বিনাশে সমর্থা হয়েছিলে? আরও বহু স্থলের পরিচয় আছে? কিন্তু সে সব বলা নিস্প্রয়োজন। তোমার জ্ঞান আছে, সুরা পানে সকল জ্ঞান রসাতলে গেছে। এই দেখ দেখি তুমি কতদূর প্রবলা নারী, কতদূর কু-আচারী, তোমার পতি যিনি, তিনি পরম যোগী, সাধুকুলের শিরোমণি, যার নাম, বৈষ্ণবকুল-তিলক আশুতোষ, ছি-ছি এমন সাধুর পত্নী হ'য়ে তুমি কিনা আসুরিক খাদ্য অতি অপবিত্র অস্পর্শ যে সকল দ্রব্য, সেই সকলকে প্রিয় ভক্ষের মধ্যে গণ্য করেছ, মাংস ও সুরা তোমার প্রা'ণ ধারণের অবলম্বন, ছি-ছি, ধিক্ তোমাকে। দুর্গে! প্রকৃত কথা বল্‌তে গেলে তুমি মহাদেবী নও. তুমি মহা-রাক্ষসী। তোমার উদরে স্থান না পায়, এমন পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর কিছুই নাই।

কালী। নিরস্ত হও হরি, নিরস্ত হও, কেন আর নিজের বিদ্যার পরিচয় দেবে? আমিতো ডাকিনী, প্রেতিনী, রাক্ষসী সবই বটে, কিন্তু হরি তুমিই বা এর কোনটি নও? নিজের ছিদ্র আগে না ঢেকে পরের ছিদ্র বাহির কর্‌তে গেলে কি সাজা পেতে হয় জান? তা জান্‌বেই বা কিরূপে? তোমার জ্ঞান কোথায়, যে সিংহ রূপ ধরে, যে শূকর রূপ ধরে সে তো পশু, পশুর কি জ্ঞানগম্য আছে। ওহে পশুরাজ! ওহে জ্ঞানহীন হরি! তোমার যদি জ্ঞানই থাক্‌বে, ভাল মন্দ বোঝবার শক্তিই থাক্‌বে, তাহলে তুমি কি আর মাতুল হত্যা কর, না—প্রিয় ভগ্নির বুকের মাণিককে বুক হ'তে কেড়ে নিয়ে কৌশলে কৃতান্তপুরে পাঠিয়ে দাও? তুমি না করেছ কি, জ্ঞান-বুদ্ধি-হীন অজ্ঞ নরেও যে কার্য্যকে কুকার্য্য ব'লে জ্ঞান কর্‌তে পেরেছে, তুমি তাও পারনি, এমন কি যারা নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, অজ্ঞান, দস্যু—

যাদের কিছু মাত্র জ্ঞান নাই—তারাও যে গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যাকে পাপের কাজ ব'লে জ্ঞান পথে আন্‌তে পেরেছে, তুমি তাও আন্‌তে পারনি। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যা এ তিনটি কাজ তুমি সহাস্য-বদনেই করেছ, যদি বল কোথায় কখন করেছি, তার সুস্পষ্ট পরিচয় দিচ্ছি শোন। দ্বাপরে যখন নন্দ গোপের পুত্রস্থানীয় ছিলে, সেই সময়ে। যখন তুমি অতি শিশু, সেইকালে তোমার এতদূর দুর্ম্মতি ঘটে, তুমি কংস প্রেরিত দূতী পুতনাকে বধ ক'রে স্ত্রীহত্যাপাপে লিপ্ত হও, তৎপরে বৃন্দাবন কাননে গোরূপী অসুর নিধন ক'রে গোহত্যা পাপকে মস্তকে ধারণ কর, তৎপরে ব্রহ্মহত্যা, তা আর প্রকাশে কাজ নাই, মনে মনে স্মরণ ক'রে দেখ। ওহে হরি, ওহে কৃষ্ণ! জগতের যা কিছু অনিষ্ট ঘটনা সবই তোমা হ'তে সম্পন্ন হয়েছে, তুমি নিজে ঘোর অধার্ম্মিক, তুমি আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের কি বিচার কর, শ্রেষ্ঠ ব'লে এতাবৎকাল তোমার অধর্ম্ম কার্য্যের কেউ দণ্ড দিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু আজ আর তোমার পরিত্রাণ নাই। আজ তোমাকে দুষ্কার্য্যের জন্য সমুচিত দণ্ড ভোগ করতে হবে, আজ কোনরূপে রক্ষা নাই।

বিষ্ণু। শ্যামা, দেখ জগতে যে তোমার পাগ্‌লি নাম প্রচার আছে, সে প্রবাদ বড় মিথ্যা নয়, তোমার কথার ভাবে পাগ্‌লি নামের সার্থকতা সম্পাদন হলো, বলি উন্মাদিনী—যিনি মহাবিষ্ণু, তাকে তুমি দমন কর্‌বে? ভাল—ভাল দমন কর দেখি, এই আমি তোমাকে আক্রমণ কর্‌লাম, শীঘ্র আত্মরক্ষায় যত্নবতী হও।

ইত্যবসরে বেগে ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। গেল সৃষ্টি, গেল—গেল বিশাল ব্রহ্মাণ্ড,
হে হরি দানবারি—দৈত্যভয় নাশন,
ক্ষমা দেহ কাল-রণে লইনু শরণ।
(কালিকার প্রতি)
ত্যজ ত্যজ মহামায়া ঘোর রোষানল,
কাঁপিতেছে ত্রিলোক যেন পদ্মপত্রে জল।

কালিকা। যাও বিধি নিজ স্থানে,
দেখিব আজ নারায়ণে রণে।

বিষ্ণু। ব্রহ্মলোকে যাও পদ্মাসন,
কালিকার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব নিশ্চয়।

ব্রহ্মা। আর কেন দেব নারায়ণ
যে কারণ এই মহারণ,
পূরণ হইল তাহা এবে।
বিজয়কেতু আছিল ভূপাল,
দুর্ব্বাসা শাপিল তাবে
অকালে মৃত্যু হইবে তোমার,—
শুনি শাপ-বাণী ভয়ে নৃপমণি
সভয়ে যাচিল ক্ষমা ঋষির সমীপে।
প্রসন্ন হইয়া তায় মুনি
কহিল পুনর্ব্বার,
পুনর্জ্জীবন লভিবে নিশ্চয়,
যম সহ ঘটিবে সমর,
কালিকা বাদী হ'য়ে যবে
ক্রমান্বয়ে করিবেন রণ দেবগণ সহ,
অবশেষে বিষ্ণু সহ রণ হইবে যখন
প্রাণদান পাইবে তখন।
শুন শ্রীনিবাস, শুনগো অভয়ে!
সে কারণে এই মহারণ।

মহাদেব। সত্য বটে যা কহিলে বিধি
হইল স্মরণ এতক্ষণে—
ক্ষান্ত হও চিন্তামণি,
ক্ষান্ত হও নগেন্দ্রনন্দিনী।

কালিকা। মানিলাম তব কথা,
ক্ষম হরি কালিকারে।

বিষ্ণু। ক্ষম দেবী ক্ষেমঙ্করী,
চল তবে সকলেতে

প্রাণদানে বিজয়কেতুরে,
কালিকার মনোসাধ করি সম্পূরণ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনভূমি।

অনুধ্বজ ও অরুণা।

অনুধ্বজ। অরুণা, তুমি পরম বৈষ্ণবী, তুমিই ধন্যা।

অরুণা। রাজপুত্র, অধিনীকে লজ্জা দাও কেন, আমি তোমার পদ-সেবিকা, তোমার মত বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করেই যা কিছু হরিভক্তি শিখেছি, তুমি আমার পরম গুরু।

লক্ষ্মী ও বনদেবীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। বনদেবী! আমার অরুণা, আর তোমার অনুধ্বজ কি বল।

বনদেবী। মহালক্ষ্মী, তোমার যা ইচ্ছা, আমার তাতে আপত্তি নাই!

লক্ষ্মী। এস বনদেবী, আমার মনের আশা এতদিনে পূর্ণ করি, বৎস অনুধ্বজের সহিত অরুণা-রত্নের বিবাহ দিই।

বনদেবী। কমলে! তোমার ইচ্ছা ও এই বনদেবীর ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক্।

লক্ষ্মী। অনুধ্বজ! আর তোমার কোন অভাব নাই, তুমি হরির কৃপা লাভ ক'রে জগতের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছ, এক্ষণে বাপ! হরির আদেশ ও আমার ইচ্ছা এবং তোমার বনদেবী মায়ের ইচ্ছা, এই সৎপাত্রী অরুণা তোমার পরিণীতা ভার্য্যা হ'ক্, কারণ এর উপযুক্ত পাত্র তুমি ব্যতীত আর কেউ নাই, ধর বৎস! জয়কেতুর কন্যা অরুণা-রত্নকে তোমার করে অর্পণ করলাম। (অর্পণ)

(উভয়ে ক্রমান্বয়ে লক্ষ্মী ও বনদেবীকে প্রণাম।)

লক্ষ্মী। আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, উভয়ে মর্ত্ত্যলোকে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন কর।

বনদেবী। আমি আর কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, তবে এই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমাদের যেন হরিপদে মতি বাঁধা থাকে।

একজন বিষ্ণুদূতের প্রবেশ।

বিষ্ণুদূত। (উভয়কে প্রণাম করিয়া) ভগবান হরি আদেশ করেছেন, অনুধ্বজ এবং অরুণা সহ আপনারা কাশীরাজ্যে গমন কর্‌বেন। তথায় শ্রীকান্ত, কৃত্তিবাস, ভগবতী ও অন্যান্য দেবগণ সকলেই উপস্থিত আছেন।

লক্ষ্মী। বিষ্ণুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। চল বনদেবী ! আমরা অনুধ্বজ ও অরুণাকে ল'য়ে কাশীরাজ জয়কেতুর ভবনে গমন করি।

বনদেবী। চল দেবী।

[বনদেবী অনুধ্বজকে এবং লক্ষ্মী অরুণাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

চন্দ্রমা।

চন্দ্র। হা হতভাগিনী—তোমার কি মরণ হবে না? ওরে পোড়া প্রাণ! আবার কোন সুখের আশা ক'রে দেহে আছিস্? প্রাণরে আর কোন সুখ নাই, কোন আশা নাই, সব সুখ সব আশা নির্ম্মূল হয়েছে। আমার অনুধ্বজের সঙ্গে সঙ্গে সব চ'লে গেছে।

সুরমার প্রবেশ।

সুরমা। তবু তুমি সন্দেহ কর্‌ছো, আমার কথায় কি বিশ্বাস হ'লো না? দিদি চন্দ্রমা, আজ আমার মনে বড় দুঃখ হ'লো, আমি এত ক'রেও তোমার আপনার হ'তে পাল্লেম না।

চন্দ্রমা। না ভগ্নি দুঃখ কর্‌য়ো না, তোমার কথা আমি খুব বিশ্বাস করি। সুরমে! তোমার কথায় বিশ্বাস না হ'লে এতদিন কি এ হতভাগিনী প্রাণের বোঝা ব'য়ে মর্‌তো, কেবল ভগ্নি তোমার প্রাণ জুড়ান শীতল আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস ক'রে।

সুরমা। দিদি আর কোন ভয় নাই, বৎস অনুধ্বজ ত্রিজগৎপতি শ্রীপতির কৃপাবলে ভুবন মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হবেই হবে, সেই মলিন মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্লতায় পরিপূর্ণ হ'য়ে সেই বদন ইন্দু হ'তে সুধার ধারা সুমধুর মা বোল নির্গত হ'য়ে তোমার কর্ণকুহর পবিত্র কর্‌বেই কর্‌বে, তা যদি না হয় তবে যেন এক মনে আমার পতি-পদ পূজা বিফল হয়।

চন্দ্রমা। ভগ্নি! তা যদি বল্লে, তবে আমার কথাও শোন, তোমার অরুণা ধন যেখানেই যাক্, সে যাকে ভালবাসে তার নিকটেই আছে। যদি তোমার আশীর্ব্বাদে আমার অনুধ্বজ আমাকে এসে মা বলে, তাহ'লে ভগ্নি আমার আশী-র্ব্বাদে তোমার অরুণাও তোমাকে এসে মা বল্‌বে।

ইত্যবসরে অনুধ্বজ ও অরুণার প্রবেশ।

অনুধ্বজ। মা—মা, আমি এসেছি মা।

অরুণা। মা—মা, আমিও এসেছি মা।

চন্দ্রমা। অঁ্যা—কে তুমি বাবা?

সুরমা। তুমিই বা কে মা?

অনুধ্বজ। মা আমি তোমার কুসন্তান অনুধ্বজ।

চন্দ্রমা। কি বল্লি তুই আমার অনুধ্বজ, সেই কুসন্তান তুই?

অনুধ্বজ। মাগো, ক্ষমা কর, আমি তোমার সেই নিষ্ঠুর সন্তান।

চন্দ্রমা। তবে তুই আমার কাছে এসেছিস্ কেন? তুই যখন আমাকে না ব'লে ফাকি দিয়ে চ'লে গেছিস্ তখন তুই আর আমার নস্, আমি আমার অরুণা ধনকে চাই। অরুণা! অরুণা! মা আমার, আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, একবার মা মা ব'লে ডেকে আমার কোলে আয়।

সুরমা। মা অরুণা, তুইও আমার ন'স্, তুই যখন বনের মাঝে আমায় কাঁদিয়ে চ'লে গিয়েছিলি, তখন আর আমি তোকে কোলে নেব না, আমার অনু-ধ্বজ প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। আমি অনুধ্বজ ধনকে কোলে নিই, বাপ অনুধ্বজ, এ হতভাগিনীর চির-সাধ পূর্ণ কর, আমায় মা ব'লে ডেকে কোলে উঠে কোল পবিত্র কর!

অনুধ্বজ। দেবী! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আপনিও আমার মা। মা! মা! আপনার পুত্র অনুধ্বজকে কোলে গ্রহণ করুন।

সুরমা। এস বাবা আমার, তোমায় বুকে ধ'রে আমার সকল কষ্টের শান্তি হ'ক্। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

চন্দ্রমা। অরুণা! অরুণা! আয় মা, এ দুঃখিনীর দুঃখের নিশি প্রভাত হ'ক্, মধুরস্বরে মা মা ব'লে কোলে আয়।

অরুণা। মা প্রণাম হই।• (প্রণাম) মা ! এইবার আমায় কোলে নিন্।

চন্দ্রমা। এস মা আমার। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

মনোরমার প্রবেশ।

মনোরমা। কই চন্দ্রমা, কই ভগ্নি, কোথায় তুমি।

চন্দ্রমা। কেগো—কেগো তুমি ?

মনোরমা। আমারে চিনিতে নার প্রাণের ভগিনী।
অভাগিনী মনোরমা আমিরে দুঃখিনী॥
পুত্র ভার লয়েছিনু এবে সেই ধন।
কোলেতে পেয়েছ তাই দিনু দরশন।

চন্দ্রমা। দিদি, দিদি ! হীনমতি আমি গো রমণী,
চরণেতে রাখ দিদি নারী শিরোমণি। (প্রণাম করণ)

মনোরমা। আশীর্ব্বাদ করি ভগ্নি প্রফুল্ল অন্তরে,
পতি পুত্র ল'য়ে সুখে থাক এ সংসারে।

চন্দ্রমা। একি তব আশীর্ব্বাদ বুঝিতে না পারি,
পতি ল'য়ে সুখে রব সংসার ভিতরি ?
কোথা পতি, প্রাণপতি কৃতান্তের পুরে,
পতিহীনা অনাথিনী আমরা সংসারে।
দ্বিচারিণী হ'তে দিদি বল কি আমায় ?
এ কেমন আশীর্ব্বাদ বুঝা নাহি যায়।

মনোরমা। আশ্চর্য্য না হও বালা পাবে পতিধনে,
এখনি দেখিবে সতী পরম রতনে।

চন্দ্রমা। অসম্ভব বলি মনে প্রত্যয় না হয়,
মৃত জীব কভু কিগো পুনর্জ্জীবী হয় ?

মনোরমা। দুর্গাপদে মতি যার থাকে অনিবার,
অসম্ভব বিশ্ব মাঝে আছে কিরে তার ?
শ্রীদুর্গার শ্রীচরণ করিয়া ভাবনা,
যমপুরী হ'তে পতি এনেছি চন্দ্রমা।

চন্দ্রমা। পায়ে ধরি সত্য করি বল ঠাকুরাণী,
সত্য কি পতির দেহে দিয়েছগো প্রাণী ?

মনোরমা মিথ্যা নাহি বলি ভগ্নি সত্য সমুদয়,
অচিরে হেরিবে তুমি পতি-পদদ্বয়।
অনুধ্বজে গর্ভে ধরি তুমি পুণ্যবতী,
হেরিবে হর বাঘাম্বর দেবী ভগবতী॥
লক্ষ্মী সহ নারায়ণে পাবে দরশন,
কারাগার হবে আজি বৈকুণ্ঠ ভুবন।
হের ঐ লক্ষ্মী সহ দেবী কানন-রাণী,
আসিছেন দেখা দিতে তোমায় ভগিনী।

লক্ষ্মী ও বনদেবীর প্রবেশ।

চন্দ্রমা কেবা লক্ষ্মী কহ দিদি সিন্ধুব নন্দিনী,
কেবা হন্ বনদেবী কারেও না চিনি।

অরুণা। এই মাগো বিশ্বমাতা হরি-বিলাসিনী।

অনুধ্বজ ইনি গো আমার বড় মা বিপিনবাসিনী।

চন্দ্রমা। প্রণমি দোঁহার পদে ভক্তি নাহি জানি,
কৃপা কর কৃপাময়ী বিষ্ণু বিমোহিনী।

(সুরমা, চন্দ্রমা ও মনোরমা তিনজনে বনদেবী ও লক্ষ্মীকে প্রণাম করণ।)

লক্ষ্মী ও বনদেবী। (সমস্বরে)
আশীর্ব্বাদ করি সবে মনের আহ্লাদে,
পুত্র কন্যা ল'য়ে বঞ্চ কাল অপ্রমাদে।

মনোরমা। দেবী !
বহু পুণ্যফলে আজি তোমরা উভয়ে,
দেখা দিলে আমা সবে হেথায় আসিয়ে।
এবে কিবা অভিলাষ কহগো জননী,
কি কার্য্য করিলে হবে পরিতুষ্ট প্রাণী।

লক্ষ্মী। শুনগো সুব্রতে আজ শুন মম বাণী।
যে কারণে হেথা আসা তাহার কাহিনী।
অনুধ্বজ সহ এই অরুণা রতনে,
বাঁধিয়াছি মোরা দোঁহে বিবাহ বন্ধনে।
কেহ নাহি জান সবে দিতে পরিচয়,
বনদেবী সহ তেঁই লক্ষ্মীর উদয়।

সুরমা। চির জীবনের সাধ ছিল যাহা মনে,
পূর্ণ তাহা মহাদেবী হয়েছে এক্ষণে।
ছিল সাধ অনুধ্বজে কন্যা দান করি,
রাজসিংহাসনে বসাইব বড় যত্ন করি।
কিন্তু মাগো পতি বাদী হ'লো সেই সাধে,
সাধের কামনা করি পড়িনু বিষাদে।
এবে সে আশার সুসার হইল জননী,
এবে পতি কি করিবে ভাবি গো তারিণী।

লক্ষ্মী। সে ভয়ে অভয় দিলাম তোমারে এখন,
পতি তব ধর্ম্মপথে স্থাপিয়াছে মন।
হের ঐ কাশীরাজ আসিছে এখানে,
লইতে সকলে এবে রাজ নিকেতনে।

জয়কেতুর প্রবেশ।

জয়কেতু। মা, আপনাদের উভয়কে প্রণাম করি। (প্রণাম)

লক্ষ্মী। মহারাজ, অনন্ত সুখে সুখী হও।

জয়কেতু। দেবী! আপনারা এ ঘৃণিত স্থান কারাগারে কেন, এ হতভাগ্যের প্রতি যদি কৃপা করেছেন, তবে রাজভবনে পদার্পণ কর্‌বেন চলুন।

লক্ষ্মী। মহারাজ, এখনও তোমার ভ্রম দূর হয় নি? ভূপাল! কারাগারে কি সাধে এসেছি? তোমার কারাগারে আমাদের কোন্ ধন অবস্থান কর্‌ছে তা দেখ্‌ছো না।

জয়কেতু। অহো—বটে মা বটে, আপনারা যে ভক্ত অনুগামী, আপনাদের

ভক্ত-ধন যে এই পাপীষ্ঠ জয়কেতুর কারাগারে, কাজেই আপনারাও কারাগারে। বুঝেছি মা, যথেষ্ট শিক্ষা হ'লো, আপনারা ছায়া মাত্র, ভক্তই আপনাদেব কায়া, তবে আগে কায়া না ল'য়ে গেলে, ছায়ারূপ আপনাদের ল'য়ে যাওয়া অতি অসম্ভব কথা। (অনুধ্বজের প্রতি) অনুধ্বজ! প্রাণাধিক ধন! এ অকৃতি অধম পাষণ্ড পামরকে ক্ষমা কর! বাপ তুমি পরম হরিভক্ত, আমি শুনেছি, হরি-ভক্তগণ বড় ক্ষমাশীল, ক্ষমাগুণে বড় ধনবান, তাই—তাই বৎস, সেই আশায় ক্ষমা ভিক্ষা করছি, ক্ষমা কর বাপ, পূর্ব্বকৃত এই পিশাচের নৃশংসতা মনে ক'রো না।

অনুধ্বজ। মহারাজ! আপনি যখন নবপাল নাম ধারণ করেছেন, তখন আপনার মত উচ্চ শ্রেণীর লোক ওরূপ দু-একটি দুষ্কার্য্য করলে তার জন্য এমন কিছু বিশেষ অপরাধে অপরাধী হ'তে পারেন না, বরং আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

জয়কেতু। ধন্য! ধন্য! এতদূর শান্ত প্রশান্ত মহৎ প্রকৃতি না হ'লে কি লক্ষ্মী নারায়ণ মুষ্টি-মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, অহো—আজ আমার ভাগ্যের সীমা নাই, আজ আমি বিনা সাধনে বিনা পূজনে এক অরুণা-রত্নের টানে আপন গৃহে অনায়াসে দেবের আরাধ্য ধন অমূল্য রত্নরাজি লাভ করেছি। ধন্য অরুণা ও ধন্য অরুণার গর্ভধারিণী পুণ্যবতি সুরমাও ধন্য, আর তবে আমিই বা কোন ধন্য নই, আমিও তো অরুণার জন্মদাতা পিতা, আমিও তবে এই ত্রিলোক মাঝে এক জন ধন্য, গণ্য, মান্য, মহাপুণ্যবান তাতে আর সন্দেহ নাই। হে ত্রিলোকবাসীগণ! তোমরা দেখ হরিভক্তের প্রতি কত অত্যাচার ক'রে শেষে আজ আমার কি সৌভাগ্য, আমার এই কাশীরাজপুরী গোলোক বা শিবলোক ব'লে যা ভাববে তাই। এখানে আজ গোলকের ধন লক্ষ্মী-নারায়ণও বিরাজমান, আর কৈলাসের ধন হর-পার্ব্বতীও বিরাজমান, দেখ—দেখ কত পুণ্যফল! কত তপস্যার ফল!

গীত।—তাল আড়খেমটা।

দেখ চেয়ে জগৎবাসী সবে একবার।
কত পুণ্যের ফল আজি উদয় হইল আমার॥
নারায়ণ আপন ঘরে,
লক্ষ্মী সনে পার্ব্বতী হরে, এনেছি পুরে;—

কে এমন আছে কোথা এত ভাগ্য হয় তাহার।
চিরদিন হায় অহঙ্কারে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফেলে দূরে—ব্যথা দিয়েছি শ্রীধরে,—
হরিভক্তে কষ্ট দিয়ে গেল আমার ভবের ভার॥

বনদেবী। মহারাজ, বাস্তবিক কথা, তুমিই একজন ভাগ্যবান, তোমার তুল্য ভাগ্যবান পুণ্যবান জগতে আর দ্বিতীয় নাই, এক্ষণে চল রাজন, হর হরি সমক্ষে ও লক্ষ্মী পার্ব্বতী সমক্ষে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিগে, বৎস অনুধ্বজকে অরুণা সহ উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ করিগে।

জয়কেতু। যে আজ্ঞা, আপনারা অগ্রগামিনী হ'ন্। (মনোরমা ও চন্দ্রমার প্রতি) এক্ষণে রাজ্ঞিদ্বয়! আপনারা এই দুরাত্মাকে আপনাদের একান্ত আশ্রিত ও শরণাগত জেনে গত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন। (সুরমার প্রতি) মহিষি! তুমিও এই নরাধমকে ক্ষমা কর।

সুরমা। মহারাজ! তুমি স্বামী, যত অপরাধেই অপরাধী হও, পত্নীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়।

জয়কেতু। মহিষি! এক্ষণে তোমার গৃহে তুমি চল। (অরুণার প্রতি) অরুণা—অরুণা, আয় মা—আয় মা, আমি তোর পিতা নই—ঘোর নির্দ্দয়, আমি তোকে পদাঘাতে ধূলায় লুণ্ঠিত করেছিলাম, কিছু মনে করিস্‌নে মা, অজ্ঞান তোর পিতার সে দোষ মার্জ্জনা করিস্, আয় মা আয় এখন একবার তোকে ব'ক্ষে ক'রে শীতল হই। (অরুণাকে গ্রহণ) রাজকুমার! অরুণাকে ব'ক্ষে ক'রে আমার অর্দ্ধ অঙ্গ মাত্র শীতল হ'লো, বাকি অর্দ্ধাঙ্গ বোধ হয় তোমার স্পর্শন ব্যতীত শীতল হবে না। এক্ষণে কুমার শত্রু ব'লে যদি ঘৃণা না কর তাহ'লে একবার আমার দক্ষিণ অঙ্কে উদয় হ'য়ে আমার ও জগতের লোকের দারুণ ভ্রমের আঁধার মুক্ত ক'রে দাও;

অনুধ্বজ। মহারাজ! আমি আপনার দাসানুদাস। আমাকে এত অনুনয় বিনয় কর্‌বেন না, আমার মনে বড় কষ্ট হ'চ্ছে, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আমায় ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, তাহ'লে আমার আজ কতকটা মনের খেদ নিবৃত্তি হয়।

জয়কেতু। বুঝেছি বৎস! আমি তোমায় ক্রোড়ে গ্রহণ করলে তোমার যে কি খেদ নিবৃত্তি হ'বে তা বুঝেছি। অনুধ্বজ! আর সে দুঃখ বা খেদ করা অনাবশ্যক, তোমার বড় মা ঐ মহাসাধ্বী হ'তে তোমার মনের খেদ মিটেছে, হরির কৃপায়, ইচ্ছাময়ী তারার ইচ্ছায় তোমার মৃত পিতা পুনর্জ্জীবন লাভ করেছেন, এক্ষণে এস বাপ ব'ক্ষে এস, তোমায় ব'ক্ষে করে ল'য়ে গিয়ে অযোধ্যাপতি মহারাজ বিজয়কেতুর ক্রোড়ে অর্পণ করিগে! (অনুধ্বজকে ক্রোড়ে গ্রহণ)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীধাম—রাজসভা।

(শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, ভগবতী, লক্ষ্মী, বনদেবী, বিজয়কেতু, জয়কেতু ও অনুধ্বজ।)

জয়কেতু। হে ভূপাল! ক্ষম মোরে,
তব সনে আছিল বৈরতা,
এবে কহি দেব দেবী সমক্ষে সবার
মিত্রতা বন্ধনে বাঁধিনু তোমায়।
যা কিছু আমার,
আজি হ'তে সকলি তোমার।
মম কন্যা ধন, আজি হৈল তব পুত্রবধু।
এস বৈবাহিক!
প্রণমিয়া দেব চক্রপাণে,
প্রণমিয়া দিগাম্বরে, নমি অম্বিকায়;
নমি লক্ষ্মী পায়, প্রণমিয়া কানন-রাণীরে
আলিঙ্গনে জুড়াই জীবন।

বিজয়কেতু। পূর্ণ হ'ক কামনা তব।

(সকলকে প্রণাম ও উভয়ে আলিঙ্গন)

অরুণাকে লইয়া দাসীগণের পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

জয়কেতু। বৎস অনুধ্বজ !
জগতের আদি কারণ হরি ত্রিলোচন,
এ দোঁহা সমক্ষে বিশ্বমাতা পার্ব্বতী—
আর লক্ষ্মীর সমক্ষে সত্য করি কহি,
আজি হইতে মম রাজাসন,
মম রাজ্য ধন, মম কন্যা-ধন,
আর আর যাহা কিছু আছে,
পবিত্র অন্তরে কহি
সে সব সঁপিনু তোমার শ্রীকরে।
ব'স রাজাসনে
প্রণমি যত আরাধ্য দেব-দেবীগণে।

(অরুণা ও অনুধ্বজ ক্রমান্বয়ে সকলকে প্রণাম করণ।)

জয়কেতু। মহারাজ অযোধ্যা-ভূপাল !
ধর পুত্র পুত্রবধূ তব।
বসাও যতনে এ রাজ-আসনে।

(অনুধ্বজ ও অরুণাকে ক্রোড়ে লইয়া বিজয়কেতুর সিংহাসনে উপবেশন।)

বিজয়কেতু। পূর্ণ মনস্কাম, হে হর, বংশাধর !
মিনতি দাসের-শ্রীপদ-পঙ্কজে,
কৃপা করি কৃপার নিদান,
দিলে প্রাণদান, দিলে পুত্র ধনে,
সংসারের সুখ জাগিল হৃদয়ে।
অনিত্য সংসার প্রভু,

মজিলে সংসারে ভুলিব ও রাঙ্গা চরণ—
নিবেদন তাই পরমেশ দেখিব যুগলরূপ,
ঘুচাব মনের মলা, ঘুচাব প্রাণের জ্বালা,
দাঁড়াও এবে যুগল রূপেতে।
ওমা হররমা, ওমা হরি-প্রিয়ে!
পূরাও দীনের মনের কামনা।

বিষ্ণু। পূর্ণ হোক্ কামনা তোমার।

(মহাদেবের বামে ভগবতী ও বিষ্ণুর বামে লক্ষ্মীর দণ্ডায়মান হওন)

বিজয়কেতু। ধন্য হইনু আজি, সফল হইল জীবন।
জয় জয় দেবেশ দম্পতি!

(সকলের প্রণাম।)

নর্ত্তকীগণের গীত।

কি অপরূপ রূপ উদয় রাজ-ভবনে।
একাধারে হর-গৌরি হের লক্ষ্মী-নারায়ণে॥
শিব শুভঙ্কর পাশে, দেবী শুভঙ্করী হাসে,
কৈলাসের জ্যোতি বিকাশে অবনী-ভুবনে।
মরি মরি বংশীধারী, বামে রাজে রাই কিশোরী,
আধ আধ হাসি কিবা অধরে ;—
দাঁড়ায়েছে বামে হেলে, মেঘে সৌদামিনী ছলে,
চরণ-তলে মোক্ষ খেলে, কে নিবি আয় এখানে॥
অম্বুধ্বজ সিংহাসনে বসি, বামে অরুণা রূপসী,
সকলেতে আজি সুখী, বিষাদ নাহি প্রাণে॥

যবনিকা পতন।